উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৪,০৫৮.৯০ (+৩০৩.০৩)

নিফটি : ২৫,৬৩৭.৮০ (+৮৮.৮০)

ভারতের সঙ্গেও বড় চুক্তি
চিনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলেছে আমেরিকা। এবার ভারতের সঙ্গে খুব বড় ধরনের বাণিজ্য চুক্তি করতে চলেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। » ৭

বানভাসি হিমাচল
হিমাচলপ্রদেশের কুলু ও কাংড়া, ধর্মশালা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় টানা বৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হঠাৎ বন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চলতি দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

কালীগঞ্জে এনআইএ চান সুকান্ত
কালীগঞ্জে নাবালিকা খুনের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। » ৫

১৩ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 28 June 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 41

ঘুম ভাঙবে কি পুরসভার?

নজরে অবৈধ নির্মাণ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন : পাশের শহর শিলিগুড়িতে সেখানকার পুর কর্তৃপক্ষ একের পর এক অবৈধ নির্মাণ ভাঙছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে চোখের সামনে থাকা অবৈধ নির্মাণগুলি দেখেও জলপাইগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষ কার্যত কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। এ নিয়ে বিরোধীরা সরব হয়েছে। এতে যেন অবশেষে পুরসভার ঘুম ভাঙল। এই নিয়মবহির্ভূত নির্মাণকাজ ইতিমধ্যে পুরসভার নজরে এসেছে। গত মঙ্গলবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরসভা এবারে পদক্ষেপ করবে বলে সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিরোধীদের কটাক্ষ
- শহরের বেশ কিছু জায়গায় পুরসভার অনুমতি ছাড়াই নির্মাণকাজ করা হচ্ছে
- এ নিয়ে বহুবার তাদের বিরুদ্ধে কথা উঠলেও পুরসভা কোনও পদক্ষেপ করেনি
- পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে
- অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরসভা পদক্ষেপ করবে বলে সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত
- তবে এটি স্রেফ আইওয়াশ বলে বিরোধীদের কটাক্ষ

জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুরসভা কোনও অবৈধ নির্মাণকাজ বরদাস্ত করবে না। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করেছি। প্রথমে শহরের কোথায় কোথায় অবৈধ নির্মাণকাজ হয়েছে তা সমীক্ষা করে দেখে একটি তালিকা করা হবে। তারপর পুরসভা তার আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে।' এবার পুরসভার তরফে অবৈধ নির্মাণকাজ ভেঙে ফেলাও হতে পারে বলে খবর।

যদিও পুর কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপির জেলা সম্পাদক শ্যাম প্রসাদ বলেন, 'শহরে যারা অবৈধ নির্মাণ করছে তাদের একটা বড় অংশই শাসকদল ঘনিষ্ঠ। বিশেষ করে শহরের বুকে গজিয়ে ওঠা বহুতল এবং বাণিজ্যিক ভবনগুলোই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবৈধভাবে নির্মাণ হয়েছে। ভালো করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে এই বহুতল এবং বাণিজ্যিক ভবনগুলি তৈরির পেছনে শাসকদলের নেতার হাত রয়েছে। ফলে এগুলি কোনওদিনই ভাঙা হবে না। পুরসভার এসব লোকদেখানো প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

শহরের বেশ কিছু জায়গায় পুরসভার অনুমতি ছাড়াই নির্মাণকাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে বহুতল এবং বাণিজ্যিক ভবন তৈরির ক্ষেত্রে পুরসভার নিয়ম অনেকেই মানছে না বলে অভিযোগ। সরকারি নিয়মে রয়েছে বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির ৫০ শতাংশ জায়গা ফাঁকা রেখে নির্মাণকাজ করতে হবে। কিন্তু সেই নিয়মের তোয়াক্কা না করেই অনেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি না ছেড়ে বিল্ডিং তৈরি করছেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ছেড়ে বিল্ডিং তৈরির পরে ওই ফাঁকা জায়গাতে পুরসভার অনুমতি ছাড়াই কেউ টিনের শেড দিয়ে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা তৈরি করছেন। শহরে সদ্য নির্মিত হওয়া এমন কিছু শপিং মল এবং বহুতল রয়েছে যেখানে কোনও পার্কিং এরিয়া নেই। পার্কিং ছাড়া বহুতল তৈরি হওয়ার পর পুরসভা সেটি কীভাবে ব্যবহারের অনুমতি দিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এখানেই শেষ নয়, কিছু বাণিজ্যিক বিল্ডিংয়ের ছাদকে ব্যবহার করে রেস্তোরাঁ তৈরি করা হয়েছে। যার কোনও অনুমতি পুরসভা থেকে নেওয়া হয়নি।

এরপর বারোর পাতায়

রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম...

জগন্নাথকে দোল খাইয়ে রথযাত্রার সূচনা দিঘায় (উপরে)। জলপাইগুড়িতে রথযাত্রা ঘিরে ভক্তদের উল্লাস। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কলেজেই গণধর্ষণ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ জুন : শিক্ষাঙ্গনে গণধর্ষণ। তাও খাস কলকাতা শহরে। শিউরে ওঠার মতো ঘটনার বিবরণ। শহরের ব্যস্ত এলাকা কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণের শিকার এক ছাত্রী। কলেজের ইউনিয়ন রুমে আটকে তাঁর ওপর অত্যাচার চলে। অসুস্থ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রেহাই দেওয়া হয়নি তাঁকে। কলেজের নিরাপত্তারক্ষীর কাছেও সাহায্য চেয়ে পাননি ওই নিগৃহীতা।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের পুনরাবৃত্তি যেন। ল' কলেজের ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনই আবার তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই কলেজের ইউনিট সভাপতি। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অবশ্য দ্রুত তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে। আদালত তাঁদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে।

গ্রেপ্তার ৩
- কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণ
- অসুস্থ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়নি
- অভিযুক্ত ৩ জনই তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত
- মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র টিএমসিপি'র ইউনিট সভাপতি

মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ আবার ওই কলেজের শিক্ষাকর্মী হিসেবে এখন কর্মরত। কলেজ পরিচালন কমিটির সুপারিশে তিনি ওই চাকরি পেয়েছিলেন। বাকি দুই অভিযুক্ত প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জইব আহমেদ ওই কলেজের পড়ুয়া ও সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। খাস কলকাতায় আবার এরকম ঘটনায় উত্তেজনার পারদ চড়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তৎপরতাও। বিজেপি, বাম, কংগ্রেস, ডিএসও আলাদা আলাদাভাবে কলেজ ও কসবার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইতিমধ্যে জাতীয় মহিলা কমিশন এব্যাপারে তিনদিনের মধ্যে পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। এই ঘটনা ফের বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে তৃণমূলের। ঘটনার পরই তড়িঘড়ি দিঘা থেকে কলকাতায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

প্রসাদ প্রকল্প বনাম খুঁত খোঁজার প্যাঁচপয়জার

গৌতম সরকার

প-এ প্রশাসন। প-এ প্রসাদ। বাংলায় রাজনীতির বর্ণমালায় প-এর দুই প্রকারভেদ। যদিও ভেদ ভেঙে শব্দ দুটি এখন মিলেমিশে একাকার। আপাতত প্রসাদ তৈরি আর প্রসাদ বিলিতে যুক্ত প্রশাসন। দুয়ারে র‍্যাশনে চাল-গমের সঙ্গে প্রসাদ। চাল-গমে দাম দিতে হয়। প্রসাদ একেবারে ফ্রি। ভরতুকি দেওয়া সরকারি প্রকল্প যে। দলদাস প্রশাসন, দলদাস পুলিশ ইত্যাদি শব্দবন্ধ বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে গিয়েছে। অভিধানে নতুন শব্দ যোগ করা যায়- ধর্মসেবক প্রশাসন, ধর্মসেবী সরকার।

বিডিও, পুরসভার চেয়ারম্যান না হয় প্রশাসনের অংশ। শুধু তৃণমূল নেতার পরিচয়ে যাঁরা বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিলোচ্ছেন, তাঁরা কোন প্রশাসন? এক অদ্ভুত মিলিজুলি বকচ্ছপ অবতার যেন। কোনটা প্রশাসন আর কোনটা শাসকদল- ফারাকটা গুলিয়ে গিয়েছে। থুড়ি, গুলিয়ে গিয়েছে নয়, গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের সকলে শুধু সংগঠনের নেতা হয়ে থাকলে খুশি হন না। প্রশাসনে ছড়ি ঘোরাতে না পারলে যে মান-ইজ্জত থাকে না।

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

স্মৃতি উসকাচ্ছে আরজি করের

» পাঁচের পাতায়

নতুন চুক্তি রোনাল্ডোর

» তেরোর পাতায়

ধরলায় ডুবে মৃত্যু দুই পড়ুয়ার

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৭ জুন : ধরলা নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই স্কুল পড়ুয়ার। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে আরেক স্কুল পড়ুয়া। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিট ব্রহ্মপুর ঠাকুরের ডাঙ্গা এলাকায়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অমৃত রায় (১২) ও কমলেশ রায়ের (১২)। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছে নয়ন মণ্ডল নামের আরেক স্কুল পড়ুয়া। তারা তিনজন একে-অপরের বন্ধু ছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, ধরলা নদীর যেখানে সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে বালি মাফিয়ারা বালি তোলে। সেজন্য নদীতে গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। আর নদীখাতের সেই গর্তে ডুবে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। ঘটনার পর বেআইনি বালি উত্তোলনের প্রতিবাদে এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা।

মৃত অমৃতের বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়ি খোলারবাড়ি এলাকায়। সে দিন তিনেক আগে মায়ের সঙ্গে ঠাকুরেরডাঙ্গায় মামার বাড়িতে এসেছিল। কমলেশ ও নয়নের বাড়ি ঠাকুরেরডাঙ্গা এলাকাতেই। বৃহস্পতিবার অমৃত, কমলেশ ও নয়ন এই তিনজন মিলে বাড়ির কাছে ধরলা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত স্থানীয়রা তাদের ওই এলাকায় স্নান করতে নিষেধ করে। তখন তারা বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ধরলা নদীর আরেক জায়গায় স্নান করতে যায়। সেখানে নদীর গভীরতা এতটাই বেশি ছিল যে তারা তিনজনই নদীর মধ্যে থাকা একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। ওই তিনজনের মধ্যে সাঁতার জানত কেবল নয়ন। সে কোনওভাবে গর্ত থেকে উপরে উঠে এসে চিৎকার করে আশপাশের মানুষকে ডাকাডাকি শুরু করে। এরপর স্থানীয়রা নদীতে নেমে খোঁজাখুঁজির পর গর্তের মধ্যে থেকে অমৃত ও কমলেশকে উদ্ধার করে। প্রথমে তাদের চ্যাংরাবান্ধা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে দুজনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাদের জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক তাদের দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এরপর বারোর পাতায়

প্রতিবাদে নবান্ন অভিযানের ডাক

ডিএ মেটাতে আরও ৬ মাস চায় রাজ্য

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৭ জুন : প্রত্যাশায় জল। আপাতত মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) বকেয়া মিলবে না বাংলার সরকারি কর্মচারীদের। কোষাগারে অর্থের অভাবের যুক্তি দেখিয়ে ডিএ দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আরও ৬ মাস সময় চেয়ে শুক্রবার আবেদন করেছিল রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালত অবশ্য তাৎক্ষণিক আবেদনটি গ্রহণ করেনি। তবে জানিয়ে দিয়েছে, অবকাশকালীন বেঞ্চ সোমবার এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট ৬ সপ্তাহের মধ্যে ডিএ'র ২৫ শতাংশ বকেয়া মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই সময়কাল শেষ হওয়ার পরেও রাজ্য সরকার ওই বকেয়া দেওয়ার ঘোষণা করেনি। উলটে শুক্রবার আরও সময় চেয়ে আবেদন করেছে সর্বোচ্চ আদালতে। রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অবশ্য এ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

তাঁর বক্তব্য, 'এ নিয়ে যা বলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আমি কোনও উত্তর দেব না।' রাজ্য সরকারের এই মনোভাবে ফের হতাশা নেমেছে রাজ্যের প্রায় ১০

সুপ্রিম দুয়ারে
- ডিএ'র ২৫ শতাংশ বকেয়া মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট
- ২৭ জুন সেই সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে
- শুক্রবার আরও ৬ মাস সময় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য সরকার
- ক্ষুব্ধ ডিএ আদায়ে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সোমবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে

লক্ষ ডিএ প্রাপকদের মনে। এঁদের মধ্যে যেমন সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা আছেন, তেমনই আছেন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, পুরসভা, পঞ্চায়েত, বিভিন্ন নিগমের কর্মী ও পেনশন প্রাপকরা। তাঁদের আশা আপাতত অপূর্ণই থাকল সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও।

ক্ষুব্ধ ডিএ আদায়ে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সোমবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। সরকারের অর্থাভাবের যুক্তি প্রসঙ্গে মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। তবে আমরাও তৈরি আছি। কর্মচারীদের অধিকার হরণ করে সরকারকে কাটমানি শিল্প চালিয়ে যেতে দেব না।' মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠানোর পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।

ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জিও জানিয়েছে নবান্ন। ওই প্রসঙ্গে মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, 'রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালেই গৃহীত হবে, এমন কথা নেই। সময় পেরিয়ে যাওয়ায় আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছি অর্থসচিব ও মুখ্যসচিবকে। ডিএ দিতেই হবে।'

এরপর বারোর পাতায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে **অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)**-এর চুক্তি সম্পাদনের জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ এটিএম-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১০.০৭.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য ই-অকশন। **ক্র.নং.; এসইকিউনং.; লটনং/ক্যাটিগরি ও স্টেশন নিম্নরূপঃ** ১; এএ/১; **এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জিইএন-৩৫-২৫-২** ও বরিয়ারপুর। ২; এএ/২; **এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জিইএন-৪০-২৫-২** ও সবোর। ৩; এএ/৩; **এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জিইএন-৩১-২৫-২** ও রাজমহল। ৪; এএ/৪; **এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জিইএন-৩৯-২৫-২** ও মির্জাচৌকি। ৫; এএ/৫; **এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জিইএন-২৮-২৫-২** ও ঘোঘা। ৬; এএ/৬; **এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জিইএন-৪৪-২৫-৪** ও সাহিবগঞ্জ। ৭; এএ/৭; **এটিএম-এমএলডিটি-এসডিআরপি-জিইএন-৪১-২৪-১** ও শিবনারায়ণপুর। ৮; এএ/৮; **এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জিইএন-৩৩-২৫-২** ও অভয়পুর। ৯; এএ/৯; **এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জিইএন-৪২-২৫-২** ও তিনপাহাড়। ১০; এএ/১০; **এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জিইএন-৩৮-২৫-২** ও জঙ্গিপুর রোড। ১১; এএ/১১; **এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জিইএন-৪৩-২৫-২** ও পীরপৈঁতি। ১২; এএ/১২; **এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জিইএন-২৫-২৫-২** ও বাঁকা। ১৩; এএ/১৩; **এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জিইএন-২৯-২৫-২** ও মুঙ্গের। ১৪; এএ/১৪; **এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জিইএন-৩৬-২৫-২** ও গোড্ডা। ১৫; এএ/১৫; **এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জিইএন-৩০-২৫-২** ও মালদা টাউন। ১৬; এএ/১৬; **এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জিইএন-২৭-২৫-২** ও ধুলিয়ানগঙ্গা। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-98/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্সেল-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১০.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং. ও **লট নং.** নিম্নরূপ ঃ ১; ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ১-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ২; ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ২-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৩; ১৫০৯৭-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-জেএটি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৪; ১২৩৩৫-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৫; ১৩০৭২-এসএলআর-আর১-জেএমপি-এইচডব্লুএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-101/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২৪_২৫-২৬ তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** "য়ার্ড উন্নতকরণ-সামসি য়ার্ড" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৩৫,৯১,২৪৮.৯৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৩,০০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পেগাসিস্টেমের সঙ্গে মউ আইইএমের

নিউজ ব্যুরো

২৭ জুন : আইইএম-ইউইএম পরিচালিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সুপরিচিত নাম। এই সংস্থার রাজারহাট ক্যাম্পাসে পূর্ব ভারতের প্রথম সংস্থা হিসেবে ২০ জুন তারা বিশ্বখ্যাত সংস্থা পেগাসিস্টেমের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করে। এই উদ্যোগের ফলে আইইএম-এর সল্টলেক ও রাজারহাট ক্যাম্পাসের সকল পড়ুয়া পেগাসিস্টেম প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার শিখতে পারবেন। আইইএমের ডিরেক্টর সত্যজিৎ চক্রবর্তী এবং পেগাসিস্টেম-এর ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনন্তচরণ নায়েকের আশা, এই চুক্তির ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। ডিজিটাল অর্থনীতির এই প্রতিযোগিতায় এই সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা অনেকটাই এগিয়ে থাকবে।

অ্যাফিডেভিট

গত 2.9.24 তাং আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ashok Roy ও Asoke Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (B/S)

কর্মখালি

কোম্পানিতে গ্র্যাজুয়েট Female Office Assistant চাই। Salary (15000-20000), সাথে রয়েছে PF, ESI ও অন্যান্য সুবিধে। Con- সেবক রোড, শিলিগুড়ি, Ph- 9434056065. (C/116855)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে B.Ed ও DEl. Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ - Manoranjan Saha Memorial B.Ed College - 9932209369. President. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমি যুগল রায় পিতা আশানন্দ রায়, কালিয়াগঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। আমার পারিবারিক পদবি রায়। আমার পুত্র দিল রায়ের জন্য প্রমাণপত্রে নং-১৮৯৫১, তাং ১৫/০৯/১৭, আমাদের সকলের নামের পদবি বর্মন হওয়ায় রায়গঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অ্যাফিডেভিট বলে বর্মন হইতে রায় হইলাম। (C/ 117239)

SENIOR MARKETING MANAGER (SPACE & MEDIA SALES)

Uttar Banga Sambad, North Bengal's largest circulated newspaper, is seeking a dynamic and results-driven **Senior Marketing Manager (Space & Media Sales)** to join our team.

Based in **Siliguri**, the successful candidate will be responsible for spearheading advertisement generation across both print and digital platforms throughout the entire North Bengal region. This role requires extensive travel to liaise with prospective clients and advertising agencies. You will also lead and mentor a team of marketing executives.

We are looking for a **go-getter**, a **result-oriented** professional, and a **hard taskmaster** who can consistently achieve targets and drive growth.

In return, we offer an **excellent salary** coupled with an attractive **incentive package**.

Interested candidates are invited to email their detailed resume to **jobs.uttarbanga@gmail.com** by **June 30, 2025.**

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) [অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক] মালদা ডিভিসনে ভাগলপুর (বিজিপি), কাজরা (কেজেএইচ), নিমতিতা (এমআইএলই), সুজনিপাড়া (এসপিএলই), নাথনগর (এনএটি) ও সুলতানগঞ্জ (এসজিজি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং. **লট নং.** ও **স্টেশন নিম্নরূপঃ** ১; পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১ ও ভাগলপুর। ২; পার্কিং-এমএলডিটি- কেজেএইচ-এমএস-৫০-২৫-১ ও কাজরা। ৩; পার্কিং-এমএলডিটি- এনআইএলই- এমএস-৫৪-২৩-১ ও নিমতিতা। ৪; পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএস-৫৩-২৩-১ ও সুজনিপাড়া। ৫; পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএস-২১-২২-২ ও নাথনগর। ৬; পার্কিং-এমএলডিটি-এসজিজি-এমএস-৪২-২৫-১ ও সুলতানগঞ্জ। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-102/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ এম-পিডি-ওটি-০২ অফ ২০২৫-২৬, তারিখঃ ২৪.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পো.অ.ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত যথেষ্ট সক্ষমতা ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে ১৭.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নামঃ** মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ জংশন, জামালপুর জংশন ও গোড্ডা-তে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মে যাত্রারত কোচে জল সরবরাহের ব্যবস্থা (কোচ ওয়াটারিং)। **অবস্থানঃ** পশ্চিমবঙ্গের মালদা টাউন, ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জ ও গোড্ডা এবং বিহারের জামালপুর। **কাজের টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৬,৯৩,২৪৯.৭২ টাকা অর্থাৎ ২৬,৯৩,২৫০ টাকা, ১৮% জিএসটি সহ। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমাঃ** সম্মতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **জমাযোগ্য বায়নামূল্যঃ** ৫৩,৯০০ টাকা। **অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০৭.২০২৫ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ www.ireps.gov.in**। নোটিশ বোর্ডঃ (১) সিনিয়ার ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। (২) এএমই/ভাগলপুর জংশন ও এএমই/সাহিবগঞ্জ অফিস। (৩) এসএসই/সি অ্যান্ড ডব্লু/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর, জামালপুর-এর অফিস। **দ্রষ্টব্যঃ** (i) ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। (ii) উল্লিখিত কাজের জন্য টেন্ডারটি সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমের হবে। (iii) এই কাজের জন্য পিভিসি প্রযোজ্য নয়। (iv) শিল্প নীতি ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত স্টার্টআপ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই ধরনের সংস্থাগুলিকে নিয়মে বর্ণিত সব রকমের রীতি-নীতি মেনে চলতে হবে। (v) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী, সকল টেন্ডারদাতাদের ই-টেন্ডার ফর্ম বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। (vi) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী, টেন্ডার মূল্যমানের ২% হিসাবে বায়নামূল্য ধার্য হবে। (vii) টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার-IX অনুযায়ী, টেন্ডার নথির সাথে টেন্ডারদাতাকে নথির সত্যতা/যথার্থতা সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির বয়ান জমা/আপলোড করতে হবে। এই বয়ান জমা না করতে বিডদাতার বিড তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। (MLD-100/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

LAW ADMISSION
ONLY EWS CANDIDATES
SESSION:- 2025-2026

Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 years B.A., L.L.B integrated Course. Forms will be available from the College website (**www.balurghatlawcollege.ac.in**) on and from 28.06.2025 to 06.07.2025. Interested only EWS candidates may contact on Mobile No-9382097598/9832790510.

Santosh Kumar Tiwary
Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that public at large that the one of my Client intend to purchase land measuring 3 Katha, L.R. Khatian no. 288, R.S. Khatian no. 365, in R.S. Plot no. 151, L.R. Plot no.117, situated within Mouza- Dabgram sheet no. 11 (R.S.) & 77 (L.R.), J.L. no. 2, Pargana Baikunthapur, P.S. Bhaktinagar, District- Jalpaiguri, A.D.S.R. Bhaktinagar, under Dabgram-II Gram Panchayat, in the State of W.B sale deed no. I-01106/2016 registered in the office of the A.D.S.R. Bhaktinagar, District-Jalpaiguri, owner Mr. Bheba Adhikary, son of Kakar Singh Roy of Dabgram, Purchased from Mr. Samar Roy, Son of Mr. Nati Singh Roy. If any person have objections, claim, in that respect, he may contact with me or my client with all documents within 7 (seven) days from the date of publication. Thereafter no claim / demand shall not be entertained.

Sd/-
SHANKAR PD. SHARMA
Advocate, Siliguri

কুলিং সিস্টেম এবং তাপ নিরোধকের আপগ্রেডেশন সহ আরএমএসের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ডিএলএসএমএলডিটি এনএফআর০২২০২৫-২০২৬, তারিখ ঃ ২৩-০৬-২০২৫। **স্থান সহ কাজের নামঃ** ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে ও পক্ষ থেকে "কুলিং সিস্টেম এবং তাপ নিরোধকের আপগ্রেডেশন সহ আরএমএসের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ"-এর ঠিকা প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ লাভের সময় থেকে (০৩) তিন মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজের বিস্তারিত বিবরণ টেন্ডার নথিতে দেওয়া হয়েছে। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ১৫,২৫,২০০/- টাকা; **বায়নার ধন ঃ** ৩০,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়** ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। ওয়েবসাইট বিবরণ, **www.nfr.indianrailways.gov.in**-এ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যেতে পারে।

সিনি. ডিএমই/ডিএসএল/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৩, তারিখঃ ২৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের এসএসই এসআইজি মালদা টাউনের সেকশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৭৬,৯৯,৩১৫/- টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৮৮,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভারত সরকার
রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং - ০২/২০২৫
টেকনিশিয়ান পদে নিয়োগের নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে বর্ণিত টেকনিশিয়ান গ্রেড III এবং সিগনালে টেকনিশিয়ান গ্রেড I পদে আবেদনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮.০৭.২০২৫। আবেদনপত্রটি শুধুমাত্র অনলাইন মোডের মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি

আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ : ২৮শে জুন ২০২৫
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ : ২৮শে জুলাই ২০২৫ (২৩:৫৯ ঘটিকায়)

পদের নাম	৭(সপ্তম) সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	বয়স (০১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী)	শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবি এর)	মোট শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবি এর)
টেকনিশিয়ান গ্রেড I সিগনাল	৫	২৯,২০০/-	বি-১	১৮-৩৩ বছর	১৮৩	৬২৩৮
টেকনিশিয়ান গ্রেড III	২	১৯,৯০০/-	বিস্তারিত কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞাপিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সংযুক্তি 'এ' দেখুন	১৮-৩০ বছর	৬০৫৫	

দ্রষ্টব্য :
(১) প্রতিটি প্রার্থী শুধুমাত্র একটি আরআরবিতে নির্দিষ্ট বেতনের স্তরে আবেদন করতে পারবেন, এবং শুধুমাত্র একটি অনলাইন আবেদনপত্র যেকোনো অথবা সকল বেতনের স্তরের অন্তর্গত বিজ্ঞাপিত পদে আবেদন করতে পারবেন।
(২) প্রতিটি বেতনের স্তরের জন্য একটি আলাদা আবেদনপত্র জমা করতে হবে।
(৩) প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য ডিজি লকার/ আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারণ আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারে থাকা আপনার নাম, জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে থাকা সম্পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনের পূর্বে আপডেট করতে হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং ০২/২০২৫ অনুসরণ করুন যেটি সমস্ত অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির সরকারি ওয়েবসাইটে ২৮.০৬.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হবে।

সিইএন নং- ০২/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	আজমের www.rrbajmer.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in	ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in
গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in
মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	মুজাফফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
রাঁচি www.rrbranchi.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderbad.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in
গোরক্ষপুর www.rrbgkp.gov.in	*****	*****	*****

যেকোনো সংশোধনী/সংযোজন/উপরোক্ত নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি সময় বিশেষে শুধুমাত্র উপরে উল্লেখিত আরআরবি-এর ওয়েবসাইটগুলিতে জারি করা হবে।

নং- আরআরবি/ বিএনসি/ আরটি/এডিভিটি/০২/২০২৫
তারিখ : ২৮.০৬.২০২৫

চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

"দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।"

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট- ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) [অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক] মালদা ডিভিসনে মালদা টাউন (এমএলডিটি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পে-ইউজ-০৭-২০২৫। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। **লট নং.** পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি-টিওআই-২৫-২৫-১। **স্টেশনঃ** মালদা টাউন। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-103/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লুভিএম)-এর চুক্তি সম্পাদনের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ ডব্লুভিএম-২০২৫-০৭। অকশন শুরুঃ** ১০.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লুভিএম) স্টলের জন্য ই-অকশন। **এসইকিউ নং.ঃ** এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১। **স্টেশনঃ** গোড্ডা, হাঁসডিহা, মির্জা চৌকি, সাহিবগঞ্জ, বরহারওয়া, তিনপাহাড় ও রাজমহল। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-97/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

শোভাবাজার রাজবাড়ির স্পেশাল **খাস্তা কচুরি** তৈরি শেখাবেন দেবরাজ মিত্র এবং নুপুর মিত্র। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ বরবাদ, বিকেল ৩.২৫ যোদ্ধা, সন্ধে ৭.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.১৫ কি করে তোকে বলবো
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ রূপবান, দুপুর ২.০০ শিমুল পারুল, বিকেল ৫.০০ দান প্রতিদান, রাত ৯.৩০ আশীর্বাদ, ১২.০০ সুলতান-দ্য সেভিয়ার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রক্তঋণ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: বেলা ১১.০০ কাবিল, দুপুর ১.৩০ মহেঞ্জোদারো, বিকেল ৪.১৫ হেলিকপ্টার ইলা, সন্ধে ৬.৩০ পাটিয়ালা হাউস, রাত ৯.০০ বরফি, ১১.৩০ এক্সকিউজ মি
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫৬ গদর-টু, বিকেল ৪.২৪ কৃশ, রাত ৮.০০ আরআরআর
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১০ সরকার-থ্রি, ২.২২ ফোন ভূত, বিকেল ৪.৩৯ ঘুমর, সন্ধে ৬.৫৬ বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ বদলাপুর
স্টার মুভিজ : দুপুর ২.০০ ট্যাঙ্গল, বিকেল ৩.৩০ কং : স্কাল আইল্যান্ড, ৫.১৫ ফ্রিকি ফ্রাইডে, রাত ১১.১৫ স্পিড-টু

বেশ করেছি প্রেম করেছি
সন্ধে ৭.০০ জলসা মুভিজ

আরআরআর রাত ৮.০০
জি সিনেমা

সুপার স্নেকস সন্ধে ৭.১১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA, JALPAIGURI, WEST BENGAL
[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy]
Govt. of India:
NOTICE INVITING TENDER

No. 2- 11/Tender/JNVJ/2025-26/F&A/ Dated -26.06.2025

The sealed tenders are invited for supply of various items for the session 2025-26 from the registered firms having GST registration and updated commercial Tax clearance certificates (except Food Grains and Grocery Items/, Motor Winding and Fan Repairing Works, Building Repairing M&R Items, Sweets, Snacks & Milk product/Green Vegetable & Fruits items or Non-Veg/Hair cutting / Students Daily Use Items (Toilet items). The tender forms & other details will be available in the office of Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Jalpaiguri on every working day from 28.06.2025 to 17.07.2025 up to 4.00 PM on cash payment. Further the same can also be downloaded from the official website of the Vidyalaya **"navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Jalpaigudi/ en/ home**/ If tender forms downloaded from the website, cost of tender form & security money can be directly deposited in the SBI saving Bank account No-37473753189 i.r.o **The Principal, PM Shri School JNV, Jalpaiguri, payable at SBI Nagrakata, IFSC Code No-SBIN0018783, Branch Code-18783**. Those who deposit amount direct in the A/C, deposit slip should be attached along with Tender documents to be submitted by 17.07.2025 up to 04.00 PM through Currier/ Speed Post / Registered post/ Drop in the Tender Box which is available in the office of the Principal PM Shri School PM Shri School JNV, Nagrakata, Jalpaiguri. The tender will be opened on 18.07.2025 at 11.00 AM in presence of the P.A.C in the office of the Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Dist-Jalpaiguri. The right to cancel or accept the tender (fully Of partially, will keep reserve with the Chairman, P.A.C.

S/No.	Items/Particulars	Security Money in Rs.	Cost of Tender forms
01	Food grains and Grocery items (grains, pulses, oils, spices, etc.)	20000	200
02	Green Vegetables & Fruits (Potato, Onion, fruits etc.)	10000	200
03	Motor Winding and Fan Repairing Work	3000	200
04	Building Maintenance Repairing (M&R) Items	10000	200
05	Non Veg items (Fish, Chicken, Eggs and Mutton etc.)	5000	200
06	Students Daily Use items (Toilet items)	5000	200
07	Sweets, Snacks & Milk products	5000	200
08	Hair cutting	1000	200

PRINCIPAL
J.N.V., Jalpaiguri, West Bengal

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য উদ্বেগ থাকবে। খরচে রাশ টানুন। বৃষ : আর্থিক সমস্যা এখনই কাটবে না। দূরের কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় সংসারে অশান্তি। মিথুন : দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। কর্কট : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ। বিকেলের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। সিংহ : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনও ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কন্যা : বাড়ির বহুমূল্য কোনও জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাবধানে কথাবার্তা বলুন। তুলা : অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে দূরে থাকুন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : নিজের বুদ্ধিবলে বড় কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার। প্রেমে দোলাচল থাকবে। ধনু : আর্থিক লেনদেন খুব সাবধানে করুন। টাকা নয়ছয়ের জন্য সংসারে অশান্তি। মকর : কর্মক্ষেত্রে কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে টাকা ধার নেবেন না। দাম্পত্যে অশান্তি মিটবে। কুম্ভ : সম্পত্তি নিয়ে চিন্তা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও উচ্চপদস্থ কর্তার সাহায্যে উন্নতিলাভ। মীন : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সামান্য মন্দা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৭ আষাঢ়, ২৮ জুন ২০২৫, ১৩ আহার, সংবৎ ৩ আষাঢ় সুদি, ২ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।২৪। শনিবার, তৃতীয়া দিবা ১২।২২। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ৯।৩০। হর্ষণযোগ রাত্রি ১০।৪৯। গরকরণ দিবা ১২।২২ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৯।৩০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ১২।২২ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৩৮ মধ্যে ও ১।২১ গতে ৩।১ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৩৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮। ৪৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ৯।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৩৮ গতে ৯।৩০ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ) - তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীবিপত্তারিণীব্রত। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৪।৫৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধরলা নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলনের স্থান দেখাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। -সংবাদচিত্র

অবৈধ খননে ধরলার বুকে একাধিক বিপজ্জনক গর্ত

জোড়া মৃত্যুতে চর্চায় বালি পাচার

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৭ জুন : সন্ধ্যার পর থেকেই নদীতে নামতে শুরু করে একের পর এক আর্থমুভার। আসতে থাকে অগণিত ডাম্পার। নদী থেকে বালি উত্তোলনের পর ডাম্পারবোঝাই হয়ে সেই বালি পাচার হয়ে যায়। বেআইনি এবং অপরিকল্পিতভাবে বালি উত্তোলনের ফলে নদীতে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। যার জেরেই শুক্রবার ধরলা নদীতে স্নান করতে নেমে দুই স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যু হয় বলে দাবি স্থানীয়দের। তাঁরা এদিন বালি পাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।

যে স্থানটিতে এদিন দুর্ঘটনা ঘটে, সেটি ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রান্তিক এলাকা। গা ঘেঁষে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের পানিশালা এলাকা। ফলে ভৌগোলিক তথা প্রশাসনিক জটিলতার সুযোগ নিয়ে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বালি মাফিয়ারা সক্রিয়। দুর্ঘটনাস্থল থেকে নদী বরাবর সামনের দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে নদীর পাশেই বালি তুলে রাখা হয়েছে। গাড়ি চলাচলের জন্য তৈরি হয়েছে অস্থায়ী রাস্তা। স্থানীয়রা জানান, চ্যাংরাবান্ধ্যার এক বাসিন্দা এই চক্রের মূল মাথা। সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত প্রতিদিন কয়েকশো ডাম্পারে বালি পাচার হয়ে যায়।

মেখলিগঞ্জের পানিশালা এলাকা দিয়ে ডাম্পারগুলি নদীতে নামে। রাতে বালি উত্তোলনে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য রীতিমতো আলোর ব্যবস্থা করা থাকে। এলাকার বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানালে জোটে হুমকি। বেআইনি বালি উত্তোলনের ফলে এলাকায় ভাঙনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। নদীতে তৈরি হয়েছে একাধিক বিপজ্জনক গর্ত। এদিন ওই এলাকার বাসিন্দারা মিলিত হয়ে নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলন বন্ধের দাবি জানান।

এলাকার বাসিন্দা শ্যামল রায় প্রধান বলেন, 'বেআইনি ও অপরিকল্পিতভাবে বালি উত্তোলনের ফলে নদীতে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। যার জেরে নদীতে স্নান করতে নেমে দুই স্কুল পড়ুয়া মারা গিয়েছে।' কাঞ্চন মণ্ডল নামে এক মহিলা বলেন, 'পরবর্তীতে এই এলাকায় কেউ বালি তুলতে এলে আমরা বাসিন্দারা মিলিত হয়ে বাধা দেব।' একই বক্তব্য এলাকার বকুল মণ্ডল, হরেশ্বর রায়, চিরঞ্জিত রায়েরও।

এ ব্যাপারে ময়নাগুড়ির বিএলআরও ভিক্টর সাহার বক্তব্য, 'কয়েকদিন হল আমি দায়িত্ব নিয়েছি। কোনওভাবেই নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলন করাকে রেয়াত করা হবে না। লাগাতার অভিযান চালানো হবে।' ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'ওই এলাকায় ময়নাগুড়ি থানার অংশে বালি উত্তোলনের অভিযোগ পেলেই অভিযান চালানো হয়। বেআইনি বালি উত্তোলন দেখলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নীরব প্রশাসন

- মেখলিগঞ্জের পানিশালা এলাকা দিয়ে ডাম্পারগুলি নদীতে নামে
- রাতে বালি উত্তোলনে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য আলোর ব্যবস্থা করা থাকে
- বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানালে জোটে হুমকি
- বেআইনি বালি উত্তোলনের ফলে ভাঙনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। নদীতে তৈরি হয়েছে একাধিক বিপজ্জনক গর্ত

মশা তাড়াতে ১৫০ বাড়িতে অভিযান

নাগরাকাটা, ২৭ জুন : নাগরাকাটার যমুনা মোড় বস্তি এখন ডেঙ্গির হটস্পট। এখনও পর্যন্ত নাগরাকাটা বাজার লাগোয়া ওই এলাকায় ১০ জন আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। মশা দমনে মরিয়া ব্লক প্রশাসন শুক্রবার দিনভর গোটা এলাকা কার্যত চষে ফেলে। জল জমার সমস্যা দূর করতে কী কী করণীয় প্রশাসনের তরফে তা হাতেকলমে দেখিয়েও দেওয়া হয়েছে। এদিন বালি দিয়ে বাঁশের খুঁটির অজস্র খোলা মুখ বুজিয়ে দেওয়া হয়। উলটে দেওয়া হয় ফেলে রাখা জুতো, সাইকেলের বাতিল টায়ার, কাগজের চায়ের কাপ ইত্যাদি। রাসায়নিক স্প্রেও করা হয়। এদিনের অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন খোদ বিডিও পঙ্কজ কোনার।

বিডিও এবিষয়ে বললেন, 'সচেতনতাই হল মশা দমনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। বারবার এটা নিয়ে প্রচার করা হলেও স্থানীয়দের একাংশের সাড়া মিলছে না। এদিন মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে সাফাইয়ের কাজ করা হয়েছে। মশার বিস্তার রুখতে আমরা বদ্ধপরিকর।' এদিন সবমিলিয়ে এলাকার ১৫০ বাড়ির প্রতিটিতে গিয়ে ওই দলের সদস্যরা জমা জলের সমস্যা দূর করে মশার আক্রমণ ঠেকাতে রাসায়নিক স্প্রেও করেছেন।

রাজ্যের অবস্থানে আপত্তি

নাগরাকাটা, ২৭ জুন : ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থানকে অনভিপ্রেত বলছে অল বেঙ্গল পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট আপাতত বকেয়া ডিএ'-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার যে কথা বলেছিল, সরকারের উচিত সেটাকে মান্যতা দেওয়া। শীর্ষ আদালতের বেঁধে দেওয়া দেড় মাসের সময়সীমার শেষ দিন রাজ্য ফের সময় চেয়ে যে আবেদন করেছে, তা একেবারেই অনভিপ্রেত। পেনশনভোগী কর্মচারীদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। একই অবস্থা কর্মরত কর্মীদেরও।'

পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ সরকারি স্কুল

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৭ জুন : পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ হল মাল ব্লকে ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের রানিচেরা টিজি জুনিয়ার হাইস্কুল। গত ২৫ জুন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিষয়টি ঘোষণা করেছে জেলা শিক্ষা দপ্তর। ওই স্কুলে কর্মরত তিন শিক্ষককে ডেপুটেশনে অন্যান্য স্কুলে বদলি করা হল।

২০১০ সালে রানিচেরা টিজি জুনিয়ার হাইস্কুল সরকারি অনুমোদন পেয়েছিল। ২০১১ সাল থেকে পুরোদমে পঠনপাঠন শুরু হয়। ২০১৫ সাল পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিকই ছিল। পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে চতুর্থ শ্রেণি পাশ করার পর পড়ুয়ারা ওই স্কুলে ভর্তি হত। কিন্তু সেই ছবিটা বদলাতে শুরু করে ২০১৬ সাল থেকে। পড়ুয়া সংখ্যা ক্রমেই কমতে শুরু করে। করোনাকালে তা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে। এরপর আর পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি।

২০২২ সালে ওই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল মাত্র ৯ জন পড়ুয়া। ২০২৩ সালে ৭ জন। যার মধ্যে মাত্র দুজন অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে অষ্টম শ্রেণির গণ্ডি পার করে যথাক্রমে ৩৭ ও ২১ জন। কিন্তু ২০২৪ ও চলতি বছরে ষষ্ঠ শ্রেণিতে একজন পড়ুয়াও ওই স্কুলে ভর্তি হয়নি। আর পাঁচটা সরকারি স্কুলের মতোই ওই স্কুলের পড়ুয়ারাও সমস্ত সুযোগসুবিধা পেত। তা সত্ত্বেও কেন পড়ুয়ারা ভর্তি হল না? স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, সঠিকভাবে পঠনপাঠন হত না, পরিকাঠামোগত অভাবও ছিল। স্কুলের শিক্ষকরা গ্রামে ঘুরে ঘুরে পড়ুয়া সংগ্রহের চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি।

শিক্ষকদের বক্তব্য, বেসরকারি স্কুলের চাকচিক্যে কৌলীন্য হারিয়েছে রানিচেরা টিজি জুনিয়ার হাইস্কুল। চা বাগানে শ্রমিক মহল্লার অভিভাবকরাও এখন বাচ্চাদের ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াতে চান।

রানিচেরা টিজি জুনিয়ার হাইস্কুল

কারণ

- গত দশ বছরে রাজ্যে ৭ হাজারের বেশি প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হয়েছে
- বেসরকারি স্কুলের চাকচিক্যে কৌলীন্য হারিয়েছে রানিচেরা টিজি জুনিয়ার হাইস্কুল, দাবি শিক্ষকদের
- চা মহল্লার অভিভাবকদের মধ্যেও বাচ্চাদের ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়ানোর প্রবণতা বাড়ছে

প্রাথমিকের পাঠ শেষ করে অভাবের কারণে অনেক পড়ুয়া যেমন পড়াশোনা ছেড়ে কাজে ঢুকছে, তেমন আবার অনেকে গ্রামের সাদামাঠা সরকারি জুনিয়ার হাইস্কুল ছেড়ে শহরের বড় সরকারি অথবা বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলার প্রচুর স্কুল পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে রাজ্য সরকার ৬৪টি স্কুলকে 'বিলুপ্তপ্রায়' ঘোষণা করে। গত দশ বছরে প্রায় ৭ হাজারের বেশি প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হয়েছে। রানিচেরা টিজি জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিনোদ লামাকে অস্থায়ীভাবে ডেপুটেশনে বদলি করা হয়েছে সাইলি উচ্চবিদ্যালয়ে। সেখানেই ডেপুটেশনে যোগ দেবেন আরও এক সহ শিক্ষক দীপক পাসোয়ান। আরেক শিক্ষক সুব্রত তিওয়ারিকে পাতিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনজনকেই আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর।

জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচ্চমাধ্যমিক) বালিকা গোলে বলেন, 'প্রশাসনের তরফে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়ুয়া সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছিল। তারপরেও পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন কোনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে সবটাই জানানো হয়েছে।'

রাস্তার কাজ

লাটাগুড়ি, ২৭ জুন : পথশ্রী প্রকল্পের নয় কিমি রাস্তার কাজের সূচনা হল শুক্রবার। লাটাগুড়ি মহাকাল মোড়ে কাজের সূচনা হয়। তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। লাটাগুড়ি-চালসা জাতীয় সড়কের মহাকাল মোড় থেকে মৌলানি বাজার পর্যন্ত নয় কিমি রাস্তা দীর্ঘদিন থেকে বেহাল।

রান্নাঘরের পাশে ছড়িয়ে রয়েছে চাল। চালসার স্কুলপাড়ায়। -সংবাদচিত্র

জানলা ভেঙে চাল, আটা সাবাড় হাতির

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৭ জুন : রান্নাঘরের কাঠের জানলা ভেঙে শুঁড় দিয়ে চাল ও আটা বের করে সাবাড় করল হাতি। পাশাপাশি হাতিটি বাড়ির কংক্রিটের সীমানা প্রাচীর ও গেটের স্ল্যাব ভেঙে দেয়। ঘটনাটি মেটেলি ব্লকের চালসা স্কুলপাড়া এলাকার। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'রাতে খবর পেয়ে বনকর্মীরা এলাকায় গিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলে পাঠান। ক্ষতিগ্রস্তরা নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ পাবেন। খবর পেলেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।'

বৃহস্পতিবার রাত ১২টা নাগাদ একটি হাতি চলে আসে চালসা স্কুলপাড়া এলাকায়। হাতিটি এলাকার পিয়ারা তিরকির বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ওই সময় বাড়ির সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। হাতির রান্নাঘরের জানলা ভাঙার শব্দ পেয়ে সকলের ঘুম ভাঙে। ঘরের বাইরে বের হয়ে দেখেন একটি বড় হাতি রান্নাঘরের জানলা ভেঙে চাল, আটা বের করছে। এরপরেই তাঁরা চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করেন। চলে আসেন পাড়াপ্রতিবেশীরাও। ততক্ষণে হাতিটি রান্নাঘরে মজুত চাল ও আটা বের করে সাবাড় করতে থাকে। স্থানীয় লোকজনের চিৎকারে হাতিটি বাড়ির পিছনদিকে কলা গাছ ভেঙে চলে যায়। রাতেই অবশ্য খবর পেয়ে এলাকায় আসেন খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা। তাঁরা হাতিটিকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেন।

> আমাদের ঘরে মজুত খাদ্যসামগ্রী খেয়ে, গেটের সামনের স্ল্যাব ভেঙে দিয়েছে। এলাকায় হাতির হানা রুখতে রাতে বনকর্মীদের আরও টহলদারি বাড়ানো উচিত। আর তা না হলে পানঝোরা বিটের জঙ্গল থেকে ফের হাতি লোকালয়ে চলে আসতে পারে।
>
> **পিয়ারা তিরকি**
> *ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক*

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক পিয়ারার দাবি, 'আমাদের ঘরে মজুত খাদ্যসামগ্রী খেয়ে, গেটের সামনের স্ল্যাব ভেঙে দিয়েছে। এলাকায় হাতির হানা রুখতে রাতে বনকর্মীদের আরও টহলদারি বাড়ানো উচিত। আর তা না হলে পানঝোরা বিটের জঙ্গল থেকে ফের হাতি লোকালয়ে চলে আসতে পারে।'

মদ্যপানে বাধা, স্ত্রীকে মারধর

ময়নাগুড়ি, ২৭ জুন : মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল। অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী শুক্রবার ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া ব্যাংকান্দি গ্রামের ওই অভিযুক্ত বাসিন্দা প্রায়ই মদ্যপান করে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার চালান বলে অভিযোগ। ওই ব্যক্তি বৃহস্পতিবার রাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটান। স্ত্রী প্রতিবাদ করতেই তিনি আসবাবপত্র ভাঙচুর করতে শুরু করেন। এরপর তিনি স্ত্রীকে মারধর শুরু করেন। দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ওই তরুণী পিসিশাশুড়ির বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরে শুক্রবার বাবাকে নিয়ে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। ওই তরুণীর বাবা বললেন, 'সমস্ত কিছু দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিই। কিন্তু এভাবে মেয়ের ওপর নির্যাতন কোনওভাবেই মেনে নেব না। তাই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি।'

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে ল্যাডার শিফটিং -এর কাজ সম্পর্কিত প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্ব প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষান্বিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে উক্ত কাজটি ২২.০৮.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে **০২.০৯.২০২৫ তারিখ** থেকে শুরু হবে। **সুতরাং** খানা স্টেশনে **প্রি নন-ইন্টারলকিং (২২.০৮.২০২৫ থেকে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) ও নন-ইন্টারলকিং (২৬.০৮.২০২৫ থেকে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল** হিসাবে গণ্য হবে।

প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের সংশোধিত সময়সূচিঃ **০২.০৯.২০২৫ থেকে ০৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ** এবং **০৬.০৯.২০২৫ থেকে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিন নন-ইন্টারলকিং কাজ**। তদনুযায়ী, প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের সংশোধিত সময়সূচির জন্য ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছেঃ

ইএমইউ/প্যাসেঞ্জার বাতিল

বর্ধমান থেকেঃ ● **৬৩৫০৫** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও **৬৩৫০৭** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১১** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১৩** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, **৬৩৫৪৯** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, **৬৩৫১৭** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও **৬৩৫২৩** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫৮৩** বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ও **৬৩০১১** বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। **আসানসোল থেকেঃ** ● **৬৩৫০৬** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩৫০৮** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১২** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১৬** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, **৬৩৫২২** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, **৬৩৫২৬** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩৫২৪** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। **রামপুরহাট থেকেঃ** ● **৬৩৫৮৪** রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩০১২** রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে।

মেল/এক্সপ্রেস বাতিল

আপ ট্রেন: (১) **১৩৫০৩** বর্ধমান-হাতিয়া এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (২) **১৩১৮৭** শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৩) **১২৩৩৭** হাওড়া- বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৪) **১২৩৪৭** হাওড়া-রামপুরহাট সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৫) **১৩০১১** হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৬) **২২৩২১** হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৭) **১২৩৮৩** শিয়ালদহ-আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও (৮) **১৩১৭৯** শিয়ালদহ- সিউড়ি এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫)।

ডাউন ট্রেন : (১) **১৩৫০৪** হাতিয়া-বর্ধমান এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (২) **১৩১৮৮** রামপুরহাট-শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৩) **১২৩৩৮** বোলপুর - হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৪) **১২৩৪৮** রামপুরহাট-হাওড়া শহিদ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৫) **১৩০১২** মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫, ০৭.০৯.২০২৫ ও ০৮.০৯.২০২৫)। (৬) **২২৩২২** সিউড়ি -হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৭) **১২৩৮৪** আসানসোল - শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও (৮) **১৩১৮০** সিউড়ি - শিয়ালদহ এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)।

মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন

আপ ট্রেন: ● **১২৩৪৩** শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা হয়ে চলবে। ● **১৩০১৭** হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০২৭** হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, সালার, বাজারসৌ, খাগড়াঘাট রোড ও আজিমগঞ্জ স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ হয়ে চলবে। ● **১২৩৭৭** শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৫৩** শিয়ালদহ-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৭** শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৯** শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৭৫** শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৭৩** শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম- নৈহাটি লিংক কেবিন-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। ● **১২৩৪৫** হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০১৫** হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৫৩** হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৩১** হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৫৯** কলকাতা-যোগবাণী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫), **১২৩৬৩** কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৬১** কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে।

ডাউন ট্রেন: ● **১২৩৪৪** হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫) আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ - কাটোয়া -ব্যান্ডেল- নৈহাটি লিংক কেবিন- দমদম হয়ে চলবে। ● **১৩০১৮** আজিমগঞ্জ- হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০২৮** আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) খাগড়াঘাট রোড, বাজারসৌ, সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও অম্বিকা কালনা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে। ● **১২৩৭৮** নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৫৪** মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৮** বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৫০** আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৭৪** সাব্রুম - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫), **১২৩৬৪** হলদিবাড়ি-কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৬২** বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৭৬** শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি লিংক কেবিন-দমদম হয়ে চলবে। ● **১২৩৪৬** গুয়াহাটি হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩০১৬** জামালপুর-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৫৪** রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০৩২** জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু

০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখেঃ (১) **৬৩৫১৯** বর্ধমান- বোকারো স্টিল সিটি এমইএমইউ বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বোকারো স্টিল সিটি পর্যন্ত যাবে। (২) **৬৩৫২০** বোকারো স্টিল সিটি-বর্ধমান এমইএমইউ বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

পুনর্নির্ধারণ

(১) **৬৩০৬৩** বর্ধমান - তিনপাহাড় এমইএমইউ বর্ধমান থেকে ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.০০ ঘ.-তে এবং ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.৪০ ঘ.তে পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **২২৩০১** হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ০৫.৫৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৬.৩০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে।

নিয়ন্ত্রণ

(১) **১২৫১০** গুয়াহাটি - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ ও ০২.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে যথাক্রমে ৩০ মিনিট ও ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) **১৩১৬০** যোগবাণী-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ৪০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৩) **২২৫০৪** ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

দ্রষ্টব্যঃ ১৩৪২৭/১৩৪২৮ হাওড়া - সাহেবগঞ্জ - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ঝাপটের ঢাল এবং রামপুরহাট স্টেশনের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং পুনরায় কোনো নতুন চালু করা ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, ব্লক চলাকালীন যাত্রাপথে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে/ পথ পরিবর্তন করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SBI
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর
কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বই
ফোন: 022-22820427

প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে

শূন্যপদের সংখ্যা: 541

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি), প্রয়োজনীয় ফী এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ সহ অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার এবং অনলাইনে ফী প্রদানের লিঙ্ক ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://bank.sbi/careers/current-openings**-এ বিজ্ঞাপন নং. **CRPD/PO/2025-26/04**-এর অধীনে উপলব্ধ। প্রার্থীদের বিস্তারিত বিজ্ঞাপন মনোযোগ সহকারে পড়তে বলা হচ্ছে এবং আবেদন করার ও ফি পাঠানোর আগে নিজেদের যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

- অনলাইনে আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: **24.06.2025** থেকে **14.07.2025** পর্যন্ত।

যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক **"CONTACT US"** -এ লিখে জানান।

স্থান: মুম্বই
তারিখ: 24.06.2025

মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৪। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ১১.০৭.২০২৫ বেলা ১২টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১১.০৭.২০২৫ বিকাল ৪টা। **অটো এক্সটেনশনস্ জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। অকশনের ধরণঃ শেষে বন্ধ। **প্রারম্ভিক বিরাম কালঃ** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ২৪.০৬.২০২৫, সন্ধ্যা ৬.৩৪ মিনিট। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; দৈনিক/ট্রিপ; বন্ধের তারিখ/সময় ও প্রয়োজনীয় টার্নওভার** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **১৫০৪৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৪১৮;১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৩০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ২; এএ/২; **১৫০৫১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৪০ মিনিট; ০। ৩; এএ/৩; **১৩১৮১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৫;১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৫০মিনিট; ০। ৪; এএ/৪; **১২৫১৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিএইচওয়াই-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৪;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.০০ টা; ০। ৫; এএ/৫; **১২২৫৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ- বিকেএন-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৪১৭;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.১০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ৬; এএ/৬; **১২৩১৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.২০ মিনিট; ৫০,০০,০০০। ৭; এএ/৭; **১২৩৭৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ- এনওকিউ-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..);৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৩০ মিনিট; ৫০,০০,০০০। ৮; এএ/৮; **১২৩৪৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৪০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ৯; এএ/৯; **১৩১৪৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৫০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ১০; এএ/১০; **১৩১৪৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-বিএক্সটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ২.০০টা;২০,০০,০০০। ১১; এএ/১১; **১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ -এএমএইচ-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৫; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.১০ মিনিট; ০। ১২; এএ/১২; **১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.২০ মিনিট; ০। ১৩; এএ/১৩; **১৩১৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমএফপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৫; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.৩০ মিনিট; ০। ১৪; এএ/১৪; [illegible]

(SDAH-100/2025-26)

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লাটাগুড়ির মার্কেট কমপ্লেক্সের বেহাল দশা

১২ কোটির ভবনে ফাটল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৭ জুন : উদ্বোধনের আগেই এসজেডিএ (শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি)-র ১২ কোটির মার্কেট কমপ্লেক্সে ফাটল ধরেছে। এদিকে, তৈরির অনেকদিন বাদেও দোকানঘর বণ্টন না হওয়ায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। তারমধ্যে মার্কেট কমপ্লেক্সের ছাদ ও দেওয়ালে ফাটল ধরায় বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। দ্রুত ওই ফাটল মেরামত করে ব্যবসায়ীরা দোকানঘর বণ্টনের দাবি জানিয়েছেন। যদিও কয়েক সপ্তাহ আগে এসজেডিএ'র তরফে মার্কেট কমপ্লেক্সটি জেলা পরিষদকে হস্তান্তর করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'মার্কেট কমপ্লেক্সটির ফাটল ও বেশ কয়েকটি অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করে শীঘ্রই ব্যবসায়ীদের দোকানঘর বণ্টন করা হবে।'

উদ্বোধনের আগেই মার্কেট কমপ্লেক্সের ছাদে ফাটল। -সংবাদচিত্র

লাটাগুড়ি বাজারে ২০২০ সালে এসজেডিএ'র তরফে এই নিউ জেনারেশন হাট ও মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির কাজ শুরু হয়। কয়েক বছর ধরে কাজ চলে। বর্তমানে এই মার্কেট কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ শেষ। অভিযোগ, কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া ব্যবসায়ীরা বারবার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দোকানঘর পাননি। এরমধ্যে মার্কেট কমপ্লেক্সের বিভিন্ন দেওয়ালে এমনকি সঙ্গে থাকা হাটশেডের ছাদ ফেটে জল পড়া শুরু হয়েছে। এছাড়া কমপ্লেক্সের স্টিলের রেলিং ভেঙে গিয়েছে। যার জেরে নির্মাণকাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। লাটাগুড়ি দোকান ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক সরকারের কথায়, 'মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির সময় প্রায় ১০০ জন দোকানদার জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন। মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হলেও তাঁরা ঘর না পাওয়ায় ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়েছেন। পাশাপাশি মার্কেট কমপ্লেক্সটির নির্মাণকাজ নিম্নমানের হয়েছে। সেজন্য চালু হওয়ার আগে ছাদ চুইয়ে জল পড়ছে এবং দেওয়ালে ফাটলের মতো সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েকদিন আগে লাটাগুড়ির বাজারের ব্যবসায়ীরা একটি কমিটি গঠন করেছেন। প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়ে দ্রুত এই দোকানঘরগুলি পেতে তাঁদের এই উদ্যোগ। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ও লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান জগবন্ধু সেনের বক্তব্য, 'এতদিন এসজেডিএ জেলা পরিষদকে মার্কেট কমপ্লেক্সটি হস্তান্তর না করায় দোকানঘরগুলি ব্যবসায়ীরা পাচ্ছিল না। ক'দিন আগে জেলা পরিষদ এই মার্কেট কমপ্লেক্সটির হ্যান্ডওভার নিয়েছে। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইতিমধ্যে এবিষয়ে কথা হয়েছে। আশা করি তাড়াতাড়ি এই দোকানঘরগুলি ব্যবসায়ীদের দেওয়া হবে।'

উঠছে প্রশ্ন

- কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া ব্যবসায়ীরা এখনও পর্যন্ত দোকানঘর পাননি
- মার্কেট কমপ্লেক্সের বিভিন্ন দেওয়াল এমনিক সঙ্গে থাকা হাটশেডের ছাদ ফেটে জল পড়া শুরু হয়েছে
- কমপ্লেক্সের স্টিলের রেলিং ভেঙে গিয়েছে, যার জেরে মার্কেট নির্মাণকাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ৪

ময়নাগুড়ি, ২৭ জুন : শুক্রবার ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর ও এশিয়ান হাইওয়েতে পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় ১ জন নিহত ও ৪ জন আহত হয়েছেন। মৃত ব্যক্তির নাম জামিদুল ইসলাম (৫০)। বাড়ি ময়নাগুড়ি থানা এলাকার দক্ষিণ ডাঙ্গাপাড়ায়।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি আসাম মোড় রেগুলেটেড মার্কেট সংলগ্ন ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের চার লেনের রাস্তায়। এদিন রাস্তার পাশে লটকা কেনার সময় দোকানদার সুনীল রায় সহ জামিদুলকে ধাক্কা মারে একটি লরি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে জামিদুলের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, গুরুতর আহত অবস্থায় সুনীল রায় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি। পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে। তবে, লরির চালক পলাতক।

অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি থেকে চ্যাংরাবান্ধাগামী এশিয়ান হাইওয়ের বুড়াবুড়ির স্থান এলাকায় অপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটোকে পেছন থেকে আসা একটি ছোট গাড়ি ধাক্কা মারলে টোটোয় থাকা ৩ যাত্রী ছিটকে পড়ে যান এবং গাড়িটিও রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে পাঠান। সেখান থেকে আহতদের জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই আহতদের চিকিৎসা চলছে। আহতদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে।

চিকিৎসা নিয়ে সমস্যায় শামসুল

বেলাকোবা, ২৭ জুন : সমস্যায় পড়েছেন রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের শামসুল মহম্মদ। ছোট চায়ের দোকান চালিয়ে কোনওমতে সংসার চালান তিনি। পুরোনো রোগ মাথাচাড়া দেওয়ায় চিকিৎসার খরচ সংগ্রহে তাঁর হিমসিম দশা।

১২ বছর আগে শামসুলের ডান পায়ে অজ্ঞাত কারণে সংক্রমণ হয়। পরে তা ঘায়ে পরিণত হয়ে অনবরত পা থেকে পুঁজ বের হতে থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শে পায়ে অস্ত্রোপচার করায় বেশ কয়েক বছর ভালোই ছিলেন তিনি। কিন্তু মাসখানেক ধরে ফের ওই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ডান পা থেকে ফের পুঁজ বেরোচ্ছে। ফলে চলাফেরাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিকিৎসার খরচ কীভাবে চালাবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না শামসুলের স্ত্রী রোশনা বেগম। তিনি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, সকলের কাছে আবেদন করেছি। কিন্তু কোনও সহযোগিতা পাইনি।' রোশনা এবং ২৫ বছর বয়সি ছেলে আজিজুল মহম্মদকে নিয়ে শামসুলের সংসার।

পদক্ষেপের আশ্বাস

ক্রান্তি, ২৭ জুন : খবর হতেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। শুক্রবার ভুজারিপাড়ার রাস্তাটি পরিদর্শনে গেলেন ক্রান্তি ব্লকের বিডিও রিমিল সোরেন। সঙ্গে ছিলেন ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আজিজার রহমান। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'বর্ষার দিনে স্কুল যাওয়া প্রায় বন্ধ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। রাস্তার দাবি না মিটলে বড়সড়ো আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাসিন্দারা। গ্রামবাসীর সেই আন্দোলনে সমর্থনের কথা জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আজিজার রহমান বলেন, 'স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে অবগত হয়েছি। রাস্তাটি নির্মাণের ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।'

এদিন ব্লক প্রশাসনিক প্রধান পরিদর্শনে আসায় খুশি হলেও সন্তুষ্ট নয় গ্রামবাসী। স্থানীয় অরুণ সরকার, তরুণ সরকার জানান, বৃষ্টির দিনে এই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। তাঁরা দ্রুত পাকা রাস্তার দাবি করেছেন।

প্রাণবন্ত।। *ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শিশু সুরক্ষায় দাবি উঠছে স্থায়ী ক্রেশ তৈরির

সন্তানকে নিয়ে চিন্তায় মহিলা শ্রমিকরা

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ২৭ জুন : সন্তানকে রেখে নিশ্চিন্তে চা পাতা তুলতে পারছেন না গয়েরকাটা চা বাগানের বলিতা, সন্দিপা, আলমারা। তাঁদের ভয়ের যথার্থ কারণ রয়েছে বৈকি। কারণ, এই তো দিন কয়েক আগে সকালবেলা আংরাভাসা-১ সেকশনে চারজন শ্রমিককে ঘায়েল করেছে চিতাবাঘে। কিন্তু তারপরেও বদলায়নি কিছুই। যদিও বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি, কাজ শুরুর আগে বাজি-পটকা ফাটিয়ে তারপর কাজ শুরু হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল শিশুদের সুরক্ষায় কেন আলাদা কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বাগান কর্তৃপক্ষ।

এখন চা বাগানগুলোয় দেখা যাবে রাস্তায় সামান্য প্লাস্টিক টাঙিয়ে ক্রেশ বানানো। আর তার নীচে শুয়েবসে রয়েছে শিশুরা। যাদের কারও বয়স সাত মাস তো কারও আবার সতেরো। আর তাদের সামলানোর দায়িত্বে রয়েছেন মাত্র একজন মাসি! এদিকে, এমনিতেই বর্ষাকালে সাপের ভয় তো রয়েছেই, তার ওপর ইদানীং বাগানগুলিতে চিতাবাঘের উপদ্রবও বেড়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের অভিযোগ, চিতাবাঘের আক্রমণে চার শ্রমিক আক্রান্ত হওয়ার পরেও খাঁচা পাতার ব্যবস্থা করেনি বাগান কর্তৃপক্ষ।

চিতাবাঘের আক্রমণের পর বেশ কয়েকদিন ১ নম্বরের পাশাপাশি অন্য সেকশনগুলিতে কাজ বন্ধ থাকার পর গত বৃহস্পতিবার চা পাতা তোলার কাজ শুরু করা হয়েছে। তবে তারপরেও শ্রমিকের শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এখনও তারা প্লাস্টিক টেন্টেই রয়েছে। তবে গয়েরকাটা চা বাগানের ওয়েলফেয়ার অফিসার অলোক হাজরার দাবি, 'বাগানে স্থায়ী ক্রেশ রয়েছে। চা বাগানে এধরনের কোনও সমস্যা নেই।' কিন্তু তাই যদি হয় তবে বাচ্চাদের বিপদে ফেলতে চা বাগানের মাঝে প্লাস্টিকের টেন্টে রাখার কারণ কী? এই প্রশ্নের অবশ্য স্পষ্ট জবাব দেননি তিনি।

অন্যদিকে, আবার শ্রমিকদের দাবি বহুবার বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে ক্রেশের দাবি করলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শ্রমিকরা চাইছেন অন্তত একটি ট্র্যাক্টর ট্রলিকে ক্রেশে রূপান্তরিত করা হোক। যাতে অন্তত শিশুরা সুরক্ষিত থাকে। আর ট্রলিতে ক্রেশ হলে বাগানের যে প্রান্তেই কাজ হোক না কেন পরিষেবা পাওয়া যাবে, নিশ্চিন্ত হবেন মায়েরা। তবে চিতাবাঘের আক্রমণের পর শিশুদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে বাগান কর্তৃপক্ষকে স্থায়ী ক্রেশ নির্মাণের জন্য বন দপ্তরের তরফে চিঠি করা হয়েছে বলে খবর। তবে সেখানেও স্থায়ী ক্রেশ রয়েছে বলে দাবি করেন বাগান কর্তৃপক্ষ।

যদিও আদতে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য ছবি। যার ফলে চিন্তায় রয়েছেন শ্রমিকরা। যদিও তাঁরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। এবিষয়ে মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো বলেন, 'বিষয়টি আমাকে কেউ জানায়নি তবে অতিসত্বর ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' অন্যদিকে, গয়েরকাটা চা বাগানের শ্রমিক নেতা বিরাজ লাকড়ার দাবি, ইতিমধ্যেই ক্রেশ নির্মাণের দাবি জানিয়ে ব্লক প্রশাসনকে চিঠি করা হয়েছে। শীঘ্রই সরকারিভাবে ক্রেশ নির্মাণ করা হবে।

অভিযোগ

- চিতাবাঘের আক্রমণের পর গত বৃহস্পতিবার চা পাতা তোলার কাজ শুরু করা হয়েছে
- তারপরেও শ্রমিকের শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ
- এখন চা বাগানগুলোয় দেখা যাবে রাস্তায় সামান্য প্লাস্টিক টাঙিয়ে ক্রেশ বানানো
- তার নীচে শুয়েবসে রয়েছে শিশুরা
- শ্রমিকরা চাইছেন অন্তত একটি ট্রলি ট্র্যাক্টরকে ক্রেশে রূপান্তরিত করা হোক

টুকরো খবর

জখম দুই

ধূপগুড়ি, ২৭ জুন : ধূপগুড়ি ব্লকের হরি মন্দির ও গিলান্ডির মাঝামাঝি এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে দুই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন দুই চালক। শুক্রবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, আদাবোঝাই একটি লরি গয়েরকাটার দিক থেকে ধূপগুড়ির দিকে আসছিল। আরেকটি লরি যাচ্ছিল ঠিক উলটোদিকে। এই সময় দুটি লরির মাঝখানে একটি মোটরবাইক ঢুকে পড়লে বাইক আরোহীকে বাঁচাতে দুটি লরির চালকই মরিয়া হয়ে ব্রেক কষেন। বাইক আরোহী বেঁচে যান বটে। কিন্তু গয়েরকাটার দিক থেকে আসা লরির চাকা ফেটে যায়। এতে দুই লরির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। আদাবোঝাই লরিটি নয়ানজুলিতে পড়ে যায়।

আহত ৩

রাজগঞ্জ, ২৭ জুন : গজলডোবা থেকে আমবাড়ি ক্যানাল মোড় যাওয়ার রাস্তায় করতোয়া সেতুর পাশে বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ একটি দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় চালক সহ ৩ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গজলডোবার দিক থেকে গাড়িটি দ্রুতগতিতে আমবাড়ি ক্যানাল মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটি করতোয়া ব্রিজের আগে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে জঙ্গলে পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

উদ্বোধন

মালবাজার, ২৭ জুন : মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ একটি শৌচালয় উদ্বোধন করলেন। শুক্রবার মাল ব্লকের ডামডিম মোড়ে। ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এই শৌচালয়ের জন্য আট লক্ষ এক হাজার বারো টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আগে এই এলাকায় সর্বসাধারণের জন্য কোনও শৌচালয় ছিল না। এর ফলে সকলকে বিশেষত মহিলাদের সমস্যায় পড়তে হত। শৌচালয় তৈরি হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা সহ পর্যটকরা উপকৃত হবেন।

জেলাজুড়ে রথের দড়িতে টান

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৭ জুন : কোথাও দেদারে বিক্রি হল জিলিপি। কোথাও আবার লটকা। নাগরদোলায় চড়ার অ্যাডভেঞ্চার থেকে শুরু করে খুদেদের রাইফেল দিয়ে বেলুনে লক্ষ্যভেদ। পাশাপাশি পবিত্র রথের দড়ি ছুঁয়ে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তো ছিলই। শুক্রবার জগন্নাথ দেবের রথ মাসির বাড়ি পৌঁছাতেই জলপাইগুড়ির নানা প্রান্তে মেলা জমে উঠল। বাবা-মায়ের হাত ধরে প্রথম রথের মেলায় পা দেওয়া ছোটদের উল্লাস ছিল বাঁধনহারা।

নাগরাকাটায় রজত জয়ন্তী বর্ষের রথযাত্রা। -সংবাদচিত্র

এবার নাগরাকাটার রথযাত্রা রজত জয়ন্তী বর্ষে পা দিয়েছে। সেকারণে উন্মাদনা অন্যবারের থেকে তুলনামূলক বেশি ছিল। কালীবাড়ি থেকে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের সুসজ্জিত রথ নাগরাকাটা হাইস্কুল মাঠে পৌঁছাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫ দিনের মেলা শুরু হয়। উলটোরথ পর্যন্ত ওই স্থানটি এখন প্রভুর মাসির বাড়ি। মেলায় নাথুয়া থেকে জিলিপির পসরা নিয়ে এসেছিলেন রামচন্দ্র রায়। তিনি বলেন, 'প্রথম দিনের বেচাকেনা ভালোই হল।' জগন্নাথ সাউ নামে এক তেলেভাজার দোকানি জানান, আবহাওয়া সঙ্গ দিলে এবার মেলা ভালোই জমবে বলে মনে হচ্ছে। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, সমাজসেবী প্রেম ছেত্রী নাগরাকাটার রথমেলার উদ্বোধন করেন।

নাগরাকাটার পাশের ব্লক বানারহাটের বিন্নাগুড়িতে এবার প্রথম রথের চাকা ঘুরল। এদিন বিন্নাগুড়ি বিডিএসসিএ ক্লাব ও ধূপগুড়ি ইসকন মন্দির যৌথভাবে ওই রথযাত্রার আয়োজন করে। রথে প্রথমবার শামিল হওয়াকে ঘিরে এলাকায় উদ্দীপনা তুঙ্গে ছিল। বানারহাট শহরেও রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে বানারহাট হাইস্কুলের মাঠে মেলা বসেছে। প্রথম দিন উপচে পড়া ভিড় ছিল।

> মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন। এবারের রথে সেটা ছিল বাড়তি আনন্দ।
>
> **খগেশ্বর রায়**
> *বিধায়ক*

রাজগঞ্জে গণনাট্য সংঘের সামনে থেকে রথযাত্রা শুরু হয়। বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে রথ সুভাষপল্লির কামাখ্যা মন্দিরে ফিরে যায়। রাজগঞ্জের রথযাত্রায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি ছিল উৎসাহজনক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এতে অংশ নেন। রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের রথযাত্রার এবার ৩৬তম বর্ষ। উদ্যোক্তা বেলাকোবা বিবেকানন্দ কলোনি রথযাত্রা উৎসব কমিটি। বিধায়ক খগেশ্বর রায় রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন। খগেশ্বরের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন। এবারের রথে সেটা ছিল বাড়তি আনন্দ।'

চালসায় শ্রীশ্রী সীতারাম বাবাজির রাধাগোবিন্দ আশ্রমের তরফে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক ফিতে কেটে সেখানে রথযাত্রার সূচনা করেন। অতিথি হিসেবে প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রামমোহন রায়, মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা, জেলা পরিষদ সদস্য রেজাউল বাকি, মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বাবুয়া প্রসাদ ও মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। চালসার ডব্লিউবিটিজিইএ হল ময়দানে মেলার আয়োজন করা হয়। মন্ত্রী ওই মেলারও সূচনা করেন। এদিন মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে রথযাত্রায় জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তাঁকে রথের দড়ি টানতেও দেখা যায়।

মেটেলি বাজারেও রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। সদর ব্লকের প্রধানপাড়ায় ঐতিহ্যবাহী রথের রশি টানতে প্রচুর জনসমাগম হয়। এছাড়া মালকানি, বড়দিঘি ও মানিকগঞ্জ, সাতকুড়াতে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়।

ব্যাগে মদ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : ট্রলিব্যাগে বিহারে মদ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই পরিকল্পনায় জল ঢালল পুলিশ। ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল ৪৮ বোতল বিদেশি মদ। একজন গ্রেপ্তারও হল। ধৃতের নাম মুকুন্দ যাদব, বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা।

ছোট্ট তারা

সম্প্রীতি কুণ্ডু
বেলাকোবা সারদা শিশুতীর্থের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি সে গান ও ছবি আঁকায় দক্ষ।

জন্মান্ধ মেয়েকে নিয়ে থানায় মা

মালবাজার, ২৭ জুন : জন্মান্ধ বোনকে মারধর, অকথ্য গালিগালাজ করায় অভিযুক্ত দুই দাদা এবং বৌদি। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ২৭ বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মাল থানার দ্বারস্থ হলেন বৃদ্ধা মা সারদা প্রসাদ। সারদার ছোট ছেলে ছোটেলাল মা এবং নির্যাতিতা বোন লক্ষ্মীকে নিয়ে থানায় আসেন। অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযুক্ত দুই দাদা ভূষণ এবং দীপকের পালটা অভিযোগ, বোনই তাঁদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। মাল থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুটি অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে।

ওদলাবাড়ি বাজারের বাসিন্দা পৃথিবীনাথ প্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সারদা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। চলাফেরার জন্য যন্ত্রের সহযোগিতা নিতে হচ্ছে তাঁকে। সারদার অভিযোগ, 'জন্মান্ধ মেয়ে লক্ষ্মীকে দুই ছেলে এবং পুত্রবধূ সোমা ও অন্নু লাগাতার মারধর, অকথ্য গালিগালাজ করছে। বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছে।'

দাদা-বৌদিদের লক্ষ্মীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর সময়ে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বান্ধবী পূজা দাস লাঞ্ছনার শিকার হন। পূজা বললেন, 'ঘটনার সময়ে ওদের বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। লক্ষ্মীকে মারধরের সময় আটকাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছি।' সারদার অভিযোগ, 'চোখের সামনে দিনের পর দিন জন্মান্ধ মেয়েকে অত্যাচারিত হতে দেখে প্রতিবাদ করায় আমাকেও লাঞ্ছনার শিকার হতে হচ্ছে। মাঝরাতে সেকারণে থানায় এসেছি।'

নয়া সভাপতির বার্তা

চালসা, ২৭ জুন : 'দলে লবি বলে কিছু নেই, দল একটাই। রামমোহন অনুগামী হওয়ার দরকার নেই, দলের অনুগামী হোন।' রথযাত্রার দিন চালসায় এসে এই কথাই বললেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি রামমোহন রায়। এদিন তিনি চালসা স্কুলপাড়া শ্রীশ্রী সীতারাম বাবাজি রাধাগোবিন্দ আশ্রমের উদ্যোগে রথযাত্রার সূচনা অনুষ্ঠানে আসেন। অনুষ্ঠানের পর মাটিয়ালি ব্লকের তৃণমূল যুব নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, আগামীদিনে জেলায় তৃণমূল যুব কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হতে চলেছে।

জেলার বিভিন্ন ব্লকের যুব সভাপতিদের কি পরিবর্তন করা হবে? প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সার্ভে চলছে। যাঁরা ভালো কাজ করছেন, তাঁরা অবশ্যই দায়িত্বে থাকবেন। যাঁরা কাজ করছেন না, বা অন্য কোনও পদে গিয়েছেন, সেই জায়গায় নতুন মুখ আনা হবে। তবে পুরো বিষয়টি ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের নির্দেশেই হবে বলেও তিনি সাফ জানান।

শ্রমিকদের সমস্যায় সরব ঋতব্রত

বানারহাট, ২৭ জুন : বানারহাটে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা চারটি চা বাগানের শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হলেন। শুক্রবার দুপুরে বানারহাটে তরুণ সংঘ ভবনে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক কনভেনশনে তিনি যোগ দেন। সেখানে আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি বলেন, 'বানারহাট, কারবালা, চুনাভাটি ও নিউ ডুয়ার্স চা বাগানে শ্রমিকদের দুরবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী। আমি নিজে রাজ্যসভার অধিবেশনে চারটি চা বাগানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরব হয়েছি। আমি শ্রমিকদের পিএফ নিয়ে সরব হওয়ার পরই পিএফ কমিশন চুনাভাটি চা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে। আমি ফের চা বাগানের শ্রমিকদের দাবিদাওয়া রাজ্যসভার অধিবেশনে তুলব।'

এদিন আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতির কাছে চা বাগানে ক্রেশ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির জন্য দাবি জানানো হয়। তিনি দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ১১টি রুটে স্কুলবাস চালানোর কথা রাজ্যসভার সাংসদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রুটে বাস চালানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। আইএনটিটিইউসি নেতার মুখে এবার সেই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

বানারহাটে শ্রমিক সংগঠনের সভায় বক্তব্য রাখছেন ঋতব্রত।

এদিনের সম্মেলনে আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সদস্য ঋতব্রত ছাড়াও তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনার, সভাপতি বিরেন্দ্র বরা, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, বাবন গোপ, তবারক আলি, ধনবাহাদুর ছেত্রী, তৃণমূল কংগ্রেসের বানারহাট ব্লক সভাপতি সাগর গুরুং, জেলা পরিষদের সদস্য বিমল মাহালি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভগ্নপ্রায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, হুঁশ নেই প্রশাসনের

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৭ জুন : যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে সম্পূর্ণ ঘর। এরকম বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে আছে ওদলাবাড়ি চা বাগানের তারঘেরা লাইনের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। মেঝে ভেঙে গিয়েছে, দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ছে। বৃষ্টির সময় টিনের ছাদ চুইয়ে ঘরে জল পড়ে। শৌচাগারের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর। তবে ভাটা পড়েনি শিশুদের পরিচর্যায়। একপ্রকার বাধ্য হয়ে নিজের বাড়িতে শিশুদের পরিচর্চা করছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী।

মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তারঘেরা লাইনের ১৬৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এই বেহাল দশার জন্য এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ জমা হয়েছে। কেন্দ্রের ঘরটি শিশুদের উপযোগী না হওয়ায় স্থানীয় একটি বাড়িতে কেন্দ্রটি স্থানান্তর করা হয়েছিল। শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা মিলিয়ে তারঘেরা লাইনের মোট ৪৫ জন এই কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। ভাড়াবাড়িতে স্থানাভাব হওয়ায় নিজের বাড়িতেই শিশুদের পুষ্টিকর আহার দিয়ে পরিচর্যা করছেন কর্মী অনীতা এক্কা। অনীতাকে এই কাজে সাহায্য করছেন সহায়িকা গীতা ভগত।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, ২০১৬-র পর থেকে সেই কেন্দ্রটি ধীরে ধীরে ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। এই ভগ্নদশার কথা বিভিন্ন সময় একাধিক সরকারি আধিকারিকদের জানিয়েছেন অনীতা। তিনি বলেন, 'ভগ্নপ্রায় ওই কেন্দ্রের ঠিক সামনে একটি বড় মাঠ থাকায় শিশুরা খেলাধুলো করতে পারত। কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই। আমরা লিখিতভাবে প্রশাসনের

বিজেপি সদস্য তথা বিরোধী দলের নেতা পিলাতুস ওরাওঁ বলেন, 'চা বাগানের শিশু এবং অন্তঃসত্ত্বাদের স্বাস্থ্য নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কোনও চিন্তা নেই। সামান্য চিন্তা থাকলে কেন্দ্রটি মেরামত করতে এত সময় লাগত না।' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাসের মতে, চা বাগানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো নেই। যদিও ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌমিতা ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্রটি মেরামত করার জন্য ব্লক প্রশাসন থেকে পরিদর্শন করা হয়েছে। আশা করছি তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা করবে। মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এই কেন্দ্রের আরেক কর্মী রজনী লাকড়া ২০২০ সাল থেকে এই কেন্দ্রে কাজ করছেন। কেন্দ্রের বেহাল দশার বিষয়ে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ও মাল বিডিও অফিসে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের শৌচাগারের অবস্থা খতিয়ে দেখতে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে লোক এসেছিলেন। দুটি কেন্দ্রের মেরামতি নিয়ে প্রশাসনের এত অনীহার কী কারণ, সেই প্রশ্ন করছেন স্থানীয়রা। ওদলাবাড়ি চা বাগানের সিমুল লাইন, কোঠি লাইনের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির দশাও বেহাল। চিরো লাইনের কেন্দ্রটি হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এখনও তা মেরামত করা হয়নি।

বেহাল অবস্থা

- ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তারঘেরা লাইনের ১৬৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির ভগ্নপ্রায় দশা
- মেঝে ভেঙে গিয়েছে, দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ছে, বৃষ্টির সময় টিনের ছাদ চুইয়ে ঘরে জল পড়ে
- শৌচাগারের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর
- নিজের বাড়িতে শিশুদের পরিচর্যা করছেন কর্মী অনীতা এক্কা

বিমানে মৃত্যু

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলা যাত্রীর। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিমানটি ওড়ার সময় এই ঘটনা ঘটেছে। আরজি করে দেহ পাঠানো হয়েছে।

বিস্ফোরণে ধৃত

বীরভূমের লাভপুরে বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হল তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে মহম্মদ কাইফ। ধৃতের বয়স ১৯। বোমা বিস্ফোরণের অন্যতম কান্ডারি হিসেবে তাকে মনে করছে পুলিশ।

ছাত্রীকে হেনস্তা

বাংলায় কথা বলায় দুই ছাত্রীকে হেনস্তা করা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সরব হয়ে অবাঙালি আগ্রাসনের দিকে আঙুল তুলেছে 'আমরা বাঙালি' দল। ঘটনা খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ।

উদ্ধার বাইক

হাড়োয়ায় ধরা পড়ল বাইক চুরি চক্র। ৬টি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত দুই অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। শহরজুড়ে বাইক সহ অন্যান্য যান চুরি চক্র নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তিলোত্তমায় ফের নারী নিগ্রহ

স্মৃতি উসকে দিল আরজি করের

কলকাতা, ২৭ জুন : ঠিক ছ'মাস আগেও প্রতিবাদের স্বরে মুখরিত হয়েছিল তিলোত্তমা। কলকাতার রাজপথ ঢেকেছিল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লেখনীতে। আন্দোলনের তীব্রতা ছুঁয়েছিল রাজ্য সীমানা ছাড়িয়ে গোটা দেশে। রাতের কলকাতার দখল নিয়েছিলেন মহিলারা। এখনও সেই স্মৃতি মুছে যায়নি। কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণ ও খুনের শিকার হয়েছিলেন অভয়া। এবার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণধর্ষণের ঘটনায় ফের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। কসবা-কাণ্ড স্মৃতি উসকে দিল আরজি করের। এই ঘটনায় সর্বতোভাবে কসবা কাণ্ডের নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। তাঁদের মেয়ে একদিন ঠিক বিচার পাবে। আইনের প্রতি তাঁদের আস্থা রয়েছে। তাই যে কোনওরকম আইনি সহযোগিতা তাঁরা এই ঘটনায় দিতে রাজি বলে জানিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার। আরজি কর কাণ্ডে রাজপথে আন্দোলনের ঝড় তুলেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এখনও বিচার হয়নি অভয়ার। এই পরিস্থিতিতে ফের কসবার ঘটনায় গণআন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই কসবা থানায় ডেপুটেশন জমা দিয়ে পথে নামার দাবি করেছেন তাঁরা। নাগরিক সমাজকে পাশে থাকার আহ্বান করেছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা।

আরজি করের ঘটনায় নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টে এখনও চলছে বিচারের দর কষাকষি।

মাথায় দাদা-দিদির হাত থাকলে অনেকে ধরাকে সরা মনে করে। এরপর দেখা যাবে এরাও বেরিয়ে যাবে। এটা আমার কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।

কিঞ্জল নন্দ

অগাস্ট মাসে আরজি কর কাণ্ডের একবছর পূর্ণ হবে। এই পরিস্থিতিতে ফের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ন্যক্কারজনক ঘটনার শিকার হয়েছেন পড়ুয়া। তাঁকে নিজের মেয়ের মতো বললেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটার পর প্রতিবেশীরা সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। কোনও ঘটনা ঘটলে তার পরের পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করা বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। এখন এই পরিবারের সঙ্গেও তা ঘটতে পারে। কিন্তু আমরা এই পরিবারের পাশে রয়েছি। সমস্তরকম আইনি সাহায্য করতে রাজি। গণআন্দোলনেও শামিল থাকব।' এই ঘটনার পরই পথে নেমেছে অভয়া মঞ্চ। আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকরা কসবা থানায় ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন। প্রশাসনের ওপর সমান্তরাল চাপ সৃষ্টি করা হবে বলে চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, 'ধর্ষকদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন প্রয়োজন। আরজি করের সময় শাসক দলের সঙ্গে যুক্তদের দেখা গিয়েছিল। এখন বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তীব্র গণআন্দোলন দরকার। প্রশাসনের ওপর সমান্তরাল চাপ সৃষ্টি করা দরকার। গ্রেপ্তার হওয়া মানে শাস্তি পাওয়া নয়।'

আরেক চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ বলেন, 'মাথায় দাদা-দিদির হাত থাকলে অনেকে ধরাকে সরা মনে করে। এরপর দেখা যাবে এরাও বেরিয়ে যাবে। এটা আমার কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।' চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া বলেন, 'এই ধরনের ঘটনাগুলি আটকানোর জন্য আমরা পথে নেমেছিলাম। কিছু মাস পরেই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শাসক দল ঘনিষ্ঠ। নাগরিক সমাজকেও আমরা পাশে থাকার আবেদন করছি।'

অভিযুক্তের শাসক ঘনিষ্ঠতার বহু প্রমাণ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ জুন : সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র এখনও তৃণমূলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বর্তমানে কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনও পদে না থাকলেও তিনি দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা কমিটির সদস্য পদে রয়েছেন। আর দলের এই সক্রিয় কর্মীর বিরুদ্ধে গণধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ সামনে আসার পরই চরম অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল। বিষয়টি জানার পর কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে দিঘা থেকেই ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনা সামাল দিতে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়কে বলেন মমতা। অভিযুক্তর সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ মালা রায়, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক দেবাশিস কুমার ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের ছবি সামনে এসেছে। ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন অভিযুক্ত। পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেওয়া যায়, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী।

মনোজিৎ সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ থেকে ২০২২ সালে পাশ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনও পদে না থাকলেও অস্থায়ী কর্মী হিসেবেও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আলিপুর দায়রা আদালতে তিনি নিজেকে ক্রিমিনাল আইনজীবী বলে পরিচয় দিতেন। দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট প্রেসিডেন্টও ছিলেন একসময়। বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি যুব তৃণমূলের সভাপতি হওয়ার জন্য দক্ষিণ কলকাতার নেতাদের ধরাধরি শুরু করেছিলেন। কলেজে থাকাকালীনই মারধর করার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে। এর আগেও বহু ছাত্রীকে জিএস করার টোপ দিয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত মনোজিৎ। এই নির্যাতিতাকেও জিএস করার টোপ দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেইমতোই ওই নির্যাতিতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

তবে আরজি করের পর ফের শিক্ষাঙ্গণে ধর্ষণের ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল ও রাজ্য সরকার। এদিনই দিঘা থেকে রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও ফিরহাদ হাকিমকে ফোন করেন মমতা। তবে অভিযুক্ত এখনও দলের কোনও পদে নেই বলে সাফাই দেওয়া শুরু করেছে তৃণমূল।

তৃণমূলের অনেক শীর্ষনেতার সঙ্গে অভিযুক্তের ছবি।

এদিনই মমতার নির্দেশে তৃণমূল ভবনে তড়িঘড়ি বৈঠক ডেকে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'এই রাজ্যে অভিযুক্তদের মালা পরানো হয় না। আমরা অপরাজিতা বিল তৈরি করেছি। কিন্তু রাজ্যপাল তা অনুমোদন দেননি। আমরা চাই এই ঘটনার কঠোরতম শাস্তি হোক। আমরা ধর্ষকদের প্রশ্রয় দিই না।'

সোনার ঝাড়ুতে রাস্তা ঝাঁট মুখ্যমন্ত্রীর, সঙ্গে ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধামোহন দাস ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (ওপরে)। রথযাত্রায় শামিল বিদেশিরা (মাঝে)। দিঘার রাস্তায় মানুষের ঢল (নীচে)। ছবি-পিটিআই।

মাহেশের রথযাত্রা... *শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

নাবালিকার মৃত্যুতে এনআইএ চান সুকান্ত

কলকাতা, ২৭ জুন : কালীগঞ্জে নাবালিকা খুনের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত দাবি করেছে তামান্নার পরিবার। শুক্রবার কালীগঞ্জে তামান্নার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সুকান্ত বলেন, 'তামান্নার পরিবার যদি সিবিআই তদন্ত চায়, তাহলে সেটাই হওয়া উচিত। তবে এই ঘটনার তদন্তে এনআইএ ঢুকতেই পারে। ঘটনার সঙ্গে যেহেতু বোমা বিস্ফোরণের বিষয়টি জড়িত, তাই এনআইএ তদন্ত হলে বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতরা সবাই গ্রেপ্তার হবে।'

নিহত তামান্না খাতুনের বাড়িতে রথের দিন যাওয়ার কথা ছিল বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। সুকান্তর দাবি, এব্যাপারে পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও যাতে তামান্নার পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করতে না পারেন, তার জন্য আগেভাগেই দেবগ্রাম পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তামান্নার পরিবারকে। যদিও পুলিশের দাবি, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কৃষ্ণনগর জজ কোর্টে নাবালিকা খুনের ব্যাপারে তার বাবা-মায়ের জবানবন্দি রেকর্ড করানোর জন্যই তামান্নার বাবা-মাকে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। মোলান্দি যাওয়ার পথে সেই খবর পেয়ে সুকান্ত বাড়িতে না গিয়ে কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের উদ্দেশে রওনা হন। জবানবন্দি দেওয়ার পর তামান্নার বাবা-মায়ের সঙ্গে আদালতের বাইরে দেখা করেন তিনি। পরে মোলান্দির বাড়িতেও যান। সুকান্তকে কাছে পেয়ে মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় ফের সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মা সাবিনা। তদন্তে আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'ওঁরা আমাদের দল করেন না। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নয়, শুধু মানবিক কারণেই বিজেপি তাঁদের পাশে থাকতে চায়।'

গ্রামে অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন সাবিনা। এদিনও দুই অভিযুক্তের বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলেও মাত্র ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিন আদালতে জবানবন্দি দিতে গিয়েও পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তিনি।

মৃত নাবালিকার মায়ের সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার। সংবাদচিত্র।

মমতার হাতে ঝাঁটা, রথ গড়াল দিঘায়

চিত্ত মাহাতো ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

দিঘা ও কলকাতা, ২৭ জুন : সমুদ্রের জোয়ারের গর্জন, আলোকসজ্জা, কীর্তনের ছন্দ আর চন্দনের সুগন্ধ মিশিয়ে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হল দিঘা। সমুদ্র সৈকতের টানে বছরভর যে পর্যটকরা দিঘায় পৌঁছোতেন, তাঁরা এখন যাচ্ছেন জগন্নাথদেবের দর্শনে। দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ শুক্রবার সাক্ষী থেকেছেন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা দেখতে। অলিতে-গলিতে শুধুই কীর্তন ও হরিনামের সুর। নিম কাঠের বিগ্রহের দেবত্রয়ীর রথ প্রথমবার গড়াল সমুদ্র সৈকতের রাস্তায়। জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথের নাম দেওয়া হয়েছে নন্দীঘোষ, তালধ্বজ, দর্পদলন। এই রথে চড়ে পাহান্ডি বিজয়ের মধ্যে দিয়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন জগন্নাথদেব। অবশ্যই মধ্যমণি থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার পরই দিঘায় গড়াল রথের চাকা। লক্ষাধিক মানুষ শুধুমাত্র রথের রশি ধরার জন্য রাস্তার দু-ধারে সকাল থেকে অপেক্ষায় ছিলেন। ইসকনের সন্ন্যাসীদের হরেকৃষ্ণ নামের মধ্যে দিয়েই মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল জগন্নাথদেবের রথ।

উৎসব দেখতে বৃহস্পতিবার থেকেই দিঘায় ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই রব। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ দিঘার প্রথম রথযাত্রার সাক্ষী থাকতে এসেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তদের ভিড়ে শুধুই হরেকৃষ্ণ আর জয় জগন্নাথ বাণী শোনা যাচ্ছে। মুছে গিয়েছে সমস্ত সীমানার গণ্ডি। খোল, করতাল হাতে সৈকতনগরীতে পায়ে পা মিলিয়ে নাচের মাধ্যমে শামিল সকলে। সকাল থেকেই আবহাওয়া ছিল কিছুটা খারাপ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, আর তার মধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হল রথযাত্রা। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা রথের সঙ্গে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে রাস্তার দু-ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের সঙ্গে হাতও মেলালেন। বোঝানোর চেষ্টা করলেন 'আমি তোমাদেরই লোক।'

সকাল ৯টায় পুজো শুরু হয়। ৫২ রকমের ভোগ দিয়ে জগন্নাথদেবকে পুজো দেওয়া হয়। বেলা ১টায় শুরু হয় আরতি। এরপর নিম কাঠের জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বিগ্রহ তোলা হয় রথে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন। এদিনও বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ৩ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে মাসির বাড়ি পৌঁছোন। তবে দিঘায় রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের উন্মাদনা যে ক্রমেই বাড়ছে, তা বোঝা গেল জিলিপি, পাঁপড় ভাজার দোকান দেখে। স্থানীয় তপন মাইতি বলেন, 'দিঘার জগন্নাথ মন্দির আমাদের অনেকের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে দিয়েছে।' দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান উত্তম বারিক বলেন, 'দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ দিঘায় এসেছেন।'

দিঘার প্রসাদ হিন্দুদের নিতে মানা শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ জুন : রথযাত্রার মঞ্চ থেকেও ফের হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দিলেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারী। দিঘার রথযাত্রার সূচনায় নারকেল না ফাটায়, অনুষ্ঠানের সূচিতা নিয়ে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু।

শুক্রবার বেলা সোয়া বারোটা নাগাদ কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে মহাজাতি সদনের বিপরীতে রথের অনুষ্ঠানে যোগ দেন শুভেন্দু। সারা ভারত বাউল, কীর্তনিয়া শিল্পী সংসদ আয়োজিত এই রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার আগে মঞ্চ থেকে সমবেত জনতার উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এসব জাতপাত সরিয়ে রেখে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলুন। আমরা কেউ রামকৃষ্ণ আশ্রম, কেউ ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কেউ অনুকূল ঠাকুর আবার কেউ মতুয়া মহাসংঘের শিষ্য হতে পারি। সেই পরিচয় বজায় রেখেই সব হিন্দুদের এক হতে হবে। এটা সময়ের ডাক। সময় এসেছে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলুন। গ্রামে গ্রামে জোট বাঁধুন তৈরি হোন।'

'২৬-এর নির্বাচনে হিন্দু ভোট একজোট করে ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া বিজেপি। রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী থেকে এদিনের রথযাত্রায় হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলাকেই পাখির চোখ করেছেন শুভেন্দু। রামনবমীতে রাজ্যজুড়ে ১ কোটি হিন্দু পথে নামবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিছু জায়গায় রামনবমীর মিছিলে জনসমাগম হলেও, শুভেন্দুর ১ কোটির লক্ষ্য থেকে তা ছিল অনেক দূরে। এদিনও রথযাত্রা প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, হিন্দুদের ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করা নিয়ে বাধা এলেও, রামনবমী থেকে রথযাত্রা সবক্ষেত্রেই হিন্দুরা তাদের শক্তি দেখাবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য দখল করতে ধর্মীয় মেরুকরণই হাতিয়ার বিজেপির। হিন্দু ভোট একজোট করতেই রামনবমী থেকে শুরু করে রথযাত্রায় নেমেছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে কতটা এগোনো গেল তা মাপতেই এই শক্তিপ্রদর্শন। উত্তর কলকাতার এই রথে তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ ও চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ।

এদিন সরকারি উদ্যোগে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রাই ছিল আকর্ষণের কেন্দ্র। দিঘায় নতুন মন্দির ও রথযাত্রা নিয়ে রাজ্যবাসীর মধ্যে আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। জনতা জনার্দনের সেই মনোভাব বুঝেই সরাসরি দিঘার রথ নিয়ে এদিন কড়া সমালোচনা এড়িয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, 'যতখুশি ভাস্কর্য তৈরি হোক, মন্দিরও হোক আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের চারধাম নিয়ে খেলা করার অধিকার কারও নেই। পুরীধামকে আপনি বদলাতে পারেন না।' তবে এদিনও হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে উসকে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সামসুদ্দিনের তৈরি হালাল মিষ্টি কখনও হিন্দুরা জগন্নাথের প্রসাদ বলে গ্রহণ করবে না।' এরপর রথের রশি ধরে দু-টান দিয়েই শুভেন্দু তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

ফের চালু রেজিস্ট্রেশন

কলকাতা, ২৭ জুন : চার দফা সুযোগ পেলেও রাজ্যের স্কুলগুলির একাংশ এখনও মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করেনি। প্রায় ৯ হাজার স্কুল পড়ুয়াদের নথিভুক্ত করেছে। এখনও রেজিস্ট্রেশন বাকি প্রায় ১,৫০০ স্কুলের। তাদেরকে সময় দিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ফের অনলাইন পোর্টাল খুলছে ২৮ জুন। সকাল ১১টা থেকে ৫ জুলাই সকাল ১১টা পর্যন্ত চালু থাকবে।

রিকশায় সওয়ারি 'জীবন্ত' জগন্নাথ, সুভদ্রারা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ জুন : হাতে টানা রিকশা। তাতে স্বয়ং বিরাজমান জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। জীবন্ত দেবত্রয়ীকে দেখতে উপচে পড়ছে ভিড়। আর তাতেই আনন্দে মশগুল তিন জীবন্ত দেবতা। বার বার ইতিউতি চেয়ে দেখছে তারা। কেউ কেউ এসে তাদের পায়ে প্রণাম ঠুকে যাচ্ছে। আসলে তারা বিশেষভাবে সক্ষম। তাদেরই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা হিসেবে সজ্জিত অবস্থায় টানা রিকশায় বসানো হয়েছে। ওরাও চায় সমাজে সাধারণ মানুষের মতো প্রতিটি উৎসবে মুখরিত হতে। কিন্তু বাস্তবতা তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। এবার এই শিশুদের নিয়েই রথযাত্রার পূর্ণ তিথিতে অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল উত্তর কলকাতায়। কলকাতার পুরাতন ঐতিহ্য হাতে টানা রিকশাকে সামনে এনে দেওয়া হল বিশেষ বার্তা। সেইসঙ্গে এই মাহেন্দ্রক্ষণে মুখে হাসি ফুটল বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের।

কারোর হাতে ঝাঁটা, কারোর হাতে ডান্ডিয়া, কারোর হাতে গঙ্গার জলসম্বলিত ঘট। ঝাঁট দিয়ে, গঙ্গার জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করা হল জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথের রাস্তা। সেই পথেই রিকশায় করে শ্যামপুকুর থেকে দরজিপাড়া পর্যন্ত চলল দেবত্রয়ীদের টানা রিকশা। কলকাতার বুকে বর্তমানে যা প্রায় বিলীন হতে বসেছে। গুটিকয়েক উত্তর কলকাতার রাস্তায় দেখা গেলেও এই ঐতিহ্য অবলুপ্তির পথে। তবে শহর তিলোত্তমা এখনও পুরোনো ঐতিহ্য এখনও বজায় রাখতে চায়। তাই হাতে টানা রিকশা করেই রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে পরিক্রমণ করানো হল। পরিক্রমায় অংশ নেওয়া অধিকাংশই শারীরিকভাবে সক্ষম। কেউ হাঁটল মায়ের হাত ধরে, কেউ ঠাকুমা বা দাদুর কোলে। অনেকে চলতে পারে না। তাদের বসার ব্যবস্তা করা হল ম্যাটাডোরে।

অভিভাবক সর্বাণী জানা বললেন, 'এদের তো কোনও অপরাধ থাকে না। তবে সমাজ কেন এদের অন্য দৃষ্টিতে দেখে। কারোর পরিবারে এমন সন্তান হলে সেই পরিবারকেও অন্য চোখে দেখা হয়। এই দশকে এসেও আমরা কি সমাজে পরিবর্তন আনতে পেরেছি।'

উদ্যোক্তা সংগঠনের সম্পাদক গোবিন্দ রায় বললেন, '৩০ বছর ধরে আমরা রথযাত্রার দিন বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকি। প্রতিবছর হুইল চেয়ারে করেই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার পরিক্রমা করানো হয়। কিন্তু এই বছর হাতে টানা রিকশায় করানো হচ্ছে। আর এই শিশুদেরও আনন্দ উৎসবে অংশ নিতে ইচ্ছে হয়। তাই এই উদ্যোগ।'

শ্যামবাজারে বিশেষভাবে সক্ষমরা দেবতার বেশে। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

দল চাইলে দায়িত্বের দৌড়ে দিলীপ

কলকাতা, ২৭ জুন : বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে দাঁড়াবেন না দিলীপ ঘোষ। তবে দল চাইলে আবার দায়িত্ব নিতে তাঁর আপত্তি নেই। কারণ, দলের নির্দেশ থাকলে তা মানতেই হবে তাঁকে। শুক্রবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর চাউর হতেই বাংলার গেরুয়া শিবিরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলেও শেষপর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। দিলীপ বলেন, 'আর ওসবের মধ্যে আমি নেই।' তবে দল সর্বসম্মতিক্রমে এরকম দায়িত্ব দিলে দিলীপ দলের নির্দেশ পালন করতে পিছপা হবেন না।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪১ সংখ্যা, শনিবার, ১৩ আষাঢ় ১৪৩২

নয়া ইতিহাস

৪১ বছর বাদে ফের মহাকাশ অভিযানে দ্বিতীয় কোনও ভারতীয়। ১৯৮৪ সালে গিয়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা। তিনি প্রথম ভারতীয়, যিনি অন্তরীক্ষে গিয়েছিলেন। এবার বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শুধু মহাকাশে গেলেন তা নয়, প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি পৌঁছোলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। এই সাফল্য প্রত্যেক ভারতীয়র গর্ব।

রাকেশ থেকে শুভাংশু- মহাকাশ গবেষণায় দীর্ঘ পথ পার হল ভারত। বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে তবে শুভাংশু পৌঁছোলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে শুভাংশু সহ চার নভশ্চরকে নিয়ে স্পেসএক্সের ড্রাগন গিয়েছে সেখানে। ২৮ ঘণ্টা পর ড্রাগন যানটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে সফট ডকিং শুরু করে। মহাকাশ স্টেশনে ১৪ দিন থাকবেন এই ভারতীয় মহাকাশচারী।

উচ্ছ্বসিত শুভাংশুর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর পরিবারও এই সাফল্যে আপ্লুত। আগামীদিনে ভারতের গগনযান পাঠানোর যে পরিকল্পনা আছে, তাতে থাকবেন শুভাংশু। স্পেসএক্সের অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা গগনযানের অভিযানে কাজে লাগবে নিঃসন্দেহে। এর আগে চন্দ্রযান-৩, আদিত্য এল-১ মিশনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল ভারত।

গোটা বিশ্বে মহাকাশ গবেষণায় গত চার দশকে প্রশ্নাতীত সাফল্য এসেছে। ভারতও একাধিক সাফল্য পেয়েছে। নানা সময় বহু উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে ভারত। তার জেরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বহু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মহাকাশ গবেষণার এই সাফল্য সত্ত্বেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় রাকেশ শর্মা মহাকাশে গিয়েছিলেন। তারপর দ্বিতীয় ভারতীয়ের মহাকাশে যেতে কেন ৪১ বছর সময় লেগে গেল?

গগনযান তৈরি এবং উৎক্ষেপণে এত সময় লাগছে কেন, সেটাই বড় প্রশ্ন। নভশ্চরদের নিরাপদে যাত্রা এবং পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার দিকে নজর দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে বটে। কিন্তু শুধু সেই কারণে একটি প্রকল্পের শম্বুকগতিতে এগোনো কোনও যুক্তি হতে পারে না। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে মহাকাশ গবেষণা উত্তরোত্তর বেড়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া এবং চিনের অগ্রগতির ধারে-কাছে ভারত যেতে পারেনি।

এর অন্যতম বড় কারণ, ভারতে মহাকাশ গবেষণায় প্রয়োজনীয় রসদের অভাব। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে মহাকাশ গবেষণার জন্য ১৩,৪১৬.২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০২৪ সালে ওই বরাদ্দ পরিমাণ ১৩,০৪২.৭৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২.৮৬ শতাংশ বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু এই বরাদ্দ বৃদ্ধির তুলনায় গগনযানের মতো প্রকল্পে খরচ অনেক বেশি। গোড়ার দিকে গগনযান প্রকল্প খরচ ধরা হয়েছিল ১০ হাজার কোটি টাকা। সেটা বেড়ে ইতিমধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এমন নয় যে, ভারত কম খরচে মহাকাশ গবেষণা করতে পারে না। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। যে অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে শুভাংশুরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছেন, সেটি নাসা এবং মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্কের স্পেসএক্সের যৌথ উদ্যোগ। বেসরকারি বিনিয়োগ ছাড়া এই মুহূর্তে বড় মাপের মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতি অসম্ভব। ভারতের ইসরো ইতিমধ্যে স্পেসএক্সের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জিস্যাট এন২ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে।

কিন্তু ভারতের মতো দেশে বেসরকারি বিনিয়োগকে বাঁকা চোখে দেখা হয়। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে হামেশাই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার অভিযোগ ওঠে। কাজেই ইসরো ভবিষ্যতে এলন মাস্কের মতো ধনকুবেরের সংস্থার সঙ্গে বড় আকারে গাঁটছড়া বাঁধতে চাইলে কাজটি স্বচ্ছতার সঙ্গে করা দরকার। জাতীয় স্বার্থকে অসুরক্ষিত করে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

রাকেশ, শুভাংশুরা নিঃসন্দেহে ভারতের মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিশা দেখিয়েছেন। সেই দিশায় গবেষণার কাজের পরিধি বাড়াতে হলে যথেষ্ট রসদ জোগাড় প্রয়োজন। অর্থের অপচয় বন্ধ করে মহাকাশ গবেষণায় সরকার অধিক নজর দিলে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নয়ন হবে, বিজ্ঞানমনস্কতারও প্রসার ঘটবে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

অবরুদ্ধ দেশে আফ্রিকার 'নতুন মুক্তিসূর্য'

বারকিনা ফাসোর তরুণ প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ট্রায়োরেকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল। ভারতে তাঁর বয়সি বড় নেতা কই?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দেশটার উত্তর-পশ্চিমে মালি। উত্তর-পূর্বে নাইজার। দক্ষিণ-পূর্বে বেনিন। দক্ষিণ-পশ্চিমে আইভরি কোস্ট। দক্ষিণে ঘানা ও টোগো।

একেবারে সব দিক বন্ধ। ছয় দেশ দিয়ে অবরুদ্ধ একেবারে।

এই আফ্রিকান দেশটার নাম বারকিনা ফাসো। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ৪৪টি দেশ ভূগোলের বিচারে ডেড লকড। মানে এসব দেশের কোনওদিকেই সমুদ্র নেই। যেমন পাশের ভুটান, নেপাল ও আফগানিস্তান। বারকিনা ফাসোও তাই।

এসবের মধ্যে বারকিনা ফাসোকে নিয়ে লিখতে বসার একটাই কারণ। হঠাৎই এক অদ্ভুত কারণে বিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রে দেশটা।

এমনিতে ইউরোপ বাদে অবরুদ্ধ দেশগুলোর অবস্থা শোচনীয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা লেগেই থাকে। আন্তর্জাতিক জল না থাকা এক বিশাল সমস্যা। সেখানে জল পাওয়ার লড়াই প্রবল। তার জন্য নিয়মিত রক্ত ঝরে, গুলি চলে, অর্থ লুটপাট লেগে থাকে।

এমন প্রেক্ষাপটেই বারকিনা ফাসোর মিলিটারি শাসক ইব্রাহিম ট্রায়োরের নাম উঠছে বারবার। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে তাঁকে নিয়ে অসংখ্য সব ভিডিও। যেখানে ট্রায়োরে কতটা মহান দেখানো হচ্ছে। তাঁর মহানুভবতার গল্প ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্রান্তে। বিদেশি এয়ার হোস্টেস তাঁর চেহারা দেখে ব্যঙ্গ করছে, অথচ ট্রায়োরে নির্বাক। এতটাই নাকি মহানুভব ও ক্ষমাশীল।

একটু খোঁজ করলেই দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ভিডিও এআই দিয়ে তৈরি। কোনটা সত্যি, কোনটা ফেক- খুঁজে বের করা কঠিন। এমনও ভিডিও পাবেন, যেখানে জাস্টিন বিবের, রিহানা, বিয়ন্সে গান গাইছেন ট্রায়োরেকে কুর্নিশ করে। কেউ বলছে কবিতা। বিতর্কিত আমেরিকান গায়ক আর কেলি চোখে জল নিয়ে গাইছেন, 'গড প্রোটেক্ট ইব্রাহিম ট্রায়োরে'। অবশ্যই এআই দিয়ে তৈরি। বিবের, রিহানা, বিয়ন্সেও জীবনে এমন কোনও গান করেননি।

ট্রায়োরের বয়স মাত্র ৩৭। তিনি যে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর সুবিধে নেবেন, তা জানা কথাই। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি যখন ক্ষমতা দখল করেন, তাঁকে কেউই চিনত না দেশে। এখন একটি ভাষণ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর আমূল বদলে গিয়েছে ছবি। সেখানে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তা কে লিখে দিয়েছেন, প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন নেই একটা ব্যাপার নিয়ে। ভাষণের আবেদন ছিল মারাত্মক। অবধারিতভাবে কোনও বিখ্যাত লেখক লিখে দিয়েছেন।

ক্ষমতায় আসার পরই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এতদিন এলাকার দাদা ফ্রান্সকে মানতে রাজি নন আর। ফ্রান্সকে তাড়িয়ে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে চান। সেই পুরোনো সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, রাশিয়াকেও ঠিক কমিউনিস্ট দেশ বলা কঠিন। তবু পুতিনের কথামতোই চলছেন ট্রায়োরে। আর্থিক নীতি অনেকটাই বামঘেঁষা। বারকিনা ফাসোর খনিজ দ্রব্য প্রচুর। সোনার খনিই অনেক। এতদিন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়ার মালিক ছিল সোনার খনির। বারকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট সব চুক্তি বাতিল করে সরকারের হাতে নিয়ে নিয়েছেন সব স্বর্ণভাণ্ডার।

২০২৩ সালে তিনি রাশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে অধিকাংশ আফ্রিকান নেতার সামনে বলেছিলেন, 'পুতুলদের মতো আচরণ বন্ধ করুন। যে পুতুলগুলো নাচে শুধু সাম্রাজ্যবাদের দালালরা দড়ি ধরে টানাটানি শুরু করলে।'

ওই একটা ভাষণ থেকে স্পষ্ট, তিনি শুধু বারকিনা ফাসো নন, পুরো আফ্রিকা মহাদেশের নেতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চান। রাশিয়ান মিডিয়াও তাঁকে দারুণ প্রচার দিয়েছিল সে সময়।

বারকিনা ফাসোতে অতীতে টমাস সাঙ্কারা নামে এক কিংবদন্তি কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। লোকে তাঁকে বলত 'আফ্রিকার চে গেভারা।' ইতিমধ্যেই সাঙ্কারার সঙ্গে ট্রায়োরের তুলনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকে বলছেন, ওই সাঙ্কারা কি আবার ফিরে এলেন? ট্রায়োরে যেভাবে উঠে এসেছেন, সেই সামরিক অভ্যুত্থানে উঠে এসেছিলেন সাঙ্কারা। তখন তিনি ৩৩। চার বছর আর একটি অভ্যুত্থানে সাঙ্কারা নিহত হন।

একটা সময় আফ্রিকান মহাদেশে এমন কিছু মুখ ছিল, যাঁদের প্রভাব বিশ্ব রাজনীতিতে দারুণ ছিল। অতি পরিচিত ছিলেন তাঁরা। লাইবিরিয়ার আয়রন লেডি এলেন জনসন সারলিফ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, ইথিওপিয়ার হাইলে সেলাসি, জিম্বাবোয়ের রবার্ট মুগাবে, জাম্বিয়ার কেনেথ কাউন্ডা, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্টা, মিশরের মুবারক, সাদাত ও আসাদ, ঘানার কোফি আন্নান, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুলুম্বা, তাঞ্জানিয়ার জুলিয়াস নায়ারে, সেনেগলের লিওপোল্ড সেনঘর।

তাঁরা ক্রমশ অস্তমিত হওয়ার পর দিকচক্রবালের পুরোটা জুড়ে শূন্যতা।

সেই জায়গাটা নিতে মরিয়া ট্রায়োরে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন দুটো ভাষায়। ফরাসি ও ইংরেজি। সেখানে মুণ্ডুপাত হয় ইউরোপিয়ানদের। কথাগুলো খুব দ্রুত স্পর্শ করেছে তরুণ প্রজন্মের আফ্রিকানদের। সেসব দেশে এখনও বর্ণবৈষম্য, ক্রীতদাস প্রথা শেষ হয়ে যায়নি। কারও কাছে ট্রায়োরে হয়ে উঠেছেন 'সেন্ট ট্রায়োরে'।

সন্ন্যাসী ট্রায়োরে? অথচ কথাবার্তায় কমিউনিজমের ছাপ! এই যে বিপ্লব, তার মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে একনায়কতন্ত্রের পদধ্বনি। আমাদের দেশ বা রাজ্যের বর্তমান ও অতীতে চোখ রাখলে তা স্পষ্ট হবে আরও। বিশেষ করে কারও নাম না করলেও চলে।

বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতার একটা মানচিত্র প্রকাশিত হয় প্রতিবার। তাতে দেশগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। পুরোপুরি স্বাধীন। আংশিক স্বাধীন। পরাধীন। বেগুনি রং দিয়ে পরাধীন দেশগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। হলুদ রং দিয়ে আংশিক স্বাধীন দেশকে। সবুজ মানে পুরোপুরি স্বাধীন। আমরা ইদানীং প্রতিবারই থাকি হলুদ রংয়ের ছায়ায়। এখানে শুধু চিন, রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়া নয়, আফ্রিকার অধিকাংশ দেশকে দেখানো হচ্ছে পরাধীন হিসেবে। বাকস্বাধীনতা নেই। স্বাধীন বলতে আফ্রিকায় দেখানো হয়েছে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, বৎসোয়ানা, সেনেগল ও ঘানাকে।

দুটো জিনিসকে সূচক ধরা হয়েছে স্বাধীনতা মাপতে গিয়ে। গ্লোবাল ফ্রিডম ও ইন্টারনেট ফ্রিডম। ভারতে জরুরি অবস্থার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে নানা রকম দিবস পালন করছে মোদি সরকার। বলা হচ্ছে, স্বাধীনতার আর একবার মৃত্যু হয়েছে। সবই ভোটের কথা ভেবে। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, এই মুহূর্তে গ্লোবাল ফ্রিডমে ভারতকে দেওয়া হয়েছে ১০০-তে ৬৩, ইন্টারনেট ফ্রিডমে আরও কম- ১০০-তে ৫০। তাই আমরা আংশিক স্বাধীনের দলে। বাংলাদেশও তাই। তাদের নম্বর সেখানে ৪৫ ও ৪০। পাকিস্তান ৩২ ও ২৭। ইন্টারনেটের প্রেক্ষাপটে তারা পরাধীন।

এই যে বারকিনা ফাসোর ট্রায়োরে এত কথা বলছেন, সেখানে ইন্টারনেট ফ্রিডম বলতে কিছু নেই। গ্লোবাল ফ্রিডমেও তারা পরাধীনদের দলে। ১০০-র মধ্যে মাত্র ২৫। অথচ কী মজা দেখুন, ট্রায়োরেকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে হাইপ তৈরি করা হচ্ছে, তার প্রধান অস্ত্র ইন্টারনেট। উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উনও নিজেকে এভাবে বিশ্ব চরাচরে নিজেকে তুলে ধরতে পারেননি। অথচ তিনি ১৩ বছর ধরে ক্ষমতায়।

স্বাধীনতার সূচকে যে দেশগুলোকে পরাধীন দেখানো হচ্ছে, তার অধিকাংশতেই একনায়কদের জঙ্গল। আমরা ভাগ্যবান, এই পরিস্থিতি ভারতে অন্তত সরকারিভাবে নেই। আবার এটাও সত্যি, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পরেও আমরা বিশ্বের বিচারে পূর্ণ স্বাধীন হতে পারলাম না। আংশিক স্বাধীনদের মধ্যে পড়ে রয়েছি আজও। বাক স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই, জর্জ ফার্নান্ডেজের মতো নেতারা কি এমন স্বাধীনতা চেয়েছিলেন? জরুরি অবস্থার অজস্র খারাপ দিকের মধ্যে একটা ভালো দিক ছিল, সরকারি অফিসগুলো ঠিকঠাক সময়ে চলত। সময়ে চলত ট্রেন। ঘুষ নেওয়ার লোক কমে স্রেফ ভয়ে। আজ ওই ব্যবস্থাগুলোর আদৌ উন্নতি হয়েছে কি? ট্রায়োরের বয়সি তরুণ নেতারাই বা সর্বভারতীয় স্তরে উঠছেন কই?

অবশ্য ট্রায়োরে সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতায় আসার পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন হবে দেশে। সব প্রতিশ্রুতি জলে। দেশের তেমন উন্নতি হয়নি। ফ্রান্সকে দূরে সরিয়ে তিনি যে এখন রাশিয়া-তুরস্ক শিবিরে খোলাখুলি চলে গেলেন, তারা কেউই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। বলা হচ্ছে, ট্রায়োরের ভালো যোগ রয়েছে রাশিয়ার বহু আলোচিত প্রাইভেট মিলিটারি সংস্থা ওয়াগনারের সঙ্গে।

ট্রায়োরে প্রথমে ছিলেন নীচুতলার মিলিটারি অফিসার। তাঁর উত্থান রকেটের গতিতে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের একটি খবর হতচকিত করে দিয়ে যায়। অভ্যুত্থানের পর তিনি যখন রাজধানীওয়াগাডুগুতে ঢুকছেন, সে সময় যে জনতা তাঁর দিকে জাতীয় পতাকা দেখাচ্ছিল, তাদের অনেকের হাতেই ছিল রাশিয়ান পতাকা তারপর থেকে আলোচনা প্রবল, বর্তমান আফ্রিকার সবচেয়ে আলোচিত প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় আসার পিছনে রাশিয়ার হাত রয়েছে কি না।

অবশ্যই এই মুহূর্তে ৩৭ বছরের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে বিশ্ব দুই ভাগ। একদল তাঁকে চে গেভারার মতো আইকন হিসেবে দেখাচ্ছেন। একদল বলছেন, প্রচারপ্রিয় বলিয়ে কইয়ে ধান্দাবাজ। ট্রায়োরে বুদ্ধি করে দেশের তরুণ প্রজন্মকে নিয়মিত বোঝাচ্ছেন, বৃদ্ধদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তরুণদের শীর্ষে আনাই তাঁর লক্ষ্য। ক'দিন আগে দেশের কয়েকশো নাগরিককে খুন করে ট্রায়োরের সরকার ও জিহাদিরা মিলে। ট্রায়োরের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ঝুলছে- তিনি নাকি সোনার খনিগুলো বিদেশিদের হাত থেকে কেড়ে নিজেই পকেট ভরছেন। সব আমাগো দেশের গল্প হয়ে যায়।

কেউ কেউ আবার গদি পেলে ছাড়তে চান না। ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট পল বিয়া ৪৩ বছর নট নড়নচড়ন। আগের সাত বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব ধরলে শাসনকাল ৫০ বছর। ইকোয়েটেরিয়াল গিনির প্রেসিডেন্ট এমবাসোগো ৪৩ বছর ধরে এক পদে। এই যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই ১৯৮৯ থেকে পদে। আফ্রিকায় কঙ্গো, উগান্ডা, এরিট্রিয়া- সব দেশেই মিলিটারিরা ক্ষমতায় এসে আর যান না।

আসলে একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে একটা অতিসূক্ষ্ম ফারাক রয়েছে। সেটাই কখনও এক হয়ে যায় সবার অজান্তে। বহু মৃত রাষ্ট্রনায়কের জীবন তা বলে দিয়ে গিয়েছে, বহু রাষ্ট্রনায়ক জীবন দিয়ে তা দেখাচ্ছেন আজও। আমি, আপনি ও আপনারা সবাই তাঁদের নাম শুনেছি। চিনি। কখনও বন্দনা করি, কখনও ভাসিয়ে দিই সমালোচনার তিস্তা-তোর্ষা-মহানন্দায়।

আজ

১৯২১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও।

১৯৭২

বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাদের দেশের নিউক্লিয়ার কেন্দ্রগুলোর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এত বড় ক্ষতি ভাবা মুশকিল। তবে আমি স্পষ্ট বলতে চাই, কোনও দেশের সঙ্গে নতুন কোনও চুক্তি বা কথাবার্তা এখনও হয়নি। ইরানিদের স্বার্থে আমরা পদক্ষেপ করব।

- আব্বাস আরাগচি
(ইরানের বিদেশমন্ত্রী)

ভাইরাল/১

বৃষ্টিতে রাঁচির পুকুর-নদী উপচে জল রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। জলের সঙ্গে মাছের ঝাঁক রাস্তায় কিলবিল করছে। মাছ ধরতে পথে মানুষের ঢল। কেউ খালি হাতে, কেউ বা মশারি দিয়ে মাছ ধরছেন। ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

পাটনার গঙ্গায় সেতুর ওপর দুই বাইকারের কেরামতি। একজন দ্রুতবেগে বাইক চালাতে চালাতে হ্যান্ডল ছেড়ে বাইকের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পাশের জন হেলতে দুলতে স্পিডে বাইক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্টান্টবাজদের দৌরাত্ম্যে ক্ষোভ।

উত্তরের পাঁচালি

শ্মশানে শান্তি

আক্ষরিক অর্থেই এখানে আজকাল খুব শান্তি। রায়গঞ্জ পুরসভার তত্ত্বাবধানে বন্দর শ্মশানকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে জায়গাটি এক কথায় দারুণ সুন্দর এক পার্কে বদলে গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা তো বটেই, বাইরে থেকে কেউ এই শহরে এলে একবার এখানে ঢুঁ মেরে যেতে চান। এই শ্মশানের ইতিহাস বেশ প্রসিদ্ধ। লোকে বলে তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান এই শ্মশানে রঘুনন্দন গিরি গোঁসাই তন্ত্রসাধনা করতেন। এলাকাটি সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের বহু স্মৃতি বহন করে। একসময় এলাকা অনেকটা বড় হলেও জবরদখলের পাল্লায় পড়ে সেই জমির অনেকটাই লোপাট হয়েছে। তবু একে ঘিরে শহরের অনেকটাই গর্ব। দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষ্যে এই শ্মশানঘাটে বিরাট মেলা বসে। বৈশাখী চড়কের মেলাও বসে। অনেকে তাতে শামিল হন। প্রচুর আনন্দ করেন। ছটপুজোর সময়ও এখানে লোকসমাগম চোখে পড়ার মতো। সমস্যা বলতে, শ্মশানের পাশে আবর্জনার স্তূপ। তাতে দৃশ্য দূষণের পাশাপাশি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। সমস্যা মেটাতে পুরসভা যাতে ব্যবস্থা নেয় সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

গর্ব।। রায়গঞ্জের বন্দর শ্মশান।

-সুকুমার বাড়ৈ

মানুষের পাশে

পূজা মোক্তার।

পূজা মোক্তার শিলিগুড়ির আশরাফনগরের বাসিন্দা। ছোট থেকেই সংসারে প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন। মোটে ১৩ বছর বয়স। তুলে নেন জীবনভার নিজের কাঁধে। স্থির করলেন দারিদ্র্যকে জয় করবেনই। সেই শুরু জীবনসংগ্রাম। সংসারের হাল ধরতে নদীতে সুপারি পারাপারের কাজ শুরু করলেন। আর সেই করতে গিয়ে নদীতে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। দাম্পত্য জীবনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু ওই যে জীবনযুদ্ধে হার না মানা ও বেঁচে থাকার ক্ষুধা। শত বাধা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি তাঁর এক মনোভাব জন্মাল। ইতিবাচক। এরপর বয়স যতই বেড়েছে ততই সমাজসেবায় জড়িয়েছেন। ভক্তিনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাঁরই উদ্যোগে তৈরি। দুঃস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে শবদাহ, মৎস্যমুখীর আয়োজনে তিনি সদাই এগিয়ে। বহু অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ভবঘুরেদের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছেন। এখনও তিনি তাঁর সাধ্যমতো দুঃস্থ পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকেন।

- সম্পা পাল

প্রযুক্তির প্রেমে বড় হয়ে ওঠে নোটিফিকেশন

রোমান্স কমল, নাকি ইন্টারনেটের গতির মতো দ্রুত হয়ে গেল? প্রযুক্তির প্রভাব শুধু প্রেমে নয়, সম্পর্কেও গভীর ছাপ ফেলেছে।

রুদ্র সান্যাল

একসময় প্রেমপত্র ছিল হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশের মাধ্যম। আজ তা ইনবক্সের সংক্ষিপ্ত বার্তা। সম্পর্ক শুরু হয় ফেসবুক রিকোয়েস্টে, গভীর হয় মেসেঞ্জারে, আর শেষ হয় ব্লক লিস্টে।

কদমফুলের ভালোবাসা এখন গিফট কার্ডে সীমাবদ্ধ। প্রযুক্তি জীবন সহজ করেছে, কিন্তু এই সহজের আড়ালে কিছু কি হারিয়ে যাচ্ছে? এই দ্রুতগতির ভার্চুয়াল জীবন কি কেড়ে নিচ্ছে আমাদের আবেগ ও সম্পর্কের গভীরতা?

আগের প্রেমিক কবিতার মতো লিখত, 'তোমার চোখ যেন রাতের তারা...' এখনকার প্রেমিক লেখে, 'তোমায় মিস করছি, ফোন করো!' প্রশ্ন ওঠে, রোমান্স কি কমল, নাকি ইন্টারনেটের গতির মতো দ্রুত হয়ে গেল?

প্রযুক্তির প্রভাব শুধু প্রেমে নয়, সম্পর্কেও গভীর ছাপ ফেলেছে। অতিথি এলে চা অর্ডার হয় অনলাইনে, মুখোমুখি আড্ডা হারিয়েছে স্মার্টফোনে, আর চায়ের টেবিলেও চলে সাইলেন্ট স্ক্রলিং। চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় যে আনন্দ, উদ্বেগ আর আশা ছিল, হোয়াটসঅ্যাপে 'সিন' দেখে উত্তর না এলে এখন অস্থিরতা বাড়ে। ধৈর্যের জায়গায় এসেছে একধরনের আত্মঘাতী তাড়াহুড়ো।

তবে প্রযুক্তির সুবিধাও অনস্বীকার্য। গুগল ম্যাপে পথ জানা যায়, মায়ের মেসেজ আসে ফোনে, লাইব্রেরির বদলে গুগলে মেলে তথ্য। দ্রুত তথ্যপ্রাপ্তি এবং যোগাযোগ নিঃসন্দেহে জীবনের গতি বাড়িয়েছে। ঘরে বসেই দুনিয়ার খবর রাখা যাচ্ছে, যা আগে ছিল অকল্পনীয়। দূরত্ব কমেছে, হাতের মুঠোয় এসেছে বিশ্ব, যা আমাদের জীবনকে আরও সহজ ও গতিময় করেছে।

কিন্তু এত আরামেও কি কিছু হারাচ্ছি না আমরা? সেই সম্পর্কের উষ্ণতা, চোখের দিকে তাকিয়ে কথোপকথনের সরল আনন্দ কি নেই হয়ে যাচ্ছে? আমাদের নস্টালজিয়ার জায়গা দখল করছে নোটিফিকেশনের ভিড়। উৎসবে একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখার বদলে প্রত্যেকে ডুবে থাকে নিজের স্ক্রিনে, এমনকি পরিবারের মধ্যেও বাড়ছে ভার্চুয়াল দূরত্ব। এই স্ক্রিন-নির্ভরতা ক্রমশ আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে বাস্তব সম্পর্কগুলো থেকে। মানবিক আবেগ, পারস্পরিক বোঝাপড়া ফিকে হয়ে আসছে, যার প্রভাব আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যেও।

আরেকটি আশঙ্কাজনক দিক হল সৃজনশীলতার হ্রাস। ছোটবেলায় গল্প লেখা বা হাতের লেখা সুন্দর করার যে অনুশীলন ছিল, যার মধ্য দিয়ে ভাষার সৌন্দর্য ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ত, তা এখন হারিয়ে যাচ্ছে টাইপিং আর রেডিমেড মেসেজের সহজলভ্যতায়। শব্দের গভীরতা বা আবেগের নিজস্ব প্রকাশ ক্রমশ অনুপস্থিত হচ্ছে, যা ভাষার সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে।

প্রযুক্তির প্রেম নিঃসন্দেহে মধুর, কিন্তু তার পরিণতি অনেক সময় মিশ্র। আমাদের উচিত প্রযুক্তিকে নিজের মতো ব্যবহার করা, তার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া নয়। ইন্টারনেট থাকুক, তবে আন্তরিক যোগাযোগও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি মানবিক বোধও যেন টিকে থাকে।

তাই আজই প্রিয় বন্ধুকে একটা ফোন করুন, পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করুন। অন্তত একদিনের জন্য হলেও স্ক্রিনের বাইরে এসে জীবনের বাস্তব রং অনুভব করুন। আর সেই মুহূর্তের ছবি ইনস্টাগ্রামে না দিলেও কিছু এসে যাবে না-কারণ ভালোবাসা, যোগাযোগ আর অনুভূতি-এসব জিনিস পোস্টের জন্য নয়, বেঁচে থাকার জন্য! প্রকৃত সুখ ও তৃপ্তি আসলে ডিজিটাল জগতে নয়, বরং বাস্তব সম্পর্কের বুননে নিহিত।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৮

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। হাল না ছেড়ে আবার চেষ্টা ৩। এটা ছাড়া রান্না সম্ভব নয় ৫। রাস্তার ধারের জলা জায়গা ৭। ছাড় বা অব্যাহতি, মাফ করা ৯। ঘাটতি, কোনও কিছুর অভাব ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাশুর ১৪। অপরাধের জন্য পুলিশের হাতে আটক ব্যক্তি ১৫। সমষ্টি বা একত্রিত হওয়া, সংকলন।

উপর-নীচ : ১। শ্রেষ্ঠ মানুষ ২। ম্লান বা নিষ্প্রভ ৩। নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে ৪। যে পণ্য আসল নয় ৬। অত্যাচার বা নিপীড়ন ৮। যে পাখি ঘরে থাকে, বনেও থাকে ১০। অপরাধের জন্য বকাঝকা করা ১১। উনুনে বসানো দুধ উথলে ওঠা ১২। মায়ের মা বা দিদিমা ১৩। অভিজাত বা খানদানি।

সমাধান ■ ৪১৭৭

পাশাপাশি : ১। বিপাশা ৩। জ্বালা ৫। মাত্রা ৬। কবল ৮। সুজন ১০। কুহেলি ১২। ভ্রমর ১৪। হুঁকা ১৫। টব ১৬। চামর।

উপর-নীচ : ১। বিভাবসু ২। শামাদান ৪। লাঘব ৭। লগ্নি ৯। শুভ্র ১০। কুচোকাচা ১১। লিপিকর ১৩। মলাট।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গঙ্গা চুক্তিতে দেশের স্বার্থ আগে

তিস্তা নিয়ে কেন্দ্রের ‘ধীরে চলো’ নীতি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রেখেছে ভারত। এদিকে ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদও শেষে হওয়ার পথে। সেই চুক্তির নবীকরণ নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা। কয়েক মাস আগে কলকাতায় গঙ্গা চুক্তির নবীকরণ নিয়ে দুই দেশের টেকনিক্যাল টিমের বৈঠক হয়েছিল। সেই আলোচনার পর কোনও তরফেই গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে মন্তব্য করা হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্রের দাবি, ২০২৬-এ শেষ হওয়া বর্তমান গঙ্গা জল চুক্তির পর বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে আগ্রহী ভারত। সেই চুক্তিতে দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু শর্ত যুক্ত করা হতে পারে। এর মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে ভারতের গঙ্গা অববাহিকার বাসিন্দারা যাতে পর্যাপ্ত জল পান, তা নিশ্চিত করা হবে।

১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত বর্তমান গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩০ বছর। নতুন চুক্তির মেয়াদ কম রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তা হতে পারে ১০ থেকে ১৫ বছর। এ বিষয়ে বিদেশমন্ত্রকের এক কর্তার বক্তব্য, ‘পহলগাম হামলার আগে আমরা গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ আরও ৩০ বছর বাড়ানোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। কিন্তু এখনকার অবস্থা অনেক বদলে গিয়েছে। এছাড়া গত কয়েক দশকে ভারতে গঙ্গার জলের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই চুক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও উদ্বেগ রয়েছে। তাই অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে।’

একনজরে

- ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালে
- বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে আগ্রহী ভারত। চুক্তিতে দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু শর্ত যুক্ত করা হবে
- এর মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে ভারতের গঙ্গা অববাহিকার বাসিন্দারা যাতে পর্যাপ্ত জল পান, তা নিশ্চিত করা হবে

চলতি চুক্তি অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত গঙ্গার বিপুল পরিমাণ জল বাংলাদেশকে দিতে বাধ্য থাকে ভারত। যার জেরে দক্ষিণবঙ্গের বিরাট এলাকায় সেচের জলের সংকট দেখা যায়। নাব্যতার সমস্যায় ভোগে কলকাতা বন্দর। জলের প্রবাহ কমে যাওয়ায় পলি জমে বন্দরে জাহাজের গতিবিধি ব্যাহত হয়। পলি সরাতে ড্রেজিং করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ খরচ হয়। এবার সেইসব সমস্যার কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ভারত।

গঙ্গার সমান্তরালে তিস্তা নিয়েও চুক্তি করতে আগ্রহী বাংলাদেশ। তবে এই ইস্যুতে ধীরে চলতে চাইছে ভারত। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল বৃহস্পতিবার এক প্রশ্নের জবাবে জানান, তিস্তা নিয়ে চুক্তি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এখনকার পরিস্থিতি অনুকূল নয়। প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না এলে তিস্তা নিয়ে কোনও দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতায় যাওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়।

রথযাত্রায় জগন্নাথধাম পুরীতে জনজোয়ার। শুক্রবার।

বিহারের রবির হাতেই বঙ্গ বিজেপির ভাগ্য

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : বাংলার পরবর্তী বিজেপি সভাপতি বাছাই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল বিহারের দলীয় সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদকে। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতির নির্বাচন প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে মরিয়া পদ্মশিবির। সেই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পাটনাসাহিবের সাংসদ রবিশংকর প্রসাদকে দলের রাজ্য নির্বাচনি আধিকারিক হিসেবে নিযুক্ত করেছে বিজেপি। দলীয় সূত্রের খবর, কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে যাবেন রবিশংকর। মনোনয়ন পর্ব মিটে যাওয়ার পর নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী সভাপতি বেছে নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে সুকান্ত মজুমদারই রাজ্য সভাপতি পদে থাকবেন, নাকি অন্য কেউ সেই দায়িত্ব পাবেন তা ৬ জুলাইয়ের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শুধু নতুন বিজেপি সভাপতিই নন, দলের জাতীয় পরিষদে বাংলা থেকে কারা যাবেন, সেটাও ঠিক করবেন রবিশংকর প্রসাদ। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং হর্ষ মালহোত্রাকে মহারাষ্ট্র ও উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনি আধিকারিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বিজেপির মোট ৩৭টি সাংগঠনিক রাজ্য রয়েছে। নতুন জাতীয় সভাপতির নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে অন্তত ১৯টি রাজ্যে সাংগঠনিক নির্বাচন শেষ হওয়া বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে ১৪টি রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরাখণ্ডেও বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচন বাকি রয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, যেহেতু সামনের বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট তাই তার আগে বিজেপি সভাপতি পদে রদবদল হলে সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। নতুন সভাপতির পক্ষে দলের নীচুতলার কর্মী, সমর্থকদের কাছে এই স্বল্প সময়ে পৌঁছোনো বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই সেক্ষেত্রে সুকান্তই বিজেপি সভাপতি পদে থেকে যেতে পারেন বলে অনেকের ধারণা। তবে এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি যেহেতু বিজেপিতে কার্যকর রয়েছে, তাই সুকান্তকে সরানোর বিষয়টিও সামনে চলে আসছে। তবে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল ও কঠিন লড়াইয়ের ময়দান হিসেবে বাংলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। সেই কারণেই অভিজ্ঞ ও কেন্দ্রীয় স্তরে দীর্ঘদিন কাজ করা নেতাকে বঙ্গ বিজেপির গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাংগঠনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাংলার দায়িত্বে রবিশংকরের মতো একজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আনা তাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

সংঘকে নিশানা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদুটি বাদ দেওয়ার সওয়াল করলেন আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ওই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিরোধীরা।

হোসাবলে একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদুটি বিআর আম্বেদকারের সংবিধানের প্রকৃত খসড়ায় ছিল না। জরুরি অবস্থার সময় ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন করে ওই শব্দদুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই শব্দগুলি থাকা উচিত কিনা সেটা নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্ক হওয়া উচিত।’ সংঘ নেতার ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করে শুক্রবার রাহুল এক্সে লিখেছেন, ‘আরএসএসের মুখোশ আবার খুলে গিয়েছে। সংবিধান যেহেতু সমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ন্যায়বিচারের কথা বলে তাই তাতে ওঁদের গাত্রদাহ হচ্ছে। আরএসএস-বিজেপি সংবিধান নয়, মনুস্মৃতি চায়।’ অপরদিকে বেবি বলেন, আরএসএস সবসময় আমাদের সংবিধানের ওপর মনুস্মৃতিকে রাখার চেষ্টা করে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমতা এর মূলভিত্তি। আমাদের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সিপিএম অকুতোভয় হয়ে লড়বে।’ তেজস্বী বলেন, ‘বিজেপি-আরএসএস চায় না দেশে সংবিধান থাকুক। কিন্তু আমরা সংবিধান রক্ষার জন্য সবকিছু করব।’

ভারতের সঙ্গেও বড় চুক্তি আমেরিকার

ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্টের

“আমরা চিনের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি করেছি। এ ধরনের চুক্তি সবার সঙ্গে হবে না। তবে আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে দুর্দান্ত চুক্তি হতে চলেছে। ভারতের সঙ্গে আমরা খুব বড় একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : চিনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সেরে ফেলেছে আমেরিকা। এবার ভারতের সঙ্গে খুব বড় ধরনের বাণিজ্যচুক্তি করতে চলেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আমরা চিনের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি করেছি। এ ধরনের চুক্তি সবার সঙ্গে হবে না। তবে আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে দুর্দান্ত চুক্তি হতে চলেছে। ভারতের সঙ্গে আমরা খুব বড় একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি।’

তাঁর কথায়, ‘আমরা ভারতের দরজা খুলতে চলেছি। চিনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সেই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এগুলি এমন ব্যাপার যা আগে কখনও ঘটেনি। আমাদের সঙ্গে সব দেশের সম্পর্ক ইতিবাচক দিকে যাচ্ছে।’ যদিও ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তির শর্তাবলি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ট্রাম্প। সূত্রের খবর, বেজিংয়ের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকাকে বেশ কিছু বিরল খনিজ রপ্তানি করবে চিন। বিনিময়ে গাড়ি, যন্ত্রাংশ, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমেরিকায় কর ছাড় পাবে তারা। পাশাপাশি মার্কিন সংস্থাগুলিকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দেবে শি জিনপিংয়ের সরকার। সূত্রটি জানিয়েছে, ৮ জুলাইয়ের মধ্যে ভারতের সঙ্গে প্রাথমিক বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলতে চাইছেন ট্রাম্প। ওই সময়ের মধ্যে চুক্তি না হলে ৯ জুলাই থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর কথা আগেই জানিয়েছেন তিনি।

ভারত, চিনের মতো বড় অর্থনীতিগুলির সঙ্গে চুক্তির পথে হাঁটলেও আমেরিকা সব দেশের সঙ্গে যে সমঝোতার পথে হাঁটবে না, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, ‘আমরা সবার সঙ্গে চুক্তি করব না। আমরা ওইসব দেশকে চিঠি পাঠাব। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলব, আপনাদের ২৫ শতাংশ, ৩৫ শতাংশ বা ৪৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে।’ ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনায় অগ্রগতির কথা বললেও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নীরব কেন্দ্র। শুক্রবার এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সংক্রান্ত সব কথা কেন শুধু আমেরিকার তরফেই বলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘এই নিয়ে ১৬ বার। ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির জন্য বাণিজ্যচুক্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কথা বলার পর ট্রাম্প এখন ঘোষণা করেছেন যে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে।’ এক্স হ্যান্ডেলে রমেশ লিখেছেন, ‘তিনি (ট্রাম্প) এটিকে খুব বড় চুক্তি বলছেন।... এখন জানা যাচ্ছে, দিল্লি নয়, ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউস থেকে ভারত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি আমাদের জানতে হবে।’ পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমরা ওই সফরের দিকে নজর রেখেছি। আমি এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের অংশীদারি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং কৌশলগত বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।’

চলতি মাসের শুরুতে ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারি ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে আমেরিকার বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটকিন বলেছিলেন, ‘আমার মতে আলোচনা খুব ভালো জায়গায় রয়েছে। অদুর ভবিষ্যতে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি বাণিজ্যচুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আমরা এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছি যা দু-দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে।’

মৃত ৭ বানভাসি হিমাচলে

সিমলা, ২৭ জুন : হিমাচলপ্রদেশের কুলু ও কাংড়া, ধর্মশালা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় টানা বৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হঠাৎ বন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চলতি দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নিখোঁজ আরও কমপক্ষে ৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যজুড়ে ঘটেছে ৩টি মেঘভাঙা বৃষ্টি, ৯টি হঠাৎ বন্যা ও ৩টি ধস। পরিস্থিতি সামাল দিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু জানিয়েছেন, ‘রাজ্য সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। শ’তিনেক মানুষকে ইতিমধ্যে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।’

দেহ উদ্ধার

লুধিয়ানা, ২৭ জুন : মিরাটে নীল ড্রামে সৌরভ রাজপুতের দেহ উদ্ধার তোলপাড় ফেলে ছিল। সেই স্মৃতি উসকে পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ফের নীল ড্রাম থেকে হাত-পা বাঁধা এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণের পচা-গলা দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, তরুণ ভিনরাজ্যের বাসিন্দা(৪০)।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য নেবে না ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার কিনারা করতে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য নিতে অস্বীকার করল ভারত। চলতি সপ্তাহের গোড়ায় রাষ্ট্রসংঘের অ্যাভিয়েশন এজেন্সি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে সাহায্য করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল। অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্সের তথ্য উদ্ধারে বিলম্ব দেখে ওই কথা জানিয়েছিল তারা। কিন্তু ভারতের তরফে পত্রপাঠ রাষ্ট্রসংঘের ইচ্ছায় জল ঢেলে দেওয়া হয়। এর আগে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও) ২০১৪ সালের মালয়েশিয়ায় এবং ২০২০ সালে ইউক্রেনের বিমান দুর্ঘটনায় সহযোগিতা করেছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আহমেদাবাদের ক্ষেত্রেও তদন্তকারীদের সাহায্য করতে চেয়েছিল তারা। সেই কারণে ভারতের তদন্তকারীদের থেকে তদন্ত কতটা এগিয়েছে তা জানতে চায় আইসিএও। কিন্তু ভারতের এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) সেই প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করে।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স থেকে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেই কারণে ভারত আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার তদন্তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, আইসিএও তদন্তের কাজে নিজেদের প্রতিনিধিদের পাঠাতে চেয়েছিল। নজরদারি চালাতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে অনুমতি দেয়নি। এই তদন্তে কোনও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চাইছে না কেন্দ্র। এমনকি ব্ল্যাকবক্সের তথ্যও বিদেশি কোনও এজেন্সিকে দিতে চাইছে না নয়াদিল্লি। তবে একইসঙ্গে আহমেদাবাদের দুর্ঘটনার তদন্তে রাষ্ট্রসংঘ কেন আগ্রহ দেখাচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ভারত।

ত্রাণশিবিরে হামলা হত ৫৬

জেরুজালেম, ২৭ জুন : গাজায় ত্রাণ নিতে গিয়ে প্রায়শই ইজরায়েলি হামলার মুখে পড়ছেন প্যালেস্তিনীয়রা। মারাও পড়ছেন। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। তাঁদের মধ্যে ৬ ত্রাণ সংগ্রহকারী। পুরো বিষয়টিকে ‘ভয়াবহ গণহত্যা’ বলে অভিহিত করেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইজরায়েলের কাণ্ডকারখানাকে ‘গণহত্যা’ বলে চিহ্নিত করেছেন। সানচেজ ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ইজরায়েলের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘ নিন্দা করে জানিয়েছে, প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে খাদ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ইজরায়েল। বুভুক্ষু মানুষ খাবার নিতে গিয়ে গুলিগোলা খাচ্ছে।

ঢাকায় দুর্গা মন্দিরে বুলডোজার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৭ জুন : ৫ অগাস্টের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলার অসংখ্য ঘটনা সামনে এসেছে। হিন্দুদের ওপর হামলা, বাড়িঘর-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ঢাকার খিলখেতে একটি দুর্গা মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। এবার আর মৌলবাদীরা নয়, সরকারি উদ্যোগেই চলেছে মন্দির ভাঙার কাজ।

ধর্মীয় কাঠামোটি ভাঙতে আনা হয়েছিল বুলডোজার। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে। মন্দির ভাঙার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত।

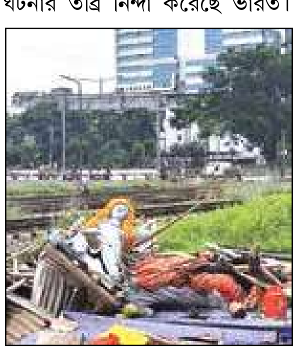

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘মৌলবাদীরা ঢাকার খিলখেতে দুর্গা মন্দির ভাঙার দাবি করছিল। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার মন্দিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে বিষয়টিকে অবৈধ জমি দখলের ঘটনা হিসাবে তুলে ধরে সেটি ধ্বংস করার অনুমতি দিয়েছে। মন্দিরটি স্থানান্তর করার আগেই বিগ্রহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি খুব উদ্বেগের ব্যাপার।’ সেখানে হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করা অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব বলে জানিয়েছেন জয়সওয়াল।

নিন্দায় ভারত

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক অবশ্য গোটা ঘটনাকে সরকারি উচ্ছেদ অভিযানের অংশ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রক থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মন্দিরটি রেলের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছিল। নিয়ম মেনে সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এদিকে লালমণিরহাটে তথাকথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পরেশচন্দ্র শীল ও বিষ্ণুপদ শীলের ওপর হামলা এবং মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ, মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।

উদ্ধার ৪২ বিবস্ত্র প্রবীণ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : একে তো অবৈধ। তার ওপর মানবিকতার লেশমাত্র নেই। নয়ডার সেক্টর ৫৫-র সি-৫ ঠিকানায় ‘আনন্দ নিকেতন বৃদ্ধ সেবা আশ্রম’-এর অন্দরের নিরানন্দের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল বিবস্ত্র অবস্থায় ৪২ জন প্রবীণ মানুষ উদ্ধার হওয়ার পর।

নয়ডার ওই অবৈধ বৃদ্ধাশ্রম থেকে বৃহস্পতিবার ৪২ জন প্রবীণ নারী-পুরুষকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। অভিযানের সময় দেখা যায়, কেউ কেউ অর্ধনগ্ন, কারও পরনে কিছুই নেই। এমনকি এক প্রবীণাকে বেঁধেও রাখা হয়েছিল। এছাড়া প্রত্যেকেই কমবেশি অসুস্থ। কেউ আবার থাকতেন ‘বেসমেন্টের মতো অন্ধকার ঘরে’। এদিন একথা জানিয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্য মীনাক্ষী ভরালা।

ঘটনাটি বৃহস্পতিবারের। রাজ্য মহিলা কমিশন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে চালানো হয় এই অভিযান। মীনাক্ষী ভরালা বলেন, ‘এই বৃদ্ধাশ্রমটি সম্পূর্ণ বেআইনি। এখানে বসবাস করতেন ৪২ জন প্রবীণ মানুষ। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রবীণ-প্রবীণাদের কেউ অর্ধনগ্ন, কেউ কেউ পুরোপুরি বিবস্ত্র অবস্থায় ছিলেন। আশ্রমের চেহারা দেখে আমরা তাজ্জব হয়ে গিয়েছি। দোষীদের বিরুদ্ধে খুব কড়া ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।’

ভরালা জানিয়েছেন, সমাজকল্যাণ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তিনজন প্রবীণকে শুক্রবারই একটি সরকারি বৃদ্ধাশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

উদ্ধব-রাজ আরও কাছাকাছি

মুম্বই, ২৭ জুন : মারাঠি অস্মিতার স্বার্থে একমঞ্চে আসার সম্ভাবনা আরও বাড়ল শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে এবং এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরের। সৌজন্য মহারাষ্ট্রের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি চালু করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকারের সিদ্ধান্ত। উদ্ধব এবং রাজ দু’জনেই একযোগে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। রাজ জানিয়েছেন, হিন্দি চালুর প্রতিবাদে আগামী ৬ জুলাই গিগাউম চৌপাত্তি থেকে আজাদ ময়দান পর্যন্ত একটি মিছিল করবেন তিনি। তাতে উদ্ধব ঠাকরের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত মতবিরোধের থেকেও মহারাষ্ট্রের স্বার্থ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মারাঠি মানুষ আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শারদ পাওয়ার বলেন, ‘মহারাষ্ট্রের মানুষজন হিন্দি বিরোধী নন। কিন্তু প্রাথমিকের পড়ুয়াদের ওপর জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।’

অ্যামাজন কর্তার বিয়েতে খরচ প্রায় ৫ কোটি ডলার

ভেনিস, ২৭ জুন : বিয়ে তো নয়, যেন আভিজাত্য ও বিলাসের প্রদর্শনী! এহেন রাজকীয় পরিণয়ের সাক্ষী হল শিল্প ও প্রেমের নগরী ইতালির ভেনিস।

চলতি সপ্তাহে রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়েছেন অ্যামাজন প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের জেফ বেজোস ও প্রাক্তন সাংবাদিক লরেন সানচেজ। তবে দুই তারকার চারহাত এক হওয়ার মুহূর্তেও বিতর্ক তাঁদের পিছু ছাড়েনি। বিলাসবহুল বিয়ের বিরুদ্ধে শহরজুড়ে প্রতিবাদ জারি রয়েছে।

শুক্রবার সান জর্জিও দ্বীপে বিবাহবাসর বসে বেজোস ও সানচেজের। দু’জনেরই এটি দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়ের অন্তিম পর্বটি শনিবার আর্সেনালের একটি প্রেক্ষাগৃহে সম্পন্ন হবে। মধ্যযুগে এই বাড়িটি একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। যদিও বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্পকলা প্রদর্শশালা হিসাবে।

বেজোস-সানচেজের হাই-প্রোফাইল বিয়ে উপলক্ষ্যে গত কয়েকদিন ধরে শহরের আকাশে উড়ছে প্রাইভেট জেট। লেগুনে ভাসছে বিশাল ইয়ট। চারপাশে সাজোসাজো রব। নিষিদ্ধ ড্রোন ও সাধারণ যানবাহন। মাছি গলার উপায় নেই। সর্বত্র নজরদারি পুলিশের। ঠাঁই নাই দশা শহরের সমস্ত তারাখচিত হোটেলের। অনেকে ‘শতাব্দীর সেরা বিয়ে’র তকমা দিয়েছেন এই অনুষ্ঠানকে। যাতে খরচ হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি মার্কিন ডলার।

বিবাহপর্ব শুরু হয় গত বৃহস্পতিবার থেকে। শ’তিনেক সেলেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এই বিয়েতে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ধনকুবের বিল গেটস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও তাঁর জামাই জ্যারেড কুশনার, ব্রিটিশ অভিনেতা অরল্যান্ডো ব্লুম ও জর্ডনের রানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় টেলিভিশন সাংবাদিক অপরাহ উইনফ্রে, ক্রিনস জেনার, কিম কার্দেশিয়ান, টাইটানিকের নায়ক লিওনার্দো ডি’ক্যাপ্রিও প্রমুখ তারকা।

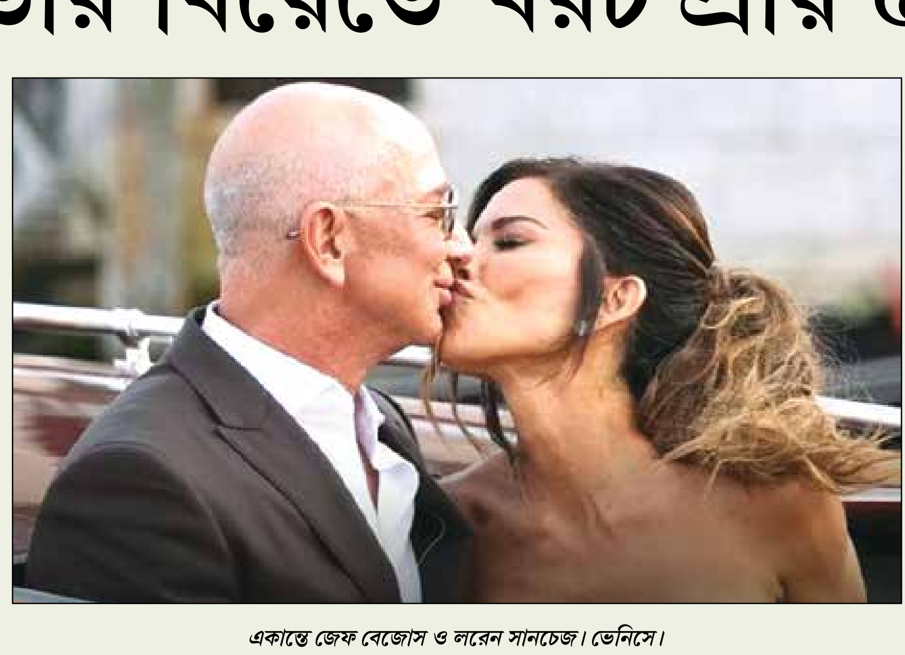

একান্তে জেফ বেজোস ও লরেন সানচেজ। ভেনিসে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কানারেজিও জেলার একটি মধ্যযুগীয় গির্জা মাদোনা দেল’অর্তোয় জড়ো হন অতিথিরা। অতিথিদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে মধ্যরাত পর্যন্ত ওই এলাকায় হাঁটাচলা ও জলযান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। তার আগে বুধবার একটি হেলিকপ্টারে করে ভেনিসে আসেন জেফ বেজোস (৬১) ও লরেন সানচেজ (৫৫)। তাঁরা বিলাসবহুল আমান হোটেলে ওঠেন। তাঁদের কক্ষ থেকে গ্র্যান্ড ক্যানেলের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। প্রতি রাতে এই কক্ষের ভাড়া ৪ হাজার ৬৮৬ ডলার।

এদিকে স্রেফ অর্থের বিনিময়ে ভেনিসের মতো সুন্দর শহরকে অতিধনীদের হাতে তুলে দেওয়ায় চটে গিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশবাদীরা। তাঁদের অভিযোগ, চাঁদির জুতোয় ঘায়েল হয়েছে ভেনিস প্রশাসন। ধনীদের খুশি রাখতে শহরের দরজা এভাবে হাট করে খুলে দেওয়া হলে এর প্রকৃতি ও পরিবেশ আর সুরক্ষিত থাকবে না।

এই বিয়েকে ‘ধনিক শ্রেণির আত্মপ্রচারের’ প্রতীক হিসাবে দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের উদ্যোগে সেন্ট মার্ক’স স্কোয়ারে বিক্ষোভও হয়েছে। ‘নো স্পেস ফর বেজোস’ ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখানোয় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে স্থানীয় পুলিশ।

মহাকাশচারী শুক্লার রেসিপি এবার আপনার পাতে

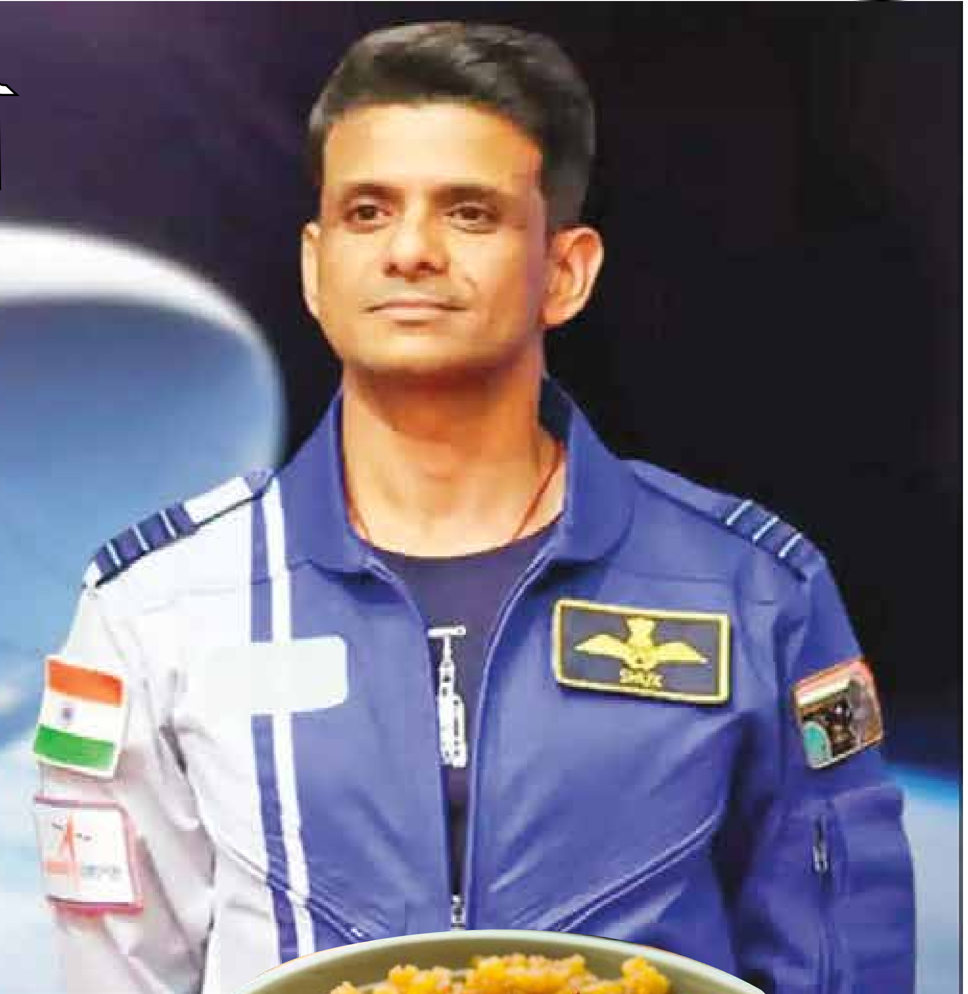

১৯৮৪। রাকেশ শর্মা। ২০২৫। শুভাংশু শুক্লা। ফারাকটা ৪১ বছরের। দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে মহাকাশে পাড়ি।

হপ্তাদুয়েকের অভিযান। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ শেষে তবেই মিলেছে সুযোগ। থাকতে হয়েছে অতি সাবধানে চার নভশ্চরকে। মহাকাশে ডাক্তার নেই। অসুস্থ হলে নিজেদের শরীরে নিজেদেরই খবরদারি করতে হবে। সেইসঙ্গে, যাওয়ার আগে সংক্রমণজনিত কোনও রোগ যাতে আক্রমণ না করে, তাই অভিযানের মাসখানেক আগে থেকেই ছিলেন নিভৃতবাসে। বিধিনিষেধ ছিল খাবারদাবারেও।

শুভাংশুর বাবা শম্ভু দয়াল শুক্লা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে গগনযান অভিযানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল শুভাংশুকে। সেই সময় থেকেই নাকি শুভাংশু ঘরের খাবার খাননি। খেলে ওই আধখানা রুটি বা আধবাটি ডাল। শুক্লার ক্যান্টিন ছিল আলাদা, খাবারও আলাদা। তবে, মহাকাশেও চেয়েছিলেন বাড়ির রান্নার স্বাদ। তাই সঙ্গে নিয়েছেন ৩টি খাবার। ৩টিই মিষ্টিজাতীয়। এইসব খাবারের কথা শুনলে আপনার জিভেও জল চলে আসতে পারে।

যেসব খাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন শুক্লা, আজ নন্দিনীর পাতায় রইল সেইসব খাবারের রেসিপি। গাজরের হালুয়া, মুগডালের হালুয়া এবং আম রস। এগুলি শুভাংশুর অতি প্রিয় খাবার। ভারতের দ্বিতীয় মহাকাশচারীর খাবার আপনার পাতকেও আলো করুক। স্বাদ আনুক জিভের পাশাপাশি মনেও।

৬ বছর খাননি বাড়ির খাবার, মহাকাশযাত্রায় শুক্লা নিয়েছেন পছন্দের তিন রেসিপি

গাজরের হালুয়া

গাজর। পরিচিত গাজরিলা নামেও। এই দিয়ে তৈরি এক প্রকারের মিষ্টি জাতীয় খাদ্য। উত্তর ভারত ও পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি খাওয়া হয়। গাজর বেটে বা ছেঁচে ক্ষীরের ভিতর দিয়ে তবেই তৈরি করা হয়। এমনিতে রং লাল, তবে অনেক সময় বাদামি রঙেরও হয়।

যা যা লাগবে

গাজর ৪০০ গ্রাম, দুধ এক লিটার, চিনি আধকাপ, গুঁড়ো দুধ আধকাপ, ঘি আধকাপ, বাদাম কুচি তিন টেবিল চামচ ও কিসমিস সাজানোর জন্য।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে গাজর দুধের মধ্যে সিদ্ধ করে নিন। দুধ শুকিয়ে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে ব্লেন্ডারে ভালো করে ব্লেন্ড করুন। এবার প্যানে ঘি দিয়ে তাতে ব্লেন্ড করা গাজর, গুঁড়ো দুধ, চিনি ও এলাচ একসঙ্গে মিশিয়ে নাড়ুন। হালুয়ার জল শুকিয়ে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে পাত্রে ঢেলে ঠান্ডা করুন। তারপর বাদাম কুচি ও কিসমিস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

আমরস

ঐতিহ্যবাহী গুজরাতি পানীয়। এতে চিনিযুক্ত আমের পাল্প থাকে। আমের আঁশগুলি ছেঁকে নিতে মসলিনের কাপড় ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত রুটি বা পুরির সঙ্গে খাওয়া হয়।

যা যা লাগবে

এলাচগুঁড়ো ১/৪ চা চামচ
জাফরান এক চিমটি
আম (আলফানসো) ১-২টি (পাকা এবং মিষ্টি)
দুধ ১-২ টেবিল চামচ
চিনি ১ টেবিল চামচ

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে আম ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। তারপর টুকরো করে কাটুন। এরপর সেগুলো ব্লেন্ডারে রেখে এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন।

আম খুব মিষ্টি না হলে ১ টেবিল চামচ চিনিগুঁড়ো মেশান। তারপর পুনরায় ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন। যদি মিশ্রণটা মসৃণ না মনে হয় তবে ১-২ টেবিল চামচ দুধ মিশিয়ে আবার ব্লেন্ড করুন।

এবার একটি পাত্রে মিশ্রণ ঢেলে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। তারপর বাটিতে ঢেলে জাফরান ছড়িয়ে দিয়ে গার্নিশ করুন।

আম্র রস

আমরসের একটি আঞ্চলিক সংস্করণ রাজস্থানী এবং মারোয়াড়ি রন্ধনশৈলী। মারাঠি এবং গুজরাতি বাড়িতে, বিশেষ করে উৎসবের সময় এটি একটি জনপ্রিয় মিষ্টান্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আম একটি গ্রীষ্মকালীন ফল। তাই সারা বছরের জন্য আমের পাল্প সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। ফলে আমরস তৈরিতে বৃহৎ আকারের আমের-প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রয়োজন হয়।

ব্যুৎপত্তি

'আমরস'। শব্দটি সংস্কৃত শব্দ আম্র এবং রস থেকে তৈরি। এর আক্ষরিক অর্থ আমের রস।

পানহে

পানহে হল সিদ্ধ কাঁচা আমের পাল্প থেকে তৈরি এক প্রকার মিষ্টি পানীয় এবং এটি মহারাষ্ট্রের একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রীষ্মকালীন পানীয়। মৌসুমী উত্তাপ সহ্য করতে এই পানহে সাহায্য করে। পাল্পটির ২:১ অনুপাতের সঙ্গে চিনি মেশানো হয় এবং তারপরে এতে পর্যাপ্ত জল যোগ করা হয়, পানের উপযোগী করে তুলতে।

মুগডালের হালুয়া

যে কোনও সময় মিষ্টিমুখের জন্য মুগডালের হালুয়া খুব সহজ সমাধান। বাড়িতে সহজে তৈরি করা যায় এই হালুয়া।

যা যা লাগবে

মুগডাল ১ কাপ। তরল দুধ ২ কাপ ও গুঁড়োদুধ ২ টেবিল-চামচ। এলাচগুঁড়ো ১ চা-চামচ। চিনি ১ কাপ। দেড়কাপ ঘি। হলুদ রং সামান্য ও একটু জাফরান।

যেভাবে তৈরি করবেন

ডাল ভালো করে ধুয়ে দু-তিন ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন।

এবার প্যানে ঘি দিয়ে তার মধ্যে ডাল দিন। ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর বসান ওভেনে। নইলে ডাল জমে কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে।

মেশানো হয়ে গেলে ওভেনে প্যানটা বসিয়ে ঘি-ডালের মিশ্রণটি অনবরত নাড়তে থাকুন। ভালো করে নেড়ে নেড়ে ডাল ভেজে নিন। এর জন্যে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগবে।

ডালের মিশ্রণটা ভালো করে ভাজা হয়ে এলে খেয়াল রাখুন ডাল থেকে ঘি ছাড়ছে কিনা ছেড়ে গেলে তরল দুধ গুঁড়ো দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নাড়তে থাকুন।

দুধ শুকিয়ে আসার সময় চিনি ও এলাচগুঁড়ো দিয়ে আবার কিছুক্ষণ নাড়তে থাকুন।

চিনিটা ভালো করে মিশে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে একটা চৌকো বাটিতে ঘি ব্রাশ করে হালুয়াটা সমান করে বিছিয়ে দিন।

ঠান্ডা হলে পছন্দমতো কেটে তার ওপর বাদাম-কুচি অথবা 'কালার সুগার বল' দিয়ে পরিবেশন করুন।

রথের মেলার পাঁপড় রামায়ণেও

জিলিপি, পাঁপড়ের শুরু

পবিত্র উৎসব রথযাত্রা। রথের দিন যে কোনও শুভ কাজ করা যায়। এদিন কোনও দোষ পাওয়া যায় না। অন্তত প্রচলিত বিশ্বাস এমনটাই।

রথযাত্রা মানেই গরম জিলিপি আর পাঁপড় ভাজায় কামড় দেওয়া। যাঁরা সারা বছর জিলিপি খান না, তাঁরাও ঐতিহ্য মেনে এদিন জিলিপি কেনেন। পাঁপড়ও খান। কিন্তু আপনি কি জানেন? কেন এবং কীভাবে এই ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছে এবং চলে এসেছে?

নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, রথের দিন আমরা কেনই বা জিলিপি আর পাঁপড় ভাজা খাই। আসুন জেনে নিই সেই পুরাণ কথা।

এই দুটি খাবারই কিন্তু আমাদের এখানকার নয়। একটি এসেছে আফগানিস্তান থেকে আর অন্য খাবারটি পাঞ্জাবের। রথযাত্রা উৎসবের দিনে এই দুটি খাবার না হলে একটা অতৃপ্তিতে মনটা খচখচ করে।

পাঁপড়

এটি মূলত উত্তর ভারতের একটি বিখ্যাত খাবার। তবে, এই খাবারের নাম কিন্তু রামায়ণেও উল্লেখ রয়েছে। ভরদ্বাজ মুনি, রামচন্দ্র ও তার অক্ষৌহিনী সেনার জন্য যে বাঙালি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন সেখানে তিনি তাঁদের পাতে কিন্তু দিয়েছিলেন পাঁপড়।

<u>পাঁপড়ের উল্লেখ আছে পুরাণে। ভরদ্বাজ মুনি রামচন্দ্র ও তাঁর সেনাদের জন্য তৈরি বাঙালি খাবারে পাঁপড় রেখেছিলেন।</u>

জিলিপি

সংস্কৃত পুঁথিতে জিলিপির উল্লেখ রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। এই রসের মিষ্টি খেতে বেশ পছন্দ করতেন মোঘলরা। সরাসরি রথের সঙ্গে এই মিষ্টির কোনও যোগাযোগ নেই।

শোনা যায়, স্নান যাত্রায় ১০৮ ঘড়া জলে যখন স্নান করে জগন্নাথদেবের জ্বর এসেছিল, সেই সময় তিনি সাত দিন ছিলেন নিভৃতবাসে। সেখানে মহাপ্রভুকে পাচন খাইয়ে সুস্থ করা হয়েছিল। তিনি সুস্থ হয়ে মাসির বাড়ি গুন্ডিচায় গিয়েছিলেন। সেই সময়ই নাকি মুখের স্বাদ বদলাতে তিনি নানা রকম খাবার খেয়েছিলেন। সেখানেই তিনি জিলিপি ও পাঁপড় খেয়েছিলেন। যদিও জগন্নাথদেবের ৫৬ ভোগের মধ্যে কোথাও জিলিপি বা পাঁপড়ের দেখা মেলে না। তবে জগন্নাথদেবের রথের মেলায় কিন্তু দিব্যি জিলিপি থেকে পাঁপড় জায়গা করে নিয়েছে।

বর্ষায় দ্রুত কাপড় শুকানোর সহজ উপায়

বর্ষা যেমন রোমান্টিক, তেমনি রোমান্টিকতা ভুলিয়ে দেবার। বিশেষ করে ঘরের কাজে হাজারো ঝামেলা সহ্য করতে হয়। আমরা তো জানি, ভেজা আবহাওয়ায় জামাকাপড় সহজে শুকোতে চায় না। এছাড়া ভেজা জামাকাপড় থেকে স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধও হয়। এতে জামাকাপড়ে দুর্গন্ধ হয় আবার ছত্রাকও হানা দেয়। তবে ঘরোয়া কিছু উপায় মেনে চললে বর্ষাকালেও খুব সহজেই কাপড় শুকোনো যাবে। এসব কৌশল অনুসরণ করলে কাপড় দ্রুত শুকিয়ে যাবে। একইসঙ্গে জীবাণুর হাত থেকেও দূরে রাখা যাবে পোশাক। তাই আসুন জেনে নিই বর্ষায় যেসব উপায়ে কাপড় দ্রুত শুকাবেন।

অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে নিন

ভারী কাপড়, যেমন জিনসের প্যান্ট, পোলো শার্ট, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ এগুলো ধোয়ার পর বাথরুমের স্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রেখে দিন। এতে কাপড়ের বাড়তি জল ঝরে যাবে। ফলে কাপড় শুকোতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগবে। জল ঝরে যাওয়ার পর ঘরে দড়ি টাঙিয়ে কাপড়গুলো নেড়ে দিতে পারেন। যদি বাড়ির বাইরে না যান তাহলে যে ঘরে থাকবেন সে ঘরেই কাপড় শুকোন। তাতে ফ্যানের বাতাসে কাপড় শুকিয়ে যাবে এবং বিদ্যুৎ অপচয় কম হবে। এ ছাড়া রাতে ঘুমোনোর সময় মশারির ওপর অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড়গুলো দিতে পারেন।

খোলা জায়গায় মেলে দিন

বৃষ্টিদিনে ছাদে বা বারান্দায় জামাকাপড় শুকোনো যায় না সহজে। তাই ফাঁকা ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে জামাকাপড় মেলে দিন। তার আগে অবশ্যই ভেজা জামাকাপড় ভালো করে নিংড়ে নিন এবং পাখা চালিয়ে দিন। এছাড়া হ্যাঙারেও জামাকাপড় ঝুলিয়ে শুকনো করতে পারেন।

হ্যাঙ্গারে শুকাতে দিন

ভেজা কাপড় দড়িতে শুকোতে দেওয়ার বদলে হ্যাঙ্গারে শুকাতে দিতে পারেন। হ্যাঙ্গারে বাতাস চলাচল সহজ বলে কাপড় তুলনামূলক দ্রুত শুকোয়।

ওয়াশিং মেশিনের সাহায্য

এখন অনেক বাড়িতেই ওয়াশিং মেশিন। আর বহু ওয়াশিং মেশিনে ড্রায়ারের সুবিধা রয়েছে। বৃষ্টি না থামলে ওয়াশিং মেশিনে কেচে ড্রায়ারে ভালো করে শুকিয়ে নিন। এরপরেও চাইলে ফ্যানের নিচে জামাকাপড় মেলে দিতে পারেন। স্যাঁতস্যাঁতে ভাব কেটে যাবে।

হেয়ারড্রায়ার

বৃষ্টিদিনে মোটা বা ভারী কাপড় পরা থেকে এড়িয়ে চলুন। সহজে শুকিয়ে যায় ও ধোয়া সহজ, এমন কাপড় পরাই ভালো। কম সময়ের মধ্যে কাপড় শুকোনোর জন্য হেয়ারড্রায়ার ব্যবহার করতে পারেন। অথবা ভেজা কাপড় চিপে জল নিংড়ে নিয়ে সতর্ক ভাবে ইস্ত্রি করে ফ্যানের বাতাসে নেড়ে দিলে দ্রুত শুকিয়ে যাবে।

জুন মাসের বিষয় : ডাকছে পাহাড়

সোনমার্গ, কাশ্মীর

প্রথম : নীহাররঞ্জন সরকার
(ধলদিঘি, দক্ষিণ দিনাজপুর) আইফোন ১৫

মিলাম ভ্যালি, উত্তরাখণ্ড

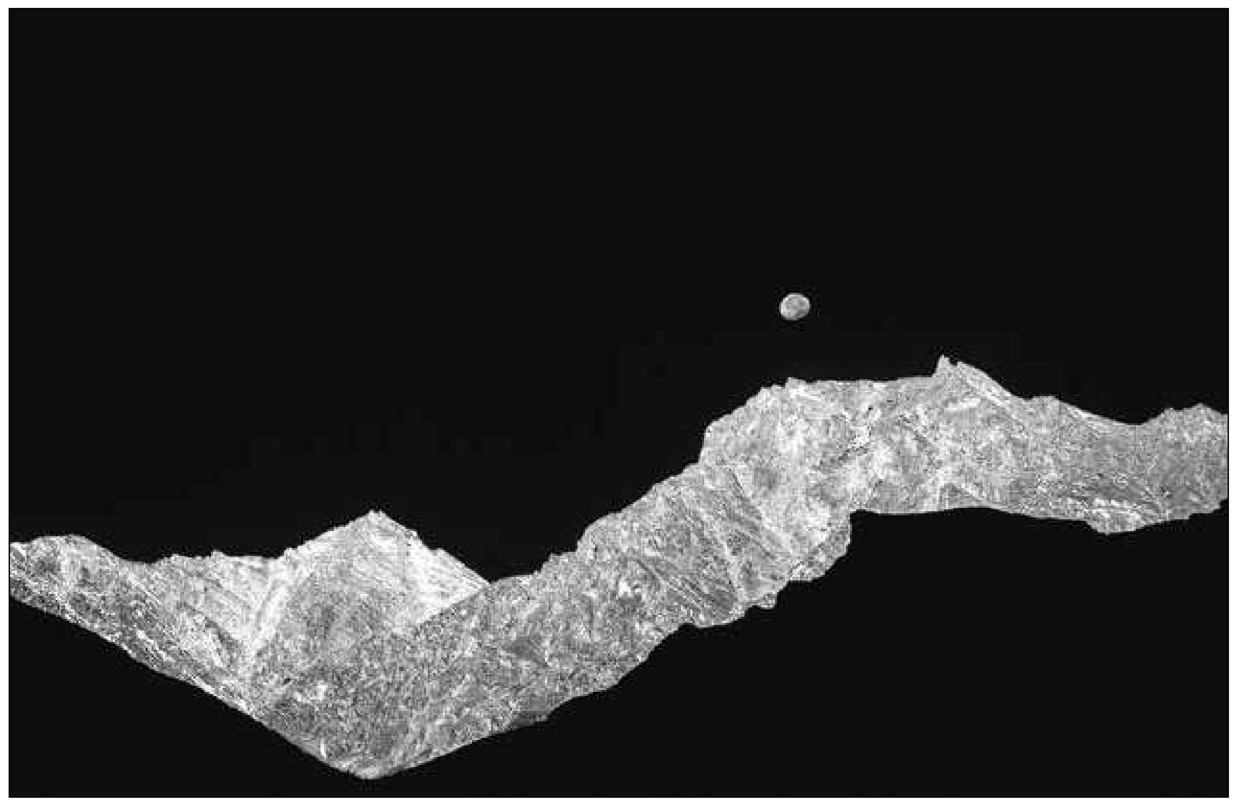

দ্বিতীয় : সৌম্যকমল গুহ
(কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর) নিকন ডি৫৩০০

উরা ভ্যালি, ভুটান

তৃতীয় : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ১২০০ডি

ইয়ুমথাং, সিকিম

চতুর্থ : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

কালিম্পংয়ে প্যারাগ্লাইডিং

পঞ্চম : রৌনক শূর রায়
(কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭১০০

চুইখিম, কালিম্পং

ষষ্ঠ : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার জংশন) নিকন জেড৫

টেমি টি গার্ডেন, সিকিম

সপ্তম : নওয়াজ শরিফ রহমান
(ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার) শাওমি পোকো এক্স ২

জুলুক, সিকিম

অষ্টম : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) নিকন ডি৭০০

সিলারিগাঁও থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন

নবম : অন্তরা ঘোষ
(গোফানগর, দক্ষিণ দিনাজপুর) স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২১

চিত্র বিচিত্র

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

রাই ঘোষ, দিবাকর পাল, পাপাই সান্যাল, অভিরূপ ভট্টাচার্য, উদয়ন মজুমদার, সুভম শর্মা, অসীম সরকার, সাগ্নিক সূত্রধর, অরিজিৎ সরকার, সোমনাথ মৈত্র, তনুশ্রী সরকার, দুর্জয় বর্মন, অঙ্কুশ মজুমদার, প্রতীকরঞ্জন দাস, প্রত্যয় রায়, মমি জোয়ারদার, তনুশ্রী শংকর সাহু, সৌমাল্য দত্ত, সঞ্জীব সরকার, সৌভিক রায়, শুভ্রজ্যোতি রায়, অনিমেষ বর্মন, সুজয় টুঙ্গা, পিয়ালি দাস, সুমন চক্রবর্তী, অয়ন দাস, শুভজিৎ গোস্বামী, অভিজিৎ পাল, অনিন্দিতা সরকার, দীপাঞ্জয় ঘোষ, সৌমিক সাহা, জয়াশিস বণিক, মনীষা দাস, সুশান্তকুমার দাস, মধুমিতা দাস, অর্যমা দাস, অভ্রদীপ বর্মন, জীবন ব্যাপারী, পল্লব বর্মন ও মহম্মদ মনিরুজ্জামান।

আবার সোনমার্গ

দশম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

শাকপাতায় সুখ বাঙালির

বাঙালির প্রিয় খাবার হল ভাত, শাক ও মাছ। শাকসবজি হল যেমন রুচিকর তেমন পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার। শাকপাতা হল ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ সবজি। একাধারে এত পুষ্টিগুণসম্পন্ন সবজি পাওয়া দুষ্কর। আবার সব ঋতুতেই শাকসবজি পাওয়া যায়।

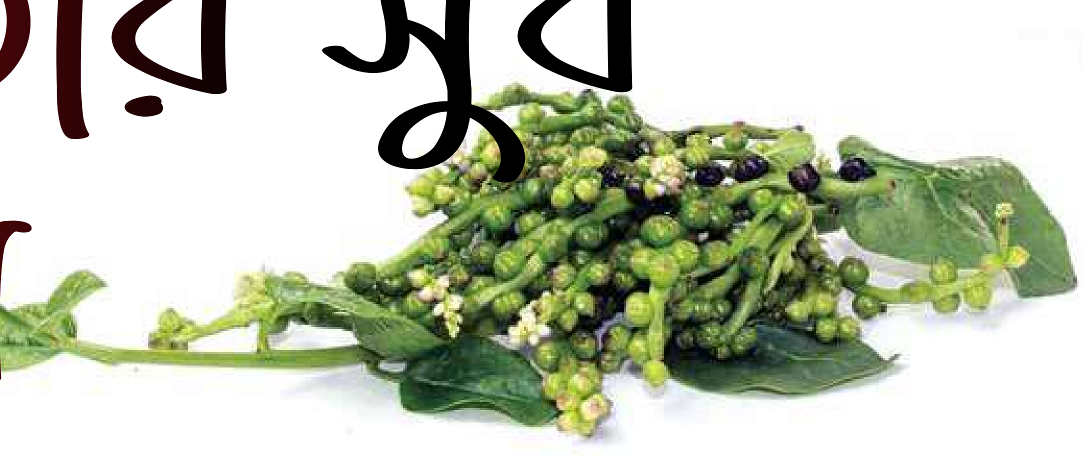

নটে

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাক হল নটে। নটে বলতে আমরা ‘অ্যামারানথার্স’ গোষ্ঠী বা দলের সবজিকেই বোঝায়।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম নটে শাকের খাদ্যোপযোগী অংশে পাওয়া যাবে

কার্বোহাইড্রেট ৬.৩ গ্রাম, ফসফরাস ৮৩.০ মিগ্রা., প্রোটিন ৪.০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৯৭.০ মিগ্রা, ফ্যাট বা চর্বি ০.৫ গ্রাম, পটাসিয়াম ৩৪১.০ মিগ্রা, আঁশ ১.০ মিগ্রা, সোডিয়াম ২৩০.০ মিগ্রা, লোহা ২৫.৫ মিগ্রা, ভিটামিন-‘এ’ ৯২০০ আই.ইউ, রিবোফ্ল্যাবিন ০.১ মিগ্রা, ভিটামিন-‘সি’ ৯৯.০ মিগ্রা

ভেষজ গুণ

নটে শাকের ভেষজ গুণ নেহাত কম নয়। নটেশাকে প্রচুর পরিমাণে লোহা থাকায় রক্ত পরিষ্কার ও রক্ত তৈরিতে দারুণভাবে সাহায্য করে। অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতায় ভুগছেন এমন রোগীদের কাছে নটেশাক হল মহৌষধ। দাঁত ও হাড়ের গঠন মজবুত করতে নটে সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-‘এ’ থাকায় রাতকানা ঠেকাতে এবং ভিটামিন-‘সি’ থাকায় স্কার্ভি ও ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

জলবায়ু ও মাটি

নটে মূলত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া পছন্দ করে এমন সবজি। দিন ছোট হলে গাছে ফুল চলে আসে। অধিক বৃষ্টি বা বাতাসের আর্দ্রতা এই সবজির পক্ষে ক্ষতিকারক। হালকা মাটি হল নটে চাষের জন্য উপযুক্ত। মাটিতে যথেষ্ট জৈব পদার্থ থাকতে হবে। মাটি হবে সুনিকাশি ও সুবাতাসি। মাটির ক্ষারম্লমান হতে হবে নিরপেক্ষ।

জাত

নটে শাক পাতার রং অনুসারে লাল, সাদা ও সবুজ হয়। এছাড়াও শাক উৎপাদনকারী ছাড়াও ডাঁটা উৎপাদনকারী কাটোয়ার ডাঁটা ও চম্পা ডাঁটা হল অন্য দলভুক্ত। ছোট পাতাযুক্ত পুনকা শাকও হল নটে গোষ্ঠীর সবজি। চাঁপা নটে, পদ্ম নটে, লাল শাক ও কনকানটে সারাবছর চাষ করা যাবে। কাটোয়া ডাঁটা স্পেশাল ও কাটোয়া ডাঁটা (লাল) গ্রীষ্মকালে এবং জবাকুসুম ডাঁটা সারাবছর চাষ করা যাবে।

জমি নির্বাচন

উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের খোলামেলা জমি হল নটে চাষের জন্য উপযুক্ত। ছায়ামুক্ত, নীচু ও জলবসা জমি এই শাক চাষের পক্ষে অনুপযোগী।

জমি তৈরি

নটে চাষের জমি সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হবে। গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। জমিকে সমতল করতে হবে। আগাছা তুলে ফেলতে হবে। জমিকে কয়েকটি খন্ডে কেয়ারিতে ভাগ করে চাষ করলে পরিচর্যার সুবিধা হবে।

বীজ বোনা

কেয়ারির মাটিতে বীজ ছিটিয়ে চাষ করতে হবে। নটের বীজের আকার খুবই ছোট হওয়ার জন্য সমপরিমাণ বালি মিশিয়ে ছড়ালে তবেই সমানভাবে বীজ পড়বে। বীজ ছড়ানোর পরে মিহি করে চেলে নেওয়া জৈব সার বীজের উপরিভাগে ছিটিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। লাঠি দিয়ে নেড়ে দিয়েও বীজকে ঢেকে দেওয়া যায়। এবার উপরিভাগ খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজ বোনার পরেই হালকা করে জল দিতে হবে। এক বিঘা জমির জন্য ২০০-২৫০ গ্রাম বীজ লাগবে। ফেলার আগে অবশ্যই বীজ শোধন করে নিতে হবে।

সার প্রয়োগ

মূল সার হিসেবে বিঘাপ্রতি ১০-১৫ কুইন্টাল জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও নটে চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৪ কেজি ফসফরাস এবং ৪ কেজি পটাশ লাগবে। এজন্য লাগবে প্রায় ১৮ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি সুপার ফসফেট

এবং ৬.৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ। মূল সার হিসেবে অর্ধেক ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ ফসফেট ও মিউরেট অফ পটাশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া (৯ কেজি) সমান দুই ভাগে বীজ বোনার ২১ দিন ও ৪২ দিন পরে চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

বীজ বোনার সময়ে জমিতে রস থাকতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৭-১০ দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হবে। চাপান সার প্রয়োগের পরে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা

জমি থেকে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। গোড়ায় মাটি খসিয়ে আলগা করে দিতে হবে। অতিরিক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে সেটা দেখতে হবে।

ফসল তোলা

বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পর থেকেই শাকপাতা তোলা যায়। ডাঁটা হিসেবে তুলতে গেলে বেশি সময় লাগবে। কেটে নিলে শাকের উৎপাদন বাড়ে।

ফলন

বিঘা প্রতি শাক সহ ডাঁটার ফলন প্রায় ১০-১৫ কুইন্টাল।

রোগপোকার সমস্যা

নটে চাষে তেমন কোনও মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগ-পোকায় সমস্যা দেখা যায় না।

পুঁই

বাঙালির কাছে পুঁই হল অত্যন্ত জনপ্রিয় শাক। সকলেই নিরামিশ আহারে পুঁই শাকের পাতা ও ডাটা দিয়ে উপাদেয় রান্না করে থাকেন। এমন সবজির বাজারে বা হাটে দেখা মিলবেই। সারাবছরে এটি পাওয়া যায়। প্রায় এলাকায় সকলের প্রিয় সবজি হল এই পুঁই।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পুঁইশাকের অংশে পাওয়া যাবে লোহা নামক খনিজ উপাদান ১০ মিগ্রা। এছাড়াও এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আঁশ, ভিটামিন-‘এ’ ও ভিটামিন-‘সি’ মজুত আছে।

ভেষজ গুণ

লোহা থাকায় পুঁইশাক রক্তাল্পতা রোগ সারাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকার জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে সাহায্য করে।

জলবায়ু ও মাটি

পুঁই চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া দরকার হয়। বাতাসের তাপমাত্রা ১৫-২০ সেন্টিগ্রেডের নীচে হলে বীজ অঙ্কুরিত হতে চায় না। ৪০-৪২ সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত গাছ বেঁচে থাকতে পারে এর বৃদ্ধি ও পরিস্পুরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টির দরকার হয়। বড়দিনে পুঁইয়ের বৃদ্ধি হয় আশানুরূপ।

যদিও সব ধরনের মাটিতে এর চাষ হতে পারে, কাদা, এঁটেল, বেলে দোঁয়াশ ও কাকুড়ে মাটিতে এর চাষ হয়। মাটিতে ক্ষারাম্লমান নিরপেক্ষ হলে ভালো। মাটিকে হতে হবে উর্বর ও জৈবপদার্থে সমৃদ্ধ।

জাত

পশ্চিমবঙ্গে চাষের জন্য দুই প্রকারের পুঁই আছে। একটি হল সবুজ এবং অন্যটি হল লাল। পুঁইয়ের কোনও উন্নতজাতের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জমি নির্বাচন

পুঁই চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের জমি হল পুঁই চাষের জন্য উপযুক্ত। জমি যেন যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও বাতাস পায় সেটা দেখতে হবে। এছাড়াও মাচা ও বাড়ির চালেও পুঁই লাগিয়ে ওঠানো যায়।

জমি তৈরি

চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। আগাছা তুলে ফেলতে হবে। মই দিয়ে উপরিভাগ সমতল করতে হবে। বেড বা কেয়ারি তৈরি করে চাষ করতে হবে। দুটি কেয়ারির মাঝে নিকাশিনালার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এটি ৪৫ সেমি-৬০ সেমি চওড়া হতে হবে।

বীজ বোনা

বীজ থুপি করে বা মাদায় বসাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব রাখতে ১ মিটার। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব থাকবে ৬০ সেমি। কাটিং বসিয়েও চাষ করা যাবে। আবার খাড়া পুঁই এর বেলায় সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি.।

সার প্রয়োগ

শেষ চাষের সময় জমিতে বিঘা প্রতি ১৫ কুইন্টাল জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার হিসেবে আবর্জনা, সার, গোবর এবং খোল ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৪ কেজি হিসেবে মোট দু’বার চাপান সার ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

বর্ষাকাল বাদে অন্য সময়ে পুঁই চাষ করলে সেচ দিতে হবে। বীজ লাগানোর পর চারাগাছ বের হবার পর ১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৩-৪টি সেচ লাগবে।

পরিচর্যা

আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার করতে হবে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল জমি থেকে নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে গাছে ঠেকনা দেওয়ার জন্য খুঁটি পুঁততে হবে। গাছের গোড়ার মাটি খসিয়ে দিতে দিয়ে মাটিকে আলগা করতে হবে। বর্ষাকালে চাষের জন্য গোড়ায় মাটি ধরিয়ে দিতে হবে।

ফসল তোলা

বীজ বসানো বা চারা লাগানোর ৪৫-৬০ দিনের মাথায় পুঁইশাক হিসেবে তোলার উপযুক্ত হয়ে যাবে। ধারালো ছুরি অথবা কাস্তের সাহায্যে লতা কেটে ঝুরিতে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে লতা কাটলে কাণ্ডের পাশ থেকে শাখা ডাল বেশি করে উৎপন্ন হবে। এর ফলে ফলনও বেশি পাওয়া যাবে।

ফলন

বিঘা প্রতি পুঁই লতার গড় ফলন প্রায় ১৫-২০ কুইন্টাল।

রোগ পোকার সমস্যা

পুঁই চাষ মূলত লতার ও পাতার জন্য করা হয়। এর চাষে রোগ-পোকার মারাত্মক সমস্যা দেখা যায় না। কেবল রোগের মধ্যে পাতায় দাগ মাঝে-মধ্যে দেখা যায়। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাভিসটিন প্রতি লিটার জলে গুলে ১ গ্রাম হিসেবে ১০ দিন অন্তর দুবার স্প্রে করতে হবে।

লেটুস

লেটুস হল বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আসা নতুন সবজি। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে এই শাকটির চাষ ও জনপ্রিয়তা দুটোই বাড়ছে। দেশের বড় বড় হোটেল, রিসর্ট ও রেস্টুরেন্টে এই সবজির ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। এর বর্তমান বাজারও আশাব্যঞ্জক।

মূলত পাতা শাক হিসেবে লেটুস খাওয়ার প্রচলন আছে। এটি সহজে হজম করা যায়। কাঁচা অর্থাৎ স্যালাড এবং রান্না করেও লেটুস খাওয়া যায়। লেটুস হল মূলত শীতকালের সবজি।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে পাওয়া যাবে। কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, ফসফরাস ২৮ মিগ্রা, প্রোটিন ২.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫০ মিগ্রা, ফ্যাট বা চর্বি ০.৩ গ্রাম, থায়ামিন ০.৯ মিগ্রা, আঁশ ০.৫ গ্রাম, ভিটামিন-‘এ’ ১৬৫০ মিগ্রা, লোহা ২.৪ মিগ্রা, ভিটামিন-সি ১০ মিগ্রা, রিবোফ্ল্যাবিল ০.১৩ মিগ্রা

জলবায়ু ও মাটি

লেটুস হল মূলত শীত মরশুমের সবজি। এই সময়ের তাপমাত্রা কমপক্ষে ১২-১৫০ সে. হলে এই সবজির চাষ করা যাবে। মাটি ও বাতাসের তাপমাত্রা ৩০০ সে. এর অধিক হলে বীজের অঙ্কুরোদগম হবে না। গরম পড়লে পাতা শুকোতে শুরু করে এবং পাতার স্বাদ তেঁতো হয়ে যায়। তাছাড়া অধিক তাপমাত্রায় গাছে ফুল এসে যাবে। হালকা মাটি হল লেটুস চাষের পক্ষে উপযোগী। মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব পদার্থ মজুত থাকতে হবে। মাটি উর্বর হবে এবং যথেষ্ট জল ধারণ ক্ষমতাও থাকবে। মাটির ক্ষারাম্লমান ৫.৮-৬.৫ হওয়া দরকার।

জমির নির্বাচন

লেটুস খোলামেলা ও উঁচু অবস্থানের জমি পছন্দ করে। জমির মাটির নিকাশি ব্যবস্থাও ভালো থাকতে হবে। জমি যেন যথেষ্ট সূর্যের আলো পায়।

জাত

লেটুসের জাতগুলিকে দুটি প্রকারে ভাগ করা যায়। একটি প্রকারের মাথাগুলি দেখতে বাঁধাকপির মতো গোল। অন্যটির পাতাগুলি হবে মসৃণ ও কোঁচকানো। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, দিল্লি যে জাতগুলি চাষের জন্য সুপারিশ করেছে সেগুলি হল গ্রেট লেকস, স্লোবোল্ট এবং চাইনিজ ইয়েলো। গ্রেট লেকস নামক জাতটির মাথা বাঁধাকপির মতো। অন্য দুটি জাতের গাছ থেকে বারবার পাতা তোলা যায়।

জমি তৈরি

লেটুস চাষের জন্য মাটি ভালোভাবে চাষ দিয়ে তৈরি করতে হবে। মাটিতে হতে হবে সরুদানাবিশিষ্ট। লাঙল দিয়ে চাষের পর মাটি সমতল করে নিতে হবে। সকল ধরনের আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

বীজ বোনা

লেটুসের চারা বীজতলায় তৈরি করতে হবে। এজন্য ১৫ সেমি. উঁচু বীজতলায় বীজ বুনতে হবে। বীজতলার ধার বা কিনারা উঁচু রাখতে হবে। বীজতলার মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করে মাটিকে ঝুরঝুরে রাখতে হবে। বীজতলায় পাতলা করে বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। জৈব সার ও মাটি মিশ্রণের পাতলা স্তর দিয়ে মাটি ঢেকে দিতে হবে। প্রতি বিঘার জমির জন্য প্রায় ৬০-৭০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হবে। এরপর খড় দিয়ে ঢেকে হালকা করে জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

চারা বসানো

সারিতে ৬ সপ্তাহের বয়সের চারা জমিতে বসাতে হবে। সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ২০-২৫ সেমি রাখতে হবে। চারা বসানোর সময় মাটিয়ে রস থাকতে হবে। দরকার হলে চারা বসানোর পর হালকা করে জল প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

শেষ চাষের সময় জমিতে বিঘা প্রতি ১৮-২০ কুইন্টাল জৈব সার অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। বিঘা প্রতি জমির জন্য লাগবে ১৬ কেজি ইউরিয়া, ৪৭ কেজি পটাশ সার মূল সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান দুইভাবে গাছে একমাস ও দুমাস বয়সের সময় চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

সার প্রয়োগে পরেই সেচ দিতে হবে। লেটুসের মাথা বাঁধা শুরু হলেই হালকা সেচ দিতে হবে। জমির জো দেখে তবেই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা

১) আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার রাখতে হবে। ২) চারাকে রোদের হাত থেকে রক্ষা করতে ঢাকা দিতে হবে। ৩) গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। ৪) জমি থেকে জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফলন তোলা

গ্রেট লেক জাতের লেটুসের মাথা জমাট বেঁধে গেলেই জমি থেকে তোলার উপযুক্ত হয়ে যাবে। আবার অন্য জাত দুটির বেলায় পাতা বড় ও নরম থাকা অবস্থায় তুলে ফেলার উপযুক্ত হবে। বার বার তোলা যাবে।

ফলন

প্রথম জাতটির বিঘা প্রতি গড় ফল হল ৮-১০ কুইন্টাল। অন্য জাত দুটির গড় ফল হল ১০-১২ কুইন্টাল।

রোগপোকার সমস্যা

ভাইরাস ঘটিত মোজেক বা সাহেব রোগের কিছুটা উপদ্রব দেখা যায়। এজন্য বাহক পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও ‘ডাউনি মিলডিউ’ নামক রোগটির আক্রমণ এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিরোধের জন্য কপার ঘটিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

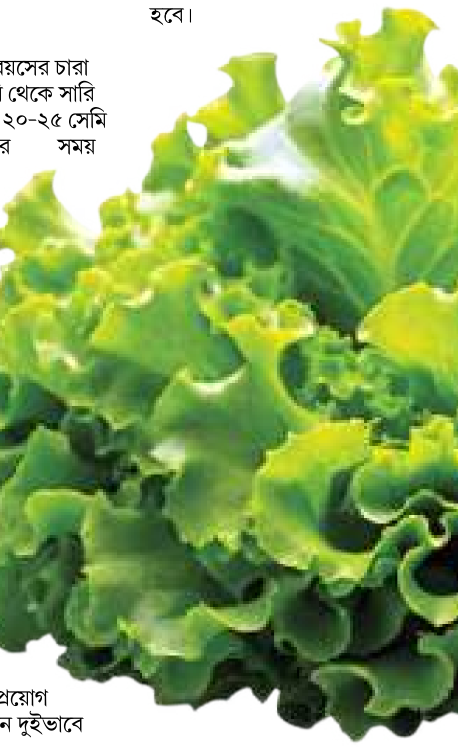

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

বেনেবউ

একবর্ষজীবী শীতকালীন পরজীবী আগাছা। এর পাতা ছোট ঝিল্লির মতো এবং ক্লোরোফিল বিহীন। ফুলের বিন্যাস অনিয়মিত ও নীল বর্ণের। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে শীতের শুরুতে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ মূলের নিঃসরণের প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হয়। আগাছার চারা চোষক মূলের সাহায্যে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের মূলে শক্ত করে প্রোথিত করে এবং ছোট কন্দ তৈরি করে। আগাছার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ করে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের মূল থেকে। ফলে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদে দুর্বল হতে থাকে। ফলন কমে যায়। অকাল মৃত্যুও ঘটে। তামাক, সর্ষে, আলু, বাঁধাকপি, তুলো, ভুট্টা, শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ, টমেটো প্রভৃতি ফসলের ওপর এই আগাছা বাসা বাঁধে।

নিযন্ত্রণ ঃ

১. বেনেবউকে আশ্রয় দেয় না এমন ফসল যেমন গম, যব, পেঁয়াজ, রসুন, পালং ফসল চক্রে ঢোকানো উচিত।

২. ফসলে আগাছা দেখা গেলে ফুল আসার আগে তুলে ফেলা উচিত।

৩. ফাঁদ ফসল চাষ করলে আগাছা বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না।

৪. জৈব আগাছানাশক ফাইটোমাইজা (মাছি) ও ফিউজারিয়াম (ছত্রাক) স্প্রে করা যাবে।

চায়ের সঙ্গে তরমুজ চাষ

খোকন সাহা

চায়ের সঙ্গে তরমুজ খাওয়া যায় না। তবে চায়ের সঙ্গে তরমুজের চাষ করা যায়। শুধু চাষ করাই নয় রীতিমতো বড়সড়ো সাফল্য অর্জন করা সম্ভবও হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ করে তাক লাগিয়ে দিলেন সেখানকার চা বাগান কর্তৃপক্ষ। এই সাফল্যের পিছনে সহায়তা রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অফ ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড অ্যাগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (কোফাম) টেকনিক্যাল অফিসার অমরেন্দ পান্ডের। চা বাগানের ফাঁকা জমিতে এত বড় এলাকা নিয়ে তরমুজ চাষ বিরল। শীতের ৩ মাস চা বাগান বন্ধ থাকে ওই সময়ে শ্রমিকদের কাজ থাকে না। ওই সময়ে বাগানের ফাঁকা জমিতে চাষ করে অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ পেতে পারেন বড় এবং ছোট দুই ধরনের বাগিচা মালিক কর্তৃপক্ষ। এজন্য যে সকল কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ দরকার সবই কোফাম থেকে দেওয়া হবে।

অমরেন্দ বলেন, আমরা ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ পরীক্ষামূলকভাবে করাই। বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ করানোর কারণে এতে বোঝা যায় কোন প্রজাতির চাষ কোন এলাকার মাটি ও জলবায়ুর পক্ষে উপযুক্ত এবং ফলনের পরিমাণ কত। আমরা এখানকার চাষের নামকরণ করেছি ‘তরমুজ পার্টি’।

এই চা বাগানের প্রিন্সিপাল অফিসার সুজয় সেনগুপ্ত বলেন, আমাদের চা বাগান প্রায় ৫০০ একরের। কিছুটা নীচু জমি যেখানে সেখানে ১৩ একরজুড়ে তরমুজের চাষ করা হয়। তরমুজের ৪টি ভ্যারাইটি চাষ করা হয়েছে। একর প্রতি ২৫ হাজার কেজি উৎপাদন হয়েছে। প্রথম লটের তরমুজ তুলে জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি বাজারে পাঠানো হয়েছে। ভালো মার্কেট পাওয়া গিয়েছে। তরমুজ ছাড়াও সুইট কর্ন, খরমুজ, কাকড়ির চাষ করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৯০ জন শ্রমিক এর চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের কর্ম সংস্থান হয়েছে।

আয় বাড়ানোর উদ্যোগ

- জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ
- চা বাগানের ফাঁকা জমিতে এত বড় এলাকা নিয়ে তরমুজ চাষ বিরল
- শীতের ৩ মাস চা বাগান বন্ধ থাকায় ওই সময়ে শ্রমিকদের কাজ থাকে না
- এই সুযোগে শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে বাগানের ফাঁকা জমিতে অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ
- সাফল্য পেতে পারে বড় এবং ছোট দুই ধরনের বাগিচা মালিক কর্তৃপক্ষ
- এজন্য যে সকল কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ দরকার সবই কোফাম থেকে দেওয়া হবে

শখের অফিস বাগান

অপর্ণা গুহ রায়

ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। বহু পুরোনো এই কথাটিই আবার নতুন করে প্রমাণ করেছেন কোচবিহার নিবাসী নিশিথরঞ্জন মিত্র। কত মানুষই না সবুজ ভালোবাসেন। তবে স্থানাভাবে তাঁদের সেই ইচ্ছে পূরণ হয়ে ওঠে না। নিশিথেরও সেই সুপ্ত ইচ্ছে ছিল। স্থানাভাবও ছিল। কিন্তু নিশিথ মোটেও দমে যাননি। বাবার রেলে চাকরির সুবাদে রেল কোয়ার্টারের খানিকটা জায়গায় ফুলের গাছ বাবা-দাদা-দিদির সঙ্গে হাত মিলিয়ে করতেন। সেই থেকেই গাছের নেশা মাথায় ঢুকে যায়। কিন্তু কোয়ার্টারের জায়গার অভাবে ঠিকমতো ইচ্ছেপূরণ করতে পারছিলেন না। পরবর্তীকালে তাঁর নিজের বাড়ি হলেও সেখানেও গাছ লাগানোর মতো পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। তাই টবে গাছ লাগিয়ে মনকে শান্ত করতে হত। বর্তমানে তিনি নিজেও রেলে চাকরি করেন এবং নিউ কোচবিহার চলে আসেন। এখানে এসে প্রচুর জায়গা পেয়ে তাঁর সুপ্ত ইচ্ছা বাস্তবায়নের সুযোগ পান। গত ৭ বছর ধরে নিজ ব্যয়ে ও বন দপ্তরের সহযোগিতায় নিজের অফিস চত্বরে প্রচুর গাছ লাগান। আমলকি, আম, পেয়ারা, কুল, মেহগনি গাছের সঙ্গে সারাবছরই রকমারি ফুলের গাছ খুব আনন্দ সহকারে লাগান নিজের অফিসের কাজের অবসরে। রকমারি গাঁদা ফুল, গোলাপ, রজনীগন্ধা ও শীতের বাহারি ফুলের সম্ভারে ভরে ওঠে তাঁর এই বাগান। তিনি তাঁর বাগানের নাম রেখেছেন রবীন্দ্র উদ্যান। তিনি মনে প্রাণে গাছের সান্নিধ্যে থাকতে ভালোবাসেন।

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি মর্নিং স্টার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী উষসী রায় ২০২৪ সালের মিশন ওয়ান ওয়ার্ল্ড মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় রাজ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে।

নাচে-গানে মাসির বাড়ি যাত্রা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৭ জুন : উৎসবের উন্মাদনা ও উপচে পড়া ভিড়ে শুক্রবার রথযাত্রা পালন করল ধূপগুড়ি। এদিন ইসকন মন্দিরের রথ সহ আরও প্রায় তিন থেকে চারটি ছোট-বড় রথ শহরের রাস্তায় বের হয়। এর মধ্যে রয়েছে নেতাজিপাড়া ও দুই নম্বর ব্রিজ থেকে বেরোনো রথ। নাচ ও গানের মধ্যে দিয়ে রথ ঘোরে শহরে। সেই শোভাযাত্রার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, শহরের প্রতিটি রথযাত্রার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই কোথাও আইসি আবার কোথাও পুলিশলাইন থেকে আসা বাহিনী দায়িত্ব নিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছিল।

শহরের এক বাসিন্দা রূপা সরকার বলেন, 'সকাল থেকেই

প্রতিবেশীরা সকলে মিলে রথযাত্রা শুরুর অপেক্ষায় ছিলাম। বিকাল চারটে নাগাদ রথ শহরে প্রবেশ করেছে। তারপরই মোড়ের মাথায় রথের দড়ি টানতে যাই।' একই মত অপর এক বাসিন্দা হরি অধিকারীরও।

থিমের পরিকল্পনা

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন : প্যারিসের ডিজনিল্যান্ড পার্কের ছোঁয়া এবার জলপাইগুড়িতে। শহর সংলগ্ন পোড়াপাড়া জ্যোতি সংঘ ক্লাবের এবছর দুর্গাপুজোর থিম ডিজনিল্যান্ড। ক্লাবের সম্পাদক সুব্রত রায়ের কথায়, 'জলপাইগুড়ি ও মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের হাতে গড়া ডিজনিল্যান্ড উপহার দেওয়ার পেছনে প্রধান কারণ শিশু থেকে বড় সকলকে এই ধরনের পার্কের আমেজ দেওয়া।'

অন্যদিকে, সুন্দরবনের কুটিরশিল্প থেকে মৌচাক - সবেরই দেখা মিলবে নতুনপাড়া আদি দুর্গাপুজো কমিটির পুজোয়। কমিটির সভাপতি শান্তা চট্টোপাধ্যায় বলেন, '৯৪তম বর্ষে নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছি।' সবমিলিয়ে রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে শহরের বেশ কিছু ক্লাব দুর্গাপুজোর থিম নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করে দিল।

রথযাত্রা, ভক্তসমাগম এবং কিছু মুহূর্ত। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

জলপাইগুড়িজুড়ে জমজমাট রথযাত্রা

দড়ি টানার হিড়িক

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন : সকাল থেকেই শহরবাসীর চোখ ছিল টিভির পর্দায়। সেইসঙ্গে খোঁজ নিচ্ছিলেন রথযাত্রার সময়সূচির। টিভির পর্দায় বেলা সওয়া দুটো নাগাদ দিঘায় রথযাত্রা শুরু হতেই অধিকাংশ বাসিন্দা টিভির পর্দা ছেড়ে রওনা দেন রথযাত্রা দেখতে। এদিন জেলা শহরের ৬টি রথযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

বেলা আড়াইটা নাগাদ শহরের বিভিন্ন মন্দির থেকে সুভদ্রা এবং বলরামকে নিয়ে জগন্নাথের রথযাত্রা শুরু হয়। তার আগে থেকেই গৌড়ীয় মঠ, ইসকন পরিচালিত মদনমোহন মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, দেশবন্ধুপাড়া কালীবাড়ি সহ শহরের অন্যান্য ক্লাব এবং মন্দিরের রথ সাজানোর ব্যস্ততার ছবি চোখে পড়ে। এককথায় শুক্রবার মহাসমারোহে জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে রথযাত্রা পালিত হল।

এদিন সকাল থেকে মেঘ-বৃষ্টি-রোদের লুকোচুরি খেলাকে উপেক্ষা করে বেলা বাড়তেই রথযাত্রায় ভিড় উপচে পড়ে। অন্যদিকে, থানা মোড়ে পুরসভার তরফে দিঘার জগন্নাথ রথযাত্রা এবং অনুষ্ঠানের লাইভ স্ট্রিমিং দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। শতাব্দীপ্রাচীন মদনমোহন মন্দির কমিটি তাদের ঐতিহ্যবাহী

পুরোনো রথের সঙ্গে এবার নতুন রথ নিয়ে পথে নামে। রথযাত্রার আগে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় জেলা এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের। রথের দড়ি টানতে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা উপস্থিত হন।

যাত্রাপথে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ভক্তদের মধ্যে চিনি-কলার সঙ্গে বেলপাতা ও ফুল কিংবা লটকা প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয়। পাটকাটা কলোনির অগ্রণী সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারের রথযাত্রায় সেখানকার এলাকাবাসীর সমাগম ছিল লক্ষণীয়। এদের রথে এখনও কাঠের চাকা দেখা যায়।

গৌড়ীয় মঠ থেকে দুপুর তিনটে নাগাদ সবচেয়ে বড় রথযাত্রা বেরিয়ে দিনবাজার, কদমতলা, ডাঙ্গাপাড়া, পান্ডাপাড়া মোড় হয়ে রথ পৌঁছায় যোগমায়া কালীবাড়িতে। এবার এই রথযাত্রায় ১০ হাজারের বেশি মানুষ শামিল হয়েছিলেন। গৌড়ীয় মঠের মঠ রক্ষক শ্রীপাদ পুণ্ডরীক দাস বলেন, 'স্বয়ং প্রভু জগন্নাথ পথে নামলে মানুষের ঢল নামবে এটাই স্বাভাবিক। প্রতিবছর বেশি সংখ্যায় মানুষ রথযাত্রায় শামিল হচ্ছেন।'

বিকেল ৪টা নাগাদ সূর্যোদয়ের পথে ক্লাবের রথযাত্রা রথখোলা থেকে বেরিয়ে ক্যানাল কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে শেষ হয়। এছাড়া টেম্পল স্ট্রিটের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ও মদনমোহন মন্দিরেও আয়োজিত হয় রথযাত্রা। টেম্পল স্ট্রিট এবং রথখোলায় দুটো পৃথক মেলার আসর বসে। টেম্পল স্ট্রিটে যেমন বেতের রথ, লটকা থেকে শুরু করে ছোট খেলনা এবং পাঁপড়-জিলিপির সম্ভার ছিল, তেমনই রথখোলায় গতানুগতিক দোকানের পাশাপাশি ছিল আধুনিক জয়রাইড। রথযাত্রা কমিটির তরফে হিমাদ্রি সরকার বলেন, 'এবার আমাদের আয়োজন অনেকটা বড়। তাই রথযাত্রার পাশাপাশি আমরা মেলার আয়োজন করেছি। সকাল থেকে রথের দড়ি ছুঁতে এবং মেলায় ঘুরতে প্রায় ৪-৫ হাজার মানুষ এসেছেন।'

টেম্পল স্ট্রিটে রথযাত্রায় আসা কুণাল বিশ্বাস বলেন, 'এই একটা দিন আমার কাছে খুব প্রিয়। জগন্নাথের আশীর্বাদ নিয়ে মেলা ঘুরে ছোটবেলায় খেলনা কিনতাম। এবার বন্ধুদের সঙ্গে এসে রথের দড়ি টানলাম, পাঁপড়-জিলিপি খেলাম। ছোট্ট একটা রথ কিনে বাড়ি ফিরছি। আবার উলটোরথে আসব।'

এদিকে, রথের ভিড় সামলাতে মোতায়েন পুলিশবাহিনী কার্যত হিমসিম খেল যানজট রুখতে। সবমিলিয়ে বয়স্ক মানুষের পাশাপাশি উঠতি প্রজন্মের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বাধা কাটিয়ে অবশেষে মেলা মালবাজারে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৭ জুন : বিতর্ক আদৌ পিছু ছেড়েছে কি না সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবু তার মধ্যেই শহরের রথবাড়িতে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। রথের দড়িতে টান দেওয়ার আগে ভক্তদের চিনি-কলা দেওয়ার হিড়িক পড়ে। স্থানীয় সূত্রধর পরিবারের মধু সূত্রধর, মিঠুন সূত্রধরদের তত্ত্বাবধানে ওই পুজোর ব্যবস্থা ছিল। রথটি মালবাজার শহরে জাতীয় সড়ক এবং উত্তর কলোনি ঘুরে কলোনি ময়দানে শেষ হয়।

রথের মেলায় এবার দোকানের সংখ্যা ৩০০-র বেশি। বিক্রি হচ্ছে জিলিপি, খেলনা, ঘর সাজানোর সামগ্রী ইত্যাদি। উলটো রথের পরেও কিছুদিন চলবে এই মেলা। নাগরদোলা, ব্রেক ডান্স, নৌকা এবং টয়ট্রেন সবই আছে মেলায়। মেলা কমিটির দেবাশিস রায় বলেন, 'এবছর সব বাধা কাটিয়ে অবশেষে মেলা বসেছে। মাল পুরসভা সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।'

রথবাড়িতে জগন্নাথ দেবের পুজো দেখতে উপস্থিত ছিলেন মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি, কাউন্সিলার পুলিন গোলদার, অজয় লোহার, সুরজিৎ দেবনাথ, মণিকা সাহা প্রমুখ। চার

নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার সুশান্ত সাহা বললেন, 'আমার ওয়ার্ড থেকে রথযাত্রার সূচনা হয়েছে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে হাজির ছিলাম।' রথযাত্রায় পুলিশি নিরাপত্তা ছিল আঁটোসাঁটো। মেটেলি ব্লকের ক্ষুদিরামপল্লি থেকেও রথ বেরোয়। রথটি শহরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে মাসির বাড়িতে আসে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	১

হঠাৎই বদল কমিটিতে

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৭ জুন : একাধিক প্রতিকূলতা পেরিয়ে কলোনি ময়দানে রথের মেলা হচ্ছে বটে, কিন্তু বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না। এই রথের মেলা উপলক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল কমিটি। অভিযোগ, কাউন্সিলারদের না জানিয়েই হঠাৎই সেই কমিটিতে বদল আনা হয়েছে। এমনকি যে ওয়ার্ডে মেলা হচ্ছে সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকেও কমিটিতে রাখা হয়নি। রাখা হয়নি রথবাড়ির কাউন্সিলারকেও।

কলোনি ময়দান ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রুমা দাস দে বললেন, 'সবচাইতে অবাক লাগছে আমার ওয়ার্ডে এই মেলা হচ্ছে। আমাদের ওয়ার্ডের কেউ নেই এই কমিটিতে। আমাকে মেলায় যাওয়ার জন্য বলাও হয়নি।'

কমিটি বদলের কথা জানেন না ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সরিতা গিরিও। তাঁর কথায়, 'এখন পুরসভা চলছে তিন-চারজনের সিদ্ধান্তের উপর। আমাদের মেলার বৈঠকে ডাকা হয়নি। এর চাইতে দুঃখজনক বিষয় হতে পারে না। কমিটি পরিবর্তন করার কথাও বলা হয়নি।' একই কথা জানিয়েছেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মঞ্জু দেবী মোর থেকে শুরু করে কাউন্সিলার মিলন ছেত্রী, সুরজিৎ দেবনাথরাও।

রথবাড়ি এলাকার কাউন্সিলার সুশান্ত সাহা প্রথমে ওই কমিটির কনভেনার ছিলেন। কিন্তু গতকাল রাতের গোপন বৈঠকের পর তাঁকেও সেই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে তিনি জানান।

বিষয়টি নিয়ে মাল শহরের বিরোধী শিবির কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপি টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহার প্রশ্ন, কমিটি ভেঙে কমিটি তৈরি করা প্রয়োজন ছিল কি? তিনি বলেন, 'মালবাজারবাসী হিসেবে রথ সুষ্ঠুভাবে হোক এটাই চাই। কিন্তু মেলা শেষে মেলার আয়-ব্যয়ের হিসেব জনসমক্ষে জানানো উচিত।' রথ নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ করার দাবি তুলেছেন সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তও।

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকেই দায়ী করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, রথের মেলা মাল শহরের আবেগ এবং এর সঙ্গে যুক্ত শহরের রাজস্বের একটি বড় অংশ। তাই এই বিষয়টিতে সকলকে একত্রিত করা প্রয়োজন ছিল।

বিষয়টি নিয়ে পুরসভার তরফে কোনও বক্তব্য দেওয়া হয়নি। তবে তৃণমূলের টাউন সভাপতি অমিত দে বলেন, 'আমিও বৈঠকের বিষয় এবং কমিটির বিষয়ে কিছু জানি না। জনপ্রতিনিধিদের প্রশ্ন করেছিলাম। বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধিই কিছু জানেন না।'

ধূপগুড়িতে যেন পুজোর মেজাজ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৭ জুন : এবছর দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট এমনিতেই কিছুটা এগিয়েছে। তার ওপর শুক্রবার রথযাত্রার দিন শহরে দুটি বড় বাজেটের পুজোর বাদ্যি বেজে গেল খুঁটিপুজোর মাধ্যমে। ফলে শহরজুড়ে উৎসবের আনন্দ কিছুটা হলেও ছড়িয়ে পড়ল। এদিন সবচেয়ে বড় চমক ছিল এসটিএস ক্লাবের ৫৫তম শ্যামাপুজোর খুঁটিপুজোর অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যমেলা এবং রক্তদান শিবিরও আয়োজিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বলকর। অন্যদিকে শহরের আরেক প্রান্তে ৫৭তম দুর্গোৎসবের জন্য সাড়ম্বরে খুঁটিপুজো সারেন দক্ষিণায়ন ক্লাবের সদস্যরা।

এসটিএস ক্লাবের সম্পাদক রাজেশকুমার সিং এনিয়ে বলেন, 'শ্যামাপুজো ধূপগুড়ির মানুষের আবেগ এবং ঐতিহ্য। আমরা সারাবছর এই উৎসবকে আঁকড়ে বাঁচি। আজ থেকেই কার্যত আমাদের উৎসব শুরু হয়ে গেল।'

অন্যদিকে দক্ষিণায়ন ক্লাবের সহ সভাপতি সুবোধ দাস বলেন, 'সুবিশাল পুজোমণ্ডপ এবার আমাদের বিশেষ আকর্ষণ।' পাড়ায় পাড়ায় খুদেরা রথও টেনেছে। এদিন ধূপগুড়ি মায়ের থানেও পুজো দেওয়ার ভিড় চোখে পড়ে।

ব্যবসা ছেড়ে লটকা নিয়ে মেলায়

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন : শুক্রবার সকাল থেকে আবহাওয়া বেশ সায় দেওয়ায় টেম্পল স্ট্রিট

সহ বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেল, অনেকেই নিজের ব্যবসা ছেড়ে একটু লাভের আশায় লটকা নিয়ে বসেছিলেন।

প্রতিবছরই রথযাত্রার দিন লটকা নিয়ে বসেন সুবোধ পাল। আদতে কেটারিংয়ের কাজ করা সুবোধ বললেন, 'এবছর লটকার দাম ১২০-১৫০ টাকা কেজির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। বিক্রিও বেশ ভালো।' অন্যদিকে সবজি বিক্রেতা তাপস রায়ও বসেছিলেন লটকা নিয়ে। তাঁর কথায়, 'জগন্নাথের কৃপায় লাভ বেশ ভালো হয়েছে। উলটো রথে আবহাওয়া ভালো হলে আরও কিছু লক্ষ্মীলাভ হবে বলে আশা।'

প্রবীণা বিমলা চক্রবর্তীর কথায়, 'মায়ের কাছে শুনেছিলাম রথে এলে লটকা খেতে হয়। তাই তো পুজো দিয়ে আগে একটা লটকা মুখে পুড়ে নিলাম। খুব মিস করি দিনগুলো। মেলা ঘুরে ৪ আনা, ৮ আনার লটকা কিনে দিত মা। তখন সেটাই স্বর্গ।'

'হিন্দুত্বের প্রতিযোগিতা'

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৭ জুন : এবার রথের দড়ি নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে রীতিমতো টানাটানির চিত্র চোখে পড়ল ময়নাগুড়ি শহরে। রথ বের হওয়ার পর তার রাশ কোন দলের হাতে থাকবে, সেই নিয়ে কার্যত হুড়োহুড়ি পড়ে যায় দুই দলের নেতাদের মধ্যে। নেতাদের ভিড়ে

ময়নাগুড়ি

কিছু সময়ের জন্য সাধারণ মানুষজন রথের দড়ি টানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। যদিও শুক্রবার শেষপর্যন্ত কোনওরকম অশান্তি ছাড়াই রথযাত্রা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ময়নাগুড়ি শহরে।

সকালে ময়নাগুড়ি আনন্দনগর লালবাবা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শহর পরিক্রমার জন্য রথ বের হয়। যাত্রা শুরুর সময় ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, থানার আইসি সুবল ঘোষ, পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। রাস্তায় রথ বের হতেই তার রাশ কার্যত চলে যায় তৃণমূল নেতাদের হাতে। তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা যুব সভাপতি রামমোহন রায় থেকে শুরু করে

টাউন ব্লক সভাপতি গোবিন্দ পাল, ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি মনোজ রায়ের মতো নেতারা ছিলেন সেখানে। শাসকদলের বড় নেতাদের পাশাপাশি দেখা গিয়েছে অন্য নেতাদেরও। ভিড়ের চাপে তখন সংঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা পেছনের সারিতে। এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে রথ ময়নাগুড়ি বিবেকানন্দপল্লি এলাকায় যাওয়ার পর ময়নাগুড়ির বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা কৌশিক রায় শোভাযাত্রায় শামিল হন। সেসময় অবশ্য কোনও তৃণমূল নেতা রথের শোভাযাত্রায় ছিলেন না। কৌশিক বলেন, 'রথ সবার। শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে ভালো লাগছে।'

অন্যদিকে ময়নাগুড়ি টাউন তৃণমূলের সভাপতি গোবিন্দ পাল বলেন, 'রথযাত্রার উৎসবে শামিল হওয়ার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

শহর পরিক্রমার পর রথ বিকেলে ময়নাগুড়ি লালবাবা মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছায়। বিকেল থেকে সেখানে মেলা শুরু হয়। ময়নাগুড়ি রথ উদযাপন কমিটির কর্তা বাদল সরকার বলেন, 'মেলায় ব্যাপক ভিড় হয়েছে। নির্বিঘ্নে মেলা পরিচালিত হয়েছে।' আগামী কয়েকদিন রথ ময়নামাতা কালীবাড়িতে রাখা হবে।

রংদার রোববার

ছাতা

সেই কবে কোন কালে ভরসা হয়ে আমাদের মাথায় তার উদয়। তারপর থেকে জীবন তাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। বর্ষায় তো বটেই, প্রখর গরমে বা স্রেফ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে সে আমাদের সঙ্গী। নামভারে সে আমাদের জীবনের অন্যতম অবলম্বনও। এবারের প্রচ্ছদে ছাতা।

প্রচ্ছদ কাহিনী সন্দীপন নন্দী, শুভ্রদীপ রায় ও দেবদত্তা বিশ্বাস

গল্প কিংবা গল্প নয় পিসি সরকার (জুনিয়ার)

ট্রাভেল ব্লগ দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

কবিতাগুচ্ছ শিশির রায়নাথ

কবিতা স্নেহাংশু বিকাশ দাস, পরাগ মিত্র, সুরভি চট্টোপাধ্যায়, অদীপ ঘোষ ও পাপিয়া মিত্র

ভিড়ের মাঝে মধ্যমণি জিলিপি

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন : রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শুক্রবার ভক্তদের আবেগ ছিল চোখে পড়ার মতো। মানুষের ভিড়, ধূপ-ফুলের গন্ধের মাঝে একটি মিষ্টি গন্ধ পরিবেশকে আরও আকৃষ্ট করেছে। আর সেটি হল জিলিপির। টেম্পল স্ট্রিটের মেলা সহ একাধিক মেলায় আড়াই প্যাঁচ, তিন প্যাঁচ সহ হরেক স্বাদের গরম জিলিপিকে কেন্দ্র করে মিষ্টিপ্রিয় বাঙালির আবেগ না দেখলেই নয়।

ছেলেকে নিয়ে টেম্পল স্ট্রিটের রথের মেলায় পুজো সেরে ফিরছিলেন উর্মি দাস। ছোটবেলার স্মৃতি ভাগ করে বললেন, 'মায়ের হাত ধরে প্রতিবছর আসতাম এই মেলায়। খেলনা কিনে দেওয়ার সঙ্গে মা জিলিপি কিনে দিত

জিলিপি বিক্রি। যোগমায়া কালীবাড়ির সামনে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

> এটা তো আমাদের শহরের ঐতিহ্য। জিলিপির দোকানে ভিড় সামলাতে আলাদা করে নিরাপত্তারক্ষী দিলে মন্দ হত না।
>
> **গোপাল ঘোষ,** *বিক্রেতা*

গোপালদাদুর দোকান থেকে। আজ নিজের ছেলেকে নিয়ে এসে ওকেও খেলনা কিনে দিলাম। সঙ্গে জিলিপি খাওয়ালাম। জিলিপির স্বাদ সেই আগের মতোই আছে।'

টেম্পল স্ট্রিট এলাকায় ছোট কাঠ-বেতের রথ, বাসন, খেলনা, টবের দোকানে মানুষের আনাগোনা থাকলেও মধ্যমণি যেন সেই জিলিপির দোকান। বিক্রেতা বাপি দাস জিলিপি ভাজতে ভাজতে বললেন, 'এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০-৩৫ কেজি বিক্রি হয়েছে। সারা বছর যে দামে বিক্রি করা হয় আজও সেই ১০০-১২০ টাকা কেজিতে বিক্রি করছি।'

অন্যদিকে, বর্ষীয়ান গোপাল ঘোষ বিগত ৫০ বছর ধরে রথের মেলায় জিলিপি বিক্রি করছেন। তাঁর কথায়, 'এটা তো আমাদের শহরের ঐতিহ্য।' রসিকতা করে বললেন, 'জিলিপির দোকানে ভিড় সামলাতে আলাদা করে নিরাপত্তারক্ষী দিলে মন্দ হত না।' দোকানের সামনে জিলিপি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বর্ষীয়ান প্রভাত রায়। বললেন, 'যতই মিষ্টি খাই না কেন, রথে কালীবাড়ির সামনের জিলিপির মাধুর্যই আলাদা। এটা মিস করা যাবে না।'

কেরলে বহুতল ধসে মৃত ৩ শ্রমিক

দুর্ঘটনার সময় ভবনের ভিতরে প্রায় ১২ জন শ্রমিক ঘুমিয়ে ছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই মালদার বাসিন্দা।

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৭ জুন : শোকস্তব্ধ মালদার বৈষ্ণবনগর। কোরবানির ইদের পরই কাজের সন্ধানে কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক কেরলের পথে রওনা হয়েছিলেন। শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ সেখানকার কোডাকরায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিক প্রাণ হারান। নিহতরা হলেন পার দেওনাপুর-শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়েদ হাজিপাড়ার রবিউল শেখ (১৯), রবিউল ইসলাম (২১) ও কুম্ভিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোদনটোলার আলিম শেখ (৩০)।

এদিন সকালে কোডাকরার একটি পুরোনো বহুতল ভবন আচমকাই ধসে পড়ে। পরিযায়ী শ্রমিকরা ওই ভবনে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া থাকতেন। দুর্ঘটনার সময় ভবনের ভিতরে প্রায় ১২ জন শ্রমিক ঘুমিয়ে ছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। দমকল ও পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালায়। ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে ত্রিশূর জেলার কালেক্টর অর্জুন পান্ডিয়ান জানিয়েছেন।

পার দেওনাপুরের জয়েদ হাজিপাড়ায় গিয়ে দেখা যায়, রবিউলের মায়ের কান্না থামছেই না। বাবা ফিরোজ আলি বারবার বলছিলেন, 'ছেলেটা তো বলেছিল, কয়েকদিন কাজ করে ফিরে আসবে। কে জানত এমনটা হবে!' প্রতিবেশীরা জানান, পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। আরেক রবিউলের বাবা আবদুল মান্নান শেখ বলছিলেন, 'গরিব হওয়াটাই আমাদের একমাত্র অপরাধ।' বলতে বলতেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আত্মীয়রা তাঁকে ধরে ফেলে কোনওমতে সরিয়ে নিয়ে যান। কুম্ভিরার গোদনটোলায় আলিম শেখের বাড়িতে ভিড় জমেছিল। তাঁর স্ত্রী হুসনে আরা বারবার কান্না চেপে বলে চলেছিলেন, 'স্বামী আমাদের ফেলে রেখে চলে গেলেন। এখন আমাদের কী হবে?'

কেরলের কোডাকরা থেকে ফোনে কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের মুর্শেদ আলি বললেন, 'বাড়িটি বহু পুরোনো ও জরাজীর্ণ ছিল। বারবার সংস্কারের আবেদন জানানো হলেও কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই অবহেলাই তিনটি তাজা প্রাণ কেড়ে নিল।' স্থানীয় সমাজসেবী আলিম শেখের বক্তব্য, 'কাজের খোঁজে বাইরে গিয়ে এভাবে মৃত্যু কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

ওই তরুণদের মৃতদেহ দ্রুত ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে বলে স্থানীয়রা দাবি জানিয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের আবাসনে নজরদারি আরও বৃদ্ধির দাবি জোরালো হয়েছে।

মাকনাকে নিয়ে মাথাব্যথা

নাগরাকাটা, ২৭ জুন : লুকসানে বন দপ্তরকে এখন ঘোল খাওয়াচ্ছে একটি দলছুট মাকনা। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় হাতিটি ওই এলাকায় ঢুকে পড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র। ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা ঘুটঘুটে অন্ধকারে সেটির পেছনে ছোটাছুটি করছেন। তবুও বাগে আনতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে তাঁদের। রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'হাতিটি একটি পালের। মাঝে মাঝেই আলাদা হয়ে লোকালয়ে ঢুকছে। আমাদের নজরদারি অব্যাহত আছে।' ঘন সুপারি বাগানের ভেতর মাকনাটি ঢুকে পড়ছে। ফলে রাতেরবেলা খুঁজে বের করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওই হাতিটি লুকসানের ভুট্টাবাড়ি বস্তিতে হামলাও চালায়।

এদিকে ওই মাকনাটি যে পালের তাতে একাধিক শাবক সহ ৪০টি হাতি রয়েছে। সেগুলি ডায়নার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রাসমোড় চা বাগানের ৪ নম্বর গেট লাগোয়া এলাকায় থাকছে। সেখানে ঘাস থাকায় তাই সাবাড় করছে রাত পর্যন্ত। নজরদারি চালানো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বনকর্মীদের কাছে।

শিলিগুড়ির ডাকাতি কাণ্ড

দিল্লিতে গা-ঢাকা, পুলিশের 'নাগালে' রাহুল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : দিনদুপুরে হিলকার্ট রোডে ঘটে যাওয়া দুঃসাহসিক ডাকাতির পর সমাজমাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই ছবিতে এক মহিলার সঙ্গে দুই তরুণ ছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই দুই তরুণের কোড নেম 'বাবা' ও 'রাহুল'। ওই মহিলা নয়, এই দুই দুষ্কৃতী যে অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল, সেই তথ্যও তদন্তকারীদের হাতে আসে। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, দিল্লিতে যাওয়া পুলিশের বিশেষ দলের নাগালে চলে এসেছে রাহুল। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে মাথা ন্যাড়া করলেও, রাহুলের পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। যদিও নিরাপত্তা ও তদন্তের স্বার্থে এখনই ব্যাপারটা খোলসা করতে চাইছেন না পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং শুধু বলছেন, 'গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

হিলকার্ট রোডে সোনার দোকানে ডাকাতির পরিকল্পনা মহম্মদ এহেসানের থাকলেও, গত রবিবারের ঘটনায় প্রথম সারির নেতৃত্বে ছিল রাহুল। পরিকল্পনাতেও রাহুলের ভূমিকা ছিল অনেকটা। তদন্তে এমন কিছু তথ্য আসায় রাহুলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাথা মনে করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মহম্মদ এহেসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, ২২ তারিখ ঘটনা ঘটানোর আগে প্রধান রাস্তা এড়ানোর জন্য সংলগ্ন গলিতে দু'দিন ট্রায়াল চলেছে। চলতি মাসের ৫ ও ১৮ তারিখ হওয়া সেই ট্রায়ালে রাহুলই নেতৃত্ব দিয়েছিল। শুধু রুট হিসেবে ট্রায়ালই নয়, ওই দু'দিন টার্গেট করা ওই সোনার দোকানেও ঢুকেছিল ওই দুষ্কৃতী। সেখানে ঢুকে সোনার দাম জিজ্ঞাসা করেছিল। দোকানে কর্মীদের অজান্তেই দু'দিন রেকি করে বেরিয়ে গিয়েছিল। অপরাধীর প্রোফাইল পরীক্ষা করার পাশাপাশি গ্রেপ্তার হওয়া দুষ্কৃতীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা কার্যত একমত, বিহারের এই দুষ্কৃতী অত্যন্ত 'হাইপ্রোফাইল'।

এদিকে, রবিবার ঘটনার দিন 'বাবা'-র কাছে একধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ছিল। দোকানের ভেতরে ঢোকার পর আশপাশের অবস্থা দেখে ওই দুষ্কৃতী বুকের কাছে থাকা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস টিপে দিয়েছিল। বাইরে থাকা সাফিক খান, মহম্মদ সামসাদদের যা সংকেত পাঠিয়েছিল। বাবার খোঁজও করছে পুলিশ। তদন্তে অ্যাপটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাপটিকে নিয়ে তদন্ত করা সাইবার ক্রাইম থানার এক কর্তার কথায়, অ্যাপটিকে হোয়াটসঅ্যাপের ডুপ্লিকেট বললে ভুল হবে না। হোয়াটসঅ্যাপের মতন সেখানে চ্যাটিং সিস্টেমের পাশাপাশি কল সিস্টেমও রয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের মতোই সেই সিস্টেম দিয়ে কল করে ওরা কথা বলত। তবে ওই অ্যাপে কোনও ডেটা সেভ থাকে না।

অন্যদিকে, মহম্মদ সামসাদ ও সাফিক খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে

পুলিশ জানতে পেরেছে, তাদের টার্গেট মূলত বছরে দশ লক্ষ টাকা। মহম্মদ এহেসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, সে ব্যাপারে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে। তিনজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, মহম্মদ এহেসান রাজস্থান থেকে ভাড়া করা সাফিক খানের সঙ্গে দশ লক্ষ টাকার চুক্তি করেছিল। বিহারের মহম্মদ সামসাদের সঙ্গে পাঁচ লক্ষ টাকার চুক্তি করেছিল। এদিকে, পুলিশের অনুমান ঘটনায় জড়িত বাকি সদস্যদের অধিকাংশই নেপালে পালিয়ে গিয়েছে। যা চাপ বাড়িয়েছে পুলিশের অন্দরে। এই অবস্থায় সোনা কতটা পুনরুদ্ধার করা যাবে, তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে।

ওড়িশায় মুক্ত মালদার শ্রমিক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ জুন : গত বুধবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ২০ জন শ্রমিককে ওড়িশার কটক জেলার মাহঙ্গা এবং চৌদার থানায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছিল। শুক্রবার সকালে চৌদার থানায় আটক হরিশ্চন্দ্রপুর তালগাছি এলাকার বাসিন্দা শরিফ উদ্দিন নামে এক পরিযায়ী শ্রমিককে ছেড়ে দেওয়া হল। ওই শ্রমিকদের পরিবারের লোকেরা হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। তারপর রাজ্য এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ওড়িশার সংশ্লিষ্ট পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপরই এদিন একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মাহঙ্গা থানা থেকেও শুক্রবার রাতের মধ্যে বাকি ১৯ জন আটক শ্রমিককেও ছেড়ে দেওয়া হবে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'ওড়িশার পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। আটক শ্রমিকদের আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করা হয়েছে। ওঁরা যে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা সে সম্পর্কে নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করছি রাতের মধ্যেই সবাই ছাড়া পেয়ে যাবেন।'

বাস উলটে মৃত ২

বীরপাড়া, ২৭ জুন : শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বীরপাড়া চৌপথির কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বাস উলটে মৃত্যু হল দুজনের। আহত হয়েছেন ১৪ জন। বাসটি বীরপাড়া থেকে জটেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। বীরপাড়া চা বাগানের কারখানার কাছে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় বাসটি। বাসের ধাক্কায় একটি টোটোও উলটে যায়। আহতদের বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিনয় দাস (৪০) এবং নীলকমল দত্ত (৪৩) নামে দুজনকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। জখম ১৪ জনের মধ্যে রয়েছেন দুই মোটরবাইকচালক এবং আরোহীরাও। তাঁদের মধ্যে ৫ জন বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জটেশ্বরের বাসিন্দা বিনয় ওই বাসেরই কনডাক্টর ছিলেন। আর নবনগরের বাসিন্দা নীলকমলও জয়গাঁ রুটের একটি বাসের কনডাক্টর ছিলেন। এদিন ডিউটি শেষে ওই বাসে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন নীলকমল।

মোটরবাইকের সঙ্গে কীভাবে বাসের সংঘর্ষ হয়, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। স্থানীয়দের একটি অংশ বলছে, একটি টোটোর চালক জাতীয় সড়ক থেকে গলিপথে ঢোকার সিগন্যাল দেন। তারপর হঠাৎ নিজেই সিগন্যাল ভঙ্গ করে জাতীয় সড়কের মাঝখানে এসে পড়েন। হকচকিয়ে বাঁদিকে বাসটিকে সরানোর চেষ্টা করেন বাসচালক। বিপরীত দিকে আসা মোটরবাইকটি তীব্র বেগে ধাক্কা মারে বাসে।

রথের শোভাযাত্রায় মেজাজ হারাল হাতি। তেড়ে গেল পুণ্যার্থীদের দিকে। আহমেদাবাদে শুক্রবার।

অবৈধ নির্মাণ

প্রথম পাতার পর

অথচ সেই সমস্ত রেস্তোরাঁকেই পুরসভা ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছে। সেই সমস্ত রুফটপ রেস্তোরাঁয় দুর্ঘটনা ঘটলে পুরসভাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।

এই সার্বিক বিষয়গুলো উঠে আসতেই পুর কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসেছে। এই বিষয়টি নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। অন্যদিকে, অনেকেই বাড়ির গ্যারাজকে দোকান বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছেন। যেটাও সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত। বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা জায়গার জন্য একদিকে যেমন অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন, একইভাবে ওই জায়গার জন্য পুরসভার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক হারে পুরকর নেওয়ার কথা। কিছু ক্ষেত্রে বাড়ির সঙ্গে একই ছাদের নীচে দোকান থাকায় পুর কর্তৃপক্ষ সঠিক হারে কর পাচ্ছে না। এর ফলে পুরসভা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এই অনিয়মের ওপর নজরদারির জন্য ইঞ্জিনিয়ার সহ একটি কমিটি তৈরি হবে। যারা ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের সঙ্গে কথা বলে কোন এলাকায় বেআইনি নির্মাণ রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করবে। তার পরেই ওই তালিকা অনুযায়ী কমিটির সদস্যরা বেআইনি নির্মাণগুলো পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।

ক্ষুব্ধ বিধায়ক

বেলাকোবা, ২৭ জুন : শুক্রবার তিস্তা ব্যারেজের সেতু সংস্কারের কাজ দেখতে যান রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। তিনি আবার গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যানও বটে। কাজের গতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। বলেন, 'মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। অথচ কাজের গতি একেবারেই সন্তোষজনক নয়। কথা ছিল ৩০ জুনের মধ্যে সংস্কারকাজ সম্পন্ন হবে। কিন্তু তার কোনও সম্ভাবনা নেই। এলাকার মানুষ ও পর্যটকদের স্বার্থে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে সেতুর কাজ সম্পন্ন করে খুলে দিতে হবে।'

আরও ৬ মাস

প্রথম পাতার পর

কর্মচারী সংগঠনের হিসাব ও আদালতে সরকারের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতার পুরো বকেয়া মেটাতে হলে রাজ্য সরকারের খরচ হবে ৪১৭৭০ কোটি টাকা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই বকেয়ার ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হলে ১০ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি খরচ হবে। জুন মাসে তিন দফায় রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা নেওয়ায় জল্পনা ছড়িয়েছিল যে, ডিএ দেওয়ার জন্যই ওই পদক্ষেপ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও সেই পথে হাঁটল না নবান্ন।

বরং সুপ্রিম কোর্টে শুক্রবার রাজ্য যে আবেদন করেছে, তাতে ডিএ কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কোষাগারে অর্থের অভাবের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার উল্লেখও করা হয়েছে ওই আবেদনে। জানানো হয়েছে, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ কেন্দ্র দিচ্ছে না। অন্য রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি আলাদা। তাই এখানকার পরিকাঠামো মেনেই ডিএ দেওয়া উচিত। তাছাড়া গত বাজেটে বকেয়া ডিএ'র জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা হয়নি।

যদিও আইনজীবী শামিমের যুক্তি, ডিএ বেতনের অংশ। কর্মীদের ডিএ থেকে বঞ্চিত করার অর্থ বেতন কমিয়ে দেওয়া। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সভাপতি দেবাশিস শীলের মতে, 'এটা রাজ্য সরকারের ঘৃণ্য কৌশল।'

নতুন এসডিও

কিশনগঞ্জ, ২৭ জুন : কিশনগঞ্জের নতুন মহকুমা শাসক হিসেবে অনিকেত কুমার শুক্রবার কাজ শুরু করলেন। এর আগে তিনি আরারিয়া জেলার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক পদে ছিলেন। সদ্য প্রাক্তন মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান আনসারি পাটনায় বদলি হয়েছেন।

গন্ডারের হামলায় মৃত্যু

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৭ জুন : জলদাপাড়া বনাঞ্চলে ফের গন্ডারের হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। এবারও জঙ্গলের ভেতরে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে গন্ডারের মুখে পড়লেন দুই মহিলা। দুজনেরই বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের লছমনডাবরি গ্রামে। গন্ডারের হামলায় ফুলবালা বর্মন (৫৫) নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়। তাঁর সঙ্গে থাকা দিনোবালা বর্মন নামে আরেক মহিলা গুরুতর জখম হয়েছেন। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ময়রাডাঙ্গা বিটের জঙ্গলে। মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত কমাতে বন দপ্তর লাগাতার সচেতনতামূলক প্রচার চালালেও তাতে যে কাজ হচ্ছে না এই ঘটনা ফের তা প্রমাণ করল।

এদিনের ঘটনাটি ঘটেছে একেবারেই জঙ্গলের ভেতরে। তাই ঘটনা নিয়ে বন দপ্তর এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে চাইছে না। জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ানের কথায়, 'আমরাও খবর পেয়েছি। তবে কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে, কে মেরেছে সেটা আমরা এখনই কিছু বলতে পারব না। যে মহিলা জখম, তাঁর সঙ্গে কথা বলা হবে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' জলদাপাড়া পশ্চিমের রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তীও একই কথা বলছেন। রেঞ্জ অফিসারের কথায়, 'এখনই কিছু বলতে পারছি না। তদন্ত করা হচ্ছে।'

তবে লছমনডাবরি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল বর্মন স্বীকার করে নিয়েছেন যে, গন্ডারের হামলাতেই একজনের মৃত্যু হয় ও আরেকজন জখম হন। গোপালের বক্তব্য, 'বাড়িতে জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন পড়ায় দুই মহিলা এদিন জঙ্গলের ভেতরে যান। সেখানে দুজনই গন্ডারের দলের সামনে পড়ে যান। তখন গন্ডারগুলি অতর্কিতে হামলা চালায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে ফুলবালা বর্মনের মৃত্যু হয়।' প্রথমে দুজনকেই ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, গন্ডারের হানায় দুজনেরই কোমরে চোট লাগে। পরে জখম মহিলাকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, জঙ্গলের ভেতরে এরকমভাবে বন্যপ্রাণীর আঘাতে মানুষের মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম নেই। কারণ, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশ করাই আইনত অপরাধ। তারমধ্যে এখন বর্ষাকাল। এই সময় তিন মাস এমনিতেই জঙ্গলে প্রবেশ বন্ধ থাকে। তা সত্ত্বেও কীভাবে ওই দুই মহিলা এদিন জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় ও বন দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন ফুলবালারা যখন জঙ্গলের ভেতরে ঢোকেন তখন একসঙ্গে চারটি গন্ডার ছিল। সেই গন্ডারগুলির মধ্যে সঙ্গিনী দখলের লড়াই চলছিল। একেবারে সেই দলটির সামনে পড়ে যান দুজন। ওই দুজনকে আক্রমণ করার পর গন্ডারগুলি জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে পড়ে। জখম মহিলার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। তাঁরাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ডুবে মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

অমৃত হেলাপাকড়ি পিইউআর উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। কমলেশ স্থানীয় বৈরাগীপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। ছেলের মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না অমৃতের মা মনা রায়। এদিন কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না মনা। অমৃতের বাবা ধীরেন রায় কেরলে শ্রমিকের কাজ করেন। মৃত কমলেশের বাবা মলয় রায় বলেন, 'ছেলে সাঁতার জানত না। কখন নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল বাড়ির কেউই জানে না।'

এদিকে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পাওয়া নয়নের বক্তব্য, 'নদীর মাঝে এত বড় গর্ত বোঝার উপায় ছিল না। আর কিছুক্ষণ গর্তের ভেতর আটকে থাকলে আমারও প্রাণ চলে যেত।'

জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করেছে। শনিবার মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

খুঁত খোঁজার প্যাঁচপয়জার

প্রথম পাতার পর

অতএব যে যেমন পারো, প্রশাসন হয়ে যাও।

প্রসাদ প্রকল্প লিখেছি। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন- সরকারি প্রকল্প। যেন আরেকটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কিংবা স্বাস্থ্যসাথী বা কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি সাথী বা শ্রী যুক্ত সরকারি খয়রাতি। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি-কথাটা চালু ছিল কংগ্রেস ও বাম শাসনেও। কংগ্রেস আমলে নেতাদের সিগারেটের খাপে লেখা সুপারিশে চাকরি হয়ে যেত। সেই পাইয়ে দেওয়াটা এখন ভাতা নাও টাকা দাও। অনুচ্চারিত স্লোগানটা সামান্য বদলে বলা যায়- প্রসাদ নাও, ভোট দাও।

প্রশ্ন করলে কি অন্যায় হবে যে, প্রসাদ বিলি কি সরকারের কাজ হতে পারে? প্রসাদ তো দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত খাদ্য। দেবতা গ্রহণ করার পর যেটুকু থাকে, তা ঈশ্বরের দেওয়া আশীর্বাদ হিসেবে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট একটি ধর্মের প্রথা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে প্রশাসন কেন প্রসাদ বিলোবে? ইদের অনুষ্ঠানে বা গির্জায় মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিরা গেলে তোষামোদের রাজনীতি বলে হইচই হয়। প্রশাসন প্রসাদ বিলোলে ভিন্ন তোষামোদের অভিযোগ কেন উঠবে না?

না, মশাই না। অভিযোগ একটা উঠছে। সেটা প্রশাসনের প্রসাদ বিলোনো নিয়ে নয়। প্রসাদের শুদ্ধতা নিয়ে। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা উচ্চগ্রামে প্রচার করছেন এই প্রসাদে ঈশ্বরের ছোঁয়া নেই। এই প্রসাদ জগন্নাথের নয়। জগন্নাথ তো শুধু পুরীর একচেটিয়া। দিঘা তো ধর্মস্থানই নয়। অথচ রাম মন্দির উদ্বোধনে যেভাবে নেমে পড়েছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার, দিঘায় তারই পুনরাবৃত্তি করছে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন।

তৃণমূল ও বিজেপি- দু'পক্ষই গাইতে পারে 'মোরা যাত্রী একই তরণীর, সহযাত্রী একই তরণীর...।' সেই সহযাত্রীদের রাজনীতি এখন শুধুই ধর্মকেন্দ্রিক। সেই ধর্ম-রাজনীতির নতুন অস্ত্র হয়ে উঠল প্রসাদ। শুধু মেরুকরণের প্রচারে ততটা লাভ হচ্ছে না বাংলার মাটিতে। মোথাবাড়ি, ধুলিয়ান, মহেশতলার সাম্প্রদায়িক বিরোধ কালীগঞ্জের ভোটে ডিভিডেন্ড দিল না। কিন্তু খেলা চলছে নিরন্তর। আজ হয়নি বলে কাল হবে না- তেমন নিশ্চয়তা নেই।

সহজ এই আশঙ্কাটা আঁচ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর কথা, আচরণ, গান নিয়ে মিম-খিল্লি যতই হোক, অস্বীকার করা যাবে না যে, মানুষের মন পড়তে তিনি পারদর্শী। একা ৩৪ বছরের বাম শাসনের জগদ্দল পাথরটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তো। হিন্দু ভোটের পদ্মাসন ঠেকাতে তাঁর এই দিঘা অভিযান ও প্রসাদ প্রকল্প। হিন্দু ভোট আটকানোর এই চক্রব্যূহে ভেদ করার মন্ত্র খুঁজতে তাই ব্যস্ত বিজেপি।

পুরীর মাহাত্ম্যের তুলনায় দিঘাকে খাটো দেখানোর সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও তেমন কাজ হচ্ছে না। তাই প্রসাদে খুঁত ধরা, তার শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার হাস্যকর প্রয়াসে মরিয়া এখন শুভেন্দু অধিকারীরা। তাঁদেরই (বিজেপি) ছেঁড়া জুতোয় পা গলিয়ে যে পদচারণা চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কোন পশুপাত অস্ত্রে তা ঠেকাবে পদ্ম শিবির? অথচ সামনে পড়ে অনেক হাতিয়ার। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এই যেমন আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুন, নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল ইত্যাদি। এসব ব্যবহারে ব্যর্থ বিজেপির বঙ্গ নেতৃত্ব। জুনিয়ার ডাক্তাররাই বলুন কিংবা চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা বিজেপিকে এড়িয়ে গিয়েছেন দুটো কারণে। প্রথমত, রাজনীতির ছোঁয়ায় আন্দোলনের শুদ্ধতা নষ্ট ও নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে। দ্বিতীয়ত, বিজেপির ওপর ভরসা রাখতে না পারায়।

মমতা নিশ্চিত, সংখ্যালঘু ভোট তাঁকে ছেড়ে যাবে না। একসময় তিনি বলেছিলেন, যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি খেতে তাঁর আপত্তি নেই। অন্যদিকে, শুধু হিন্দু ভোটের ভরসায় বাংলা দখলের চেষ্টায় আছে বিজেপি। কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকলেও তারা বোঝে না, বাংলায় এমন একটি রাজনৈতিক সমাজ তৈরি হয়ে আছে, যেখানে সব হিন্দুরা মেরুকরণের পক্ষে নন। অথচ দলটার সমস্যা হল হাতে 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই।

শুভেন্দু মনে করছেন, আরও ৪-৫ শতাংশ হিন্দু ভোট পদ্মের ইভিএমে টেনে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে হবে। দীর্ঘ প্রচেষ্টা থাকলে সেই কাজটা যে অসম্ভব, তা মনে করার কারণ নেই। সেই আশঙ্কা মমতার আছে। তাই ওই চেষ্টায় চোনা ফেলে দিতে দিঘার মতো রাজসূয় প্রকল্পে হাত দিয়েছেন তিনি। যে প্রকল্পের লক্ষ্য দিঘাকে হিন্দুর গন্তব্য করে তোলা।

সেই উদ্দেশ্য সাধনে তড়িঘড়ি সরকারি পরিবহণ নিগমগুলিকে দিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস চালানো শুরু করে দিয়েছেন। মমতা মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে বলে থাকেন, মানুষের জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ৯৯ শতাংশ উন্নয়ন তিনি করে ফেলেছেন। তাঁর সেই '৯৯ শতাংশ উন্নয়নের দাবি' ভোট নিশ্চিত করতে পারছে না বলেই তো মমতার এই প্রসাদের চাল।

কলেজেই গণধর্ষণ

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে এই ঘটনার দায় স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'এর জন্য পুলিশই দায়ী। রাজীব কুমার, বিনীত গোয়েল, মনোজ ভার্মা সহ গোটা কলকাতা পুলিশ দিঘায় কী করছে?' বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী। কোথাও নাবালিকাকে খুন করা হচ্ছে। কোথাও ধর্ষণ হচ্ছে। যতই রথ টানুন না কেন, এই পাপ থেকে মুক্তি পাবেন না।'

তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য প্রথম থেকে ঘটনার নিন্দা করছে এবং অভিযুক্তদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে যুক্তি দিচ্ছে। দলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে বলা হয়েছে, তৃণমূল এ ধরনের অপরাধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই কারণে অপরাজিতা বিল আনা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির কারণে সেই বিল এখনও কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। বিজেপি ধর্ষকদের শাস্তি দেয় না। সুরক্ষা দেয় বলে অপরাজিতা বিল ২০২৪-এর গুরুত্ব তাদের কাছে নেই।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অভিযুক্তের উদ্দেশে সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'জানোয়ারকে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেওয়া উচিত।' তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রদেশ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানান, ২০১৯ সালে অভিযুক্ত তৃণমূলের নিম্নতর পদে ছিলেন। তিনি ২০২৫ সালে এই ঘটনা ঘটাবেন, তা তাঁরা জানবেন কী করে! পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম একধাপ এগিয়ে দাবি করেন, 'যাঁরা তৃণমূল করেন, তাঁরা এ ধরনের ঘটনায় যুক্ত থাকেন না।'

রাজনৈতিক তর্জা কিংবা সাফাই গণধর্ষণের শিকার ছাত্রীটির ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে ঢাকতে পারছে না। তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন, মনোজিতের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে এই চরম পরিণতির শিকার হতে হয়েছে। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের পাশাপাশি তাঁকে হকি স্টিক দিয়েও মারধর করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার। ওইদিন ওই ছাত্রী পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ করতে কলেজে গিয়েছিলেন।

কাজ শেষ হওয়ার পর মনোজিৎ তাঁকে ইউনিয়ন রুমে অপেক্ষা করতে বলেন। বিকেল ৪টায় বেরোনোর চেষ্টা করলেও বসিয়ে রাখা হয়। সন্ধে ৬টা নাগাদ মনোজিৎ ওই তরুণীকে প্রেম নিবেদন করেন। তরুণী তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে ফের ইউনিয়ন রুমে অপেক্ষা করতে বলা হয়। সন্ধে ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ শৌচালয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ফের মনোজিৎ বিয়ের প্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ।

ফের তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মনোজিৎ তাঁর ওপর চড়াও হন। তাতে অসুস্থবোধ করায় ওই নির্যাতিতা তাঁকে কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেও শোনা হয়নি। বরং একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে চাইলে কলেজের মেইন দরজা বন্ধ করে দেয় বাকি দুই অভিযুক্ত। জোর করে তাঁকে ইউনিয়ন রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর নিরাপত্তারক্ষীর ঘরে জোর করে তাঁকে নিয়ে যায় প্রমিত ও জইব। সেখানে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে তরুণী পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে জানিয়েছেন।

মোবাইলে ধর্ষণের ভিডিও তুলে ভাইরাল করার হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালে নির্যাতিতার প্রেমিক ও মা-বাবাকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়। তারপর ফের ইউনিয়ন রুমে নিয়ে গিয়ে ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট করানো হয়েছে চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন তিনি।

ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। ল' কলেজের অধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আইন অনুযায়ী যা শাস্তি হওয়া উচিত, সেই ব্যবস্থা হবে।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত দে বলেন, 'অধ্যক্ষকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ঘটনার পর কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। মঙ্গলবারের মধ্যে তৈরি হবে তথ্য অনুসন্ধান কমিটি।'

কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সন্ধে পর্যন্ত কী করে অভিযুক্তরা কলেজে রইলেন, কারও কানে আওয়াজ গেল না কেন ইত্যাদি সন্দেহ তৈরি হয়েছে। মূল অভিযুক্ত ওই কলেজেরই প্রাক্তনী। এখন আলিপুর আদালতে আইনজীবী হিসাবে প্র্যাকটিস করেন। কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি অশোক দেবের অনুমতিতে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় বলে জানিয়েছেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। কলেজের দেওয়ালজুড়ে লেখা রয়েছে, 'মনোজিৎ দাদা ইজ ইন আওয়ার হার্ট'।

শার্দূলের হাতে নতুন বল দেখতে চাইছেন রাহানে

স্লিপে যশস্বী অন্যতম ভালো ফিল্ডার : অশ্বীন

চেন্নাই, ২৭ জুন : লিডসে প্রথম ইনিংসে শতরান করেছিলেন। কিন্তু গোটা ম্যাচে অন্তত চারটি ক্যাচ ফেলে দলকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার হারের পর যশস্বীর একগাদা ক্যাচ মিস নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, গালিতে দাঁড়িয়ে ক্যাচ ধরার সময় যথাযথ রিঅ্যাক্ট করতে পারছেন না যশস্বী। যদিও ভারতের উঠতি তারকা ওপেনার জয়সওয়ালের পাশে দাঁড়িয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'জয়সওয়াল স্লিপ কর্ডনের অন্যতম সেরা ফিল্ডার। ডিউক বল হাতে একটু বেশি বড় ও শক্ত মনে হয়। তাই সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় গ্যালারি থেকে ভারতীয় ফিল্ডারকে কতটা স্লেজিং করা হয়, সেটা সবারই জানা। আমি নিশ্চিত, যশস্বীকেও সেই সব শুনতে হয়েছে। ওর জন্য খারাপ লাগছে। তবে শুধু যশস্বী নয়, রবীন্দ্র জাদেজা-জসপ্রীত বুমরাহ-ঋষভ পন্থরাও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ফেলেছে। ফলে একা যশস্বীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।'

হেডিংলেতে হারের হতাশার মাঝেই শুক্রবার থেকে বার্মিংহাম টেস্টের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে শুভমান গিল ব্রিগেড। মাইকেল ক্লার্ক, সুনীল গাভাসকাররা দ্বিতীয় টেস্টে রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। একই সুর অশ্বীনের গলাতেও। বলেছেন, 'আমি দেখতে চাই ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা কুলদীপের মোকাবিলা কীভাবে করে। কুলদীপ যদি তিন-চার উইকেট পেয়ে যায় তাহলে ভারতের হাতে অন্তত ১২৫ রানের লিড থাকবে। আমার বিশ্বাস, কুলদীপ বার্মিংহাম টেস্টে নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হতে চলেছে। হেডিংলেতে কুলদীপ প্রথম একাদশে থাকলে ম্যাচের ফলাফল হয়তো অন্যরকম হত।'

লিডসে ভারতের প্রথম উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে দুই ইনিংসেই শতরান করে রেকর্ডবুকে নাম তুলেছিলেন ঋষভ পন্থ। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছানোর পর ঋষভের 'সামারসল্ট' সেলিব্রেশন ভাইরাল হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসেও শতরানের পর পন্থের থেকে একই সেলিব্রেশন দেখতে চেয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার। যেহেতু প্রথম ইনিংসে সামারসল্ট সেলিব্রেশনের পর পিঠে টান লেগেছিল তাই ঋষভ ইশারায় বুঝিয়ে দেন, আজ নয়। পরে কোনও সময় এই সেলিব্রেশন করবেন। অশ্বীনেরও পরামর্শ, শরীরকে কষ্ট দিয়ে সামারসল্ট সেলিব্রেশনের প্রয়োজন নেই। বলেছেন, 'ঋষভের কাছে অনুরোধ, সামারসল্ট সেলিব্রেশন করার দরকার নেই। টি২০-তে একজন ব্যাটার খুব বেশি হলে ৫০-৬০ বল খেলে। কিন্তু টেস্টে লম্বা সময় ক্রিজে থাকতে হয়। ফলে শরীর ক্লান্ত হয় বেশি। ঋষভ বর্তমান ভারতীয় টেস্ট ব্যাটিংয়ের অন্যতম স্তম্ভ। তাই সামারসল্ট সেলিব্রেশন করে ঋষভের নতুন করে কিছু প্রমাণ করার নেই।'

> অলরাউন্ডারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়। শার্দূল অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। অতীতে বিদেশে ভালো পারফর্ম করেছে। শুভমানের উচিত শার্দূলকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া। চলতি সিরিজে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট শার্দূলকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করলে সুফল পাবে।
>
> **আজিঙ্কা রাহানে**

স্লিপে ক্যাচ মিস যশস্বী জয়সওয়ালের।

এদিকে, শার্দূল ঠাকুরকে আরও স্বাধীনতা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন তারকা রাহানে। চাইছেন, শার্দূলের হাতে নতুন বল তুলে দিক শুভমান। রাহানে বলেছেন, 'অলরাউন্ডারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়। শার্দূল অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। অতীতে বিদেশে ভালো পারফর্ম করেছে। শুভমানের উচিত শার্দূলকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া। চলতি সিরিজে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট শার্দূলকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করলে সুফল পাবে। শার্দূলের হাতে সুইং করানোর ক্ষমতা রয়েছে। শুভমান ওর হাতে নতুন বল তুলে দিতেই পারে। ফার্স্ট চেঞ্জ বোলার হিসেবেও সফল হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে শার্দূলের।'

« *জোড়া উইকেট নিলেও শার্দূল ঠাকুরকে নিয়ে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি টিম ম্যানেজমেন্টের।*

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে সারা আলি খান ও আদিত্য রায় কাপুর।

বিদেশিনীকে নিয়ে টিম হোটেলে শিখর

ক্ষিপ্ত রোহিতের প্রশ্ন, আমাকে ঘুমাতে দিবি না?

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : ২০০৬ সালে এক ইংরেজ মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন শিখর ধাওয়ান। তাঁর সেই প্রেমের জ্বালায় একটা সময় বিরক্ত হয়েছিলেন একদা ওপেনিং পার্টনার রোহিত শর্মাও।

> একদিন ডিনারের পর ওই বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরছিলাম। আমাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে তৎকালীন সিনিয়ার জাতীয় দলের এক নির্বাচক ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে ফেলেন। কিন্তু তারপরেও আমি বান্ধবীর হাত ছাড়িনি। কারণ, আমরা কোনও অপরাধ করিনি।
>
> **শিখর ধাওয়ান**

নিজের আত্মজীবনী 'দ্য ওয়ান ক্রিকেট, মাই লাইফ অ্যান্ড মোর'-এ ১৯ বছর আগের সেই প্রেম নিয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন শিখর। তিনি বলেছেন, '২০০৬ সালে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলাম। সেইসময় এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়। ও খুব সুন্দরী ছিল। আমরা নিজেদের ফোন নম্বর বিনিময় করেছিলাম। পরে দুইজনে কথা বলা শুরু করি। অস্ট্রেলিয়া সফর চলাকালীন আমরা নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ করেছি। পরে ভেবেছিলাম ওকে আমি বিয়ে করব।'

শিখর ধাওয়ানের এহেন প্রেম বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল সতীর্থ রোহিত শর্মার। সেই সফরে 'হিটম্যান' ছিলেন তাঁর রুম পার্টনার। নিজের আত্মজীবনীতে শিখর বলেছেন, 'আমি প্রতিটা ম্যাচের পর ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে লুকিয়ে নিজের হোটেল রুমেও নিয়ে আসতাম। ওইসময় আমার রুম পার্টনার ছিল রোহিত শর্মা। ও একবার বিরক্ত হয়ে সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে কি ঘুমোতে দেবে?'

শুধু রোহিত নয়, সেইসময় ভারতীয় সিনিয়ার দলের এক নির্বাচকের চোখেও পড়ে যান শিখর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'একদিন ডিনারের পর ওই বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরছিলাম। আমাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে তৎকালীন সিনিয়ার জাতীয় দলের এক নির্বাচক ছিলেন। তিনি আমাদেরকে দেখে ফেলেন। কিন্তু তারপরেও আমি বান্ধবীর হাত ছাড়িনি। কারণ, আমরা কোনও অপরাধ করিনি।'

১১ মহিলাকে ধর্ষণ

অভিযুক্ত ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার

প্রভিডেন্স, ২৭ জুন : ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তার মধ্যেই ক্যারিবিয়ান দলে গায়ানার এক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ সামনে এসেছে। এক-দুইটি নয়, ১১ মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে, যার মধ্যে একজন কিশোরীও রয়েছেন। গায়ানার একটি সংবাদপত্রে এই নিয়ে খবর প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করা হয়নি। যদিও বিভিন্ন সূত্রে ক্রিকেটারটিকে শামার জোসেফ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। যিনি চলতি ব্রিজটাউন টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছেন।

গোটা বিষয়টি সামনে এনেছেন বারবিসের নিউ আমস্টারডামের এক কিশোরীর পরিবার। যাঁদের মেয়ে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারের লালসার স্বীকার হয়েছেন বলে দাবি করে তাঁরা জানিয়েছেন, যৌন নিগ্রহের শিকার কিশোরীটি কিছুদিন আগে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশকর্মীরা উলটে তাঁকেই জেরা করতে শুরু করলে মানসিক চাপে সংজ্ঞা হারান কিশোরীটি। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গায়ানা পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, তাঁরা অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিববরণে জানা গিয়েছে, কিশোরীটি ২০২৩ সালের ৩ মার্চ যৌন নিগ্রহের শিকার হন। তার কিছুদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের বন্ধুত্ব হয়। ঘটনার দিন কিশোরীটিকে তাঁর কর্মস্থল থেকে গাড়িতে তুলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন গায়ানার ক্রিকেটার। এরপর তাঁরা একটি বাড়িতে যান। সেখানে অনেক লোক থাকায় প্রাথমিকভাবে তাঁর সন্দেহজনক কিছু মনে হয়নি। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আলাদা করে দোতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটান। কিশোরীটির অভিযোগ সামনে আসতেই আরও ১০ মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, যথেষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাঁরা প্রশাসনের কাছে গেলেও পাত্তা পাননি।

টেস্ট দলের সদস্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠার পরও ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সভাপতি কিশোর শ্যালো বলেছেন, 'আমরা কোনও অভিযোগ পাইনি। এই ব্যাপারে কিছু জানা নেই আমাদের। তাই কোনও মন্তব্য করব না।'

সাত গোলে লিগে শুভ মহরত ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৭
(মনোতোষ মাঝি, সায়ন, গুইতে, তন্ময়, জেসিন-২, সুমন)
মেসারার্স-১ (অ্যান্ডি)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : মেঘ-বৃষ্টির দোসর লাল-হলুদ ঝড়।

অবিকল এক। শুধু প্রতিপক্ষ আলাদা। গতবার টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে কলকাতা ফুটবল লিগে অভিযান শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার মেসারার্সকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে প্রিমিয়ারে লাল-হলুদের দৌড় শুরু হল। ব্যবধান একই, ৭-১।

শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর আগে এক পশলা বৃষ্টির দেখা। সেই রেশ ধরেই যেন মাঠে ঝড় তুললেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানলালপেকা গুইতেরা। শুরু থেকেই বল ধরে রেখে আক্রমণে ডানা মেলার চেষ্টায় ছিল ইস্টবেঙ্গল। গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হয়নি। ২৪ মিনিটে তন্ময় দাস বল বাড়ান গুইতেকে। তাঁর মাইনাস ধরে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন মনোতোষ মাঝি। ৩৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সায়নের। নসিব রহমানের ভাসানো বল মেসারার্স গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে জালে পাঠান তিনি। ৩৮ মিনিটে কোনাকুনি শটে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে পরাস্ত করে তৃতীয় গোল গুইতের। গোটা প্রথমার্ধে মেসারার্সের অনুকূলে সুযোগ একটাই। তা অল্পের জন্য গোল হয়নি। ২০ মিনিটে বক্সের একেবারে সামনে থেকে সুরচন্দ্র সিংয়ের ফ্রি কিক ক্রসবারে প্রতিহত হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে দাপট এতটুকুও কমেনি। বরং পরিবর্ত হিসাবে নেমে জেসিন টিকে একাই যা সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে অনায়াসে হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। সেখানে তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হল জোড়া গোলেই। ৪৮ মিনিটে তন্ময়ের মাটি ঘেঁষা শট মেসারার্স গোলরক্ষকের ভুলে গোলে ঢুকে যায়। ৬৪ মিনিটের শুরুতেই গোল জেসিনের। মিনিট দুয়েকের ব্যবধানে প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে কার্যত মাটি ধরিয়ে ব্যবধান ৬-০ করেন জেসিন। ম্যাচের একেবারে শেষবেলায় দূরপাল্লার শটে মেসারার্স কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন সুমন দে। পালটা ৬৮ মিনিটে গতির বিপরীতে গিয়ে মেসারার্সের একমাত্র গোলটি করেন অ্যান্ডি জাকারি। এর বাইরেও শেষদিকে চাপের মুখে লাল-হলুদের রক্ষণ যেভাবে ভেঙে পড়ল তা নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখবে।

এদিন ইস্টবেঙ্গল ডাগআউটে ছিলেন না বিনো জর্জ। জানা গিয়েছে, প্রো লাইসেন্সিংয়ের জন্য মুম্বই গিয়েছেন তিনি। ডাগআউটে কেন তাদের টিম ম্যানেজার ছিলেন না, তার কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা রয়েছে। এদিকে, লিগ শুরু হতে না হতেই ঝুড়িঝুড়ি অভিযোগ ম্যাচের সম্প্রচার নিয়ে। এমনিতে টেলিভিশন সম্প্রচার নেই। যে অ্যাপে লিগের সম্প্রচার হওয়ার কথা সেখানে এদিন কোনও ম্যাচই দেখা যায়নি। ইস্টবেঙ্গলের খেলা অন্য মাধ্যমে কিছুক্ষণ পর থেকে দেখানো হয়।

ইস্টবেঙ্গল : আদিত্য, জোশেফ, চাকু, মনোতোষ চাকলাদার, সুমন, তন্ময়, নসিব (কৌস্তভ), গুইতে (জেসিন), আমান (রোশল), সায়ন (বিজয়) ও মনোতোষ মাঝি (আজাদ)।

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গলের জেসিন টিকের। শুক্রবার।

গোলের পর ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে অভিনন্দন ফেডেরিকো ভালভের্দের।

জুভেন্তাসকে ৫ গোল সিটির

ফ্লোরিডা ও ফিলাডেলফিয়া, ২৭ জুন : ক্লাব বিশ্বকাপের নকআউটে ১৬ দল চূড়ান্ত। গ্রুপের শেষ ম্যাচে জিতে শীর্ষে থেকে শেষ ষোলোয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও রিয়াল মাদ্রিদ। সিটির কাছে হেরেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেল জুভেন্তাস।

বৃহস্পতিবার রাতে জুভেন্তাসকে ৫-২ গোলে হারাল নীল ম্যাঞ্চেস্টার। সিটির ৫ গোলের মধ্যে একটি পিয়েরে কালুলুর আত্মঘাতী। বাকি চারটি গোল করেন জেরেমি ডোকু, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, ফিল ফোডেন ও স্যাভিনহো। জুভেন্তাসের হয়ে দুইটি গোল শোধ করেন টেউন কুপমেইনার্স ও ডুসান ভ্লাহোভিচ। এই জয়ের সুবাদে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে গেল সিটি। ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসাবে শেষ ষোলোয় খেলবে জুভেন্তাস। এদিনই ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে কেরিয়ারের ৩০০তম গোল করলেন হাল্যান্ড।

ছন্দে রিয়ালও

অন্যদিকে, গ্রুপের শেষ ম্যাচে আরবি সলজবার্গকে ৩-০ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। ৪০ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোল ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পা থেকে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ান ফেডেরিকো ভালভার্দে। ৮৪ মিনিটে শেষ গোলটি গঞ্জালো গার্সিয়ার। জিতে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নকআউটের ছাড়পত্র পেল রিয়াল। ৫ পয়েন্ট নিয়ে ওই গ্রুপের দ্বিতীয় হয়ে প্রি-কোয়ার্টারে খেলবে আল হিলাল। গ্রুপের শেষ ম্যাচে পাচুকাকে ২-০ গোলে হারাল তারা। অন্যদিকে নিয়মরক্ষার ম্যাচে আল আইন ২-১ গোলে হারাল ওয়েদাদ এসি-কে।

গোল করে উচ্ছ্বসিত ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

উত্তরপ্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক রিঙ্কু!

লখনউ, ২৭ জুন : তিনি নবম পাশ। ক্রিকেটের টানে এবং পারিবারিক নানা সমস্যার কারণে পড়াশোনা বেশি দূর করতে পারেননি রিঙ্কু সিং। কলকাতা নাইট রাইডার্স ও ভারতীয় টি২০ দলের এহেন তারকাকে আজ চমকপ্রদভাবে উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের চাকরি দেওয়া হল। যোগি রাজ্যের তরফে রিঙ্কুকে এমন চমকপ্রদ সম্মান দেওয়া হয়েছে। যার পর প্রশ্ন উঠেছে, হতে পারে রিঙ্কু তারকা ক্রিকেটার। কিন্তু শিক্ষা আধিকারিকের চাকরি পাওয়ার জন্য সরকারি স্তরে নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতামান রয়েছে। রিঙ্কু সেই যোগ্যতামান পার করতে পারবেন না চেষ্টা করলেও। তাই কীভাবে রিঙ্কু এই চাকরি পেলেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সরকারি স্তরে বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, রিঙ্কুর দায়িত্ব হল তাঁর রাজ্যের জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলির উন্নয়ন করা।

ভক্তের আবেদনে নীরজ ক্লাসিকের টিকিট উপহার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : 'আমাকে কেউ ২০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করলে, আমি নীরজ চোপড়া ক্লাসিক প্রতিযোগিতা দেখতে যেতে পারি।'

এক কাতর আবেদন সমাজমাধ্যমে জানিয়েছিলেন নীরজ চোপড়ার ভক্ত তামিলনাড়ুর বাসিন্দা রঞ্জিত। ৫ জুলাই কর্ণাটকে অনুষ্ঠিত হতে চলা 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' স্টেডিয়ামে বসে দেখার প্রবল ইচ্ছে তাঁর। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় সমাজমাধ্যমে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

সেই আবেদন চোখে পড়ে স্বয়ং নীরজ চোপড়ার। ভারতের তারকা অ্যাথলিট নিজেই এগিয়ে আসেন রঞ্জিতের স্বপ্ন পূরণ করতে। কিছুক্ষণের মধ্যে নীরজ সমাজমাধ্যমে রঞ্জিতকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, 'রঞ্জিত, তোমার জন্য ভিভিআইপি টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। তোমার খেলা দেখতে আসার সমস্ত খরচ আমি দেব। রাডিসন হোটেলে তোমার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমার থেকে ৯০ মিটার দূরে থাকবে তুমি। খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে।'

নীরজের এই কর্মকাণ্ডে প্রশংসার ঝড় উঠেছে নেটদুনিয়ায়। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় তারকা নিজেও ভালো ছন্দে রয়েছেন। দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯০ মিটার দূরত্ব ক্রস করেছিলেন। পরে প্যারিস ডায়মন্ড লিগ ও অস্ট্রাভা গোল্ডেন স্পাইক মিটে সোনা জিতেছেন তিনি।

আজ বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : বর্ষা চলছে। কলকাতায় বৃষ্টিও চলছে। আর তার মধ্যেই চলছে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ।

আগামীর ক্রিকেট প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে গত বছর থেকে চালু হওয়া প্রতিযোগিতার ফাইনাল আগামীকাল। আর সেই বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ফাইনালের আসরে চমক হিসেবে থাকছে লেসার শো ও আতশবাজির প্রদর্শনী। আজ বিকেলে দমদম বিমানবন্দরের কাছে একটি হোটেলের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি বলেছেন, 'বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার মধ্যেও আমরা সফলভাবে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ম্যাচ করেছি। আগামীকাল ফাইনাল। আর ফাইনালের মঞ্চে লেসার শো ও আতশবাজির প্রদর্শনী থাকছে।' ১১ জুন শুরু হওয়া প্রতিযোগিতার কাল ফাইনাল। আর সেই ফাইনালের মঞ্চে বাংলা ক্রিকেটের প্রতিভা নিয়ে সিএবি সভাপতি বলেছেন, 'বাংলায় প্রতিভা রয়েছে। আর সেই প্রতিভা তুলে আনার জন্যই আমাদের এই প্রতিযোগিতা। আইপিএলও একদিনে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেনি। সময় লেগেছে। বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগও আরও কয়েক বছরের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাবে।'

২০২৭ সাল পর্যন্ত আল নাসেরে চুক্তি করার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

নতুন চুক্তি রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ২৭ জুন : বছরে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা। দিনপিছু অঙ্কটা সাড়ে ৫ কোটির আশপাশে। আল নাসেরের নতুন চুক্তি থেকে এই বিশাল অঙ্কের অর্থই হাতে পাবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

বৃহস্পতিবার আল নাসেরের সঙ্গে নতুন করে দুই বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন সিআর সেভেন। জানা গিয়েছে, এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড পারিশ্রমিক পাবেন তিনি। এখানেই শেষ নয়। বোনাস হিসেবে তিনি পাবেন ২৮৮ কোটি টাকা। যা দ্বিতীয় বছরে আরও বাড়বে। পুরোনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নাসেরের জার্সিতে শেষ যে ম্যাচ খেলার পর সমাজমাধ্যমে রোনাল্ডো লিখেছিলেন, 'একটা অধ্যায় শেষ হল।' এদিন সেই রেশ ধরেই এদিন নতুন চুক্তির কথা ঘোষণা করে আল নাসেরের পোস্টে লেখা হয়েছে, 'কাহিনী চলবে।' সিআর সেভেন নিজেও সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। একই আবেগ, একই স্বপ্ন। একইসঙ্গে ইতিহাস তৈরি হবে।'

এজবাস্টনে গিলদের রুদ্ধদ্বার অনুশীলন

বল করলেন না বুমরাহ-প্রসিধ ■ নজর কাড়লেন অর্শদীপ-কুলদীপ

বার্মিংহাম, ২৭ জুন : স্বপ্নের শুরু। আর শুরুতেই স্বপ্নভঙ্গ!

হেডিংলে টেস্টে শুভমান গিলের ভারতের শুরুটা দারুণ হয়েছিল। শুরুর ছন্দ দ্রুত তলিয়ে গিয়েছে অতল গহ্বরে। জয়ের মঞ্চ তৈরির পরও পাঁচ উইকেটে ম্যাচ হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। পিছিয়ে পড়েছে সিরিজে।

লিডসে টিম ইন্ডিয়ার 'অবাক' হারের পর ক্রিকেট দুনিয়ার নজর এখন বার্মিংহামে। এজবাস্টনের মাঠে ২ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে আজ এজবাস্টনের মাঠে অনুশীলন শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার সেই অনুশীলন ছিল রুদ্ধদ্বার। যেখানে ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশে প্রবেশের অনুমতি ছিল না দলের সঙ্গে সফররত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেরও।

নতুন পরীক্ষার আগে প্রস্তুতিতে চলেছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। শুক্রবার।

প্রথম টেস্টে হারের পর ভারতীয় দলের কম্বিনেশনে পরিবর্তন নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে। যার মূল আকর্ষণ, জসপ্রীত বুমরাহ কি খেলবেন সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে? এজবাস্টন টেস্টে বুমরাহর খেলার সম্ভাবনা কম, এমন প্রতিবেদন শুক্রবারই প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ। বাস্তবে সেই সম্ভাবনার প্রতিফলন আজ দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে। যেখানে জসপ্রীত হাজির হয়ে ফিল্ডিং অনুশীলন করলেও নেটে বোলিং করেননি। বরং কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গে তাঁকে দীর্ঘসময় মাঠের পাশে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধন অজিত আগরকারও রয়েছেন দলের সঙ্গেই। তিনিও আলাদা করে বুমরাহর সঙ্গে আজ কথা বলেছেন। মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টন টেস্টে বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছেন বুমরাহ।

এক বুমরাহ নন। আজ ভারতীয় অনুশীলন হাজির থাকার পর বল করতে দেখা যায়নি প্রসিধ কৃষ্ণাকেও। তিনিও বুমরাহর মতোই শুধু ফিল্ডিং অনুশীলন করেছেন। বুমরাহ-প্রসিধদের বোলিং না করার দিন টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে বল হাতে নজর কেড়েছেন বাঁহাতি জোরে বোলার অর্শদীপ সিং। বার্মিংহামে ভারতীয় দলের অন্দরমহল থেকে যে তথ্য সামনে আসছে, সেটা হল অর্শদীপ এজবাস্টন টেস্টে খেলছেন। সম্ভবত রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবও ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে থাকবেন। তিনিও আজ ভারতীয় দলের নেটে দীর্ঘসময় বোলিং করেছেন। দলের প্রথম সারির ব্যাটারদের বারবার বিব্রতও করেছেন। দলের অধিনায়ক, কোচ এবং জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারকে কুলদীপের সঙ্গে অনুশীলনের মাঝে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে আজ।

রবীন্দ্র জাদেজাও হেডিংলে টেস্টে হতাশ করেছেন। আজ তাঁর অনুশীলনের দিকেও বিশেষ নজর ছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। অভিজ্ঞ জাড্ডুর প্রথম টেস্টের ব্যর্থতা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। স্যর জাদেজা নিজের ভুল দ্রুত শুধরে নিতে মরিয়া। শেষ পর্যন্ত জাদেজা ছন্দ পাবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে বলা যেতেই পারে বুমরাহর অনুপস্থিতিতে দুই স্পিনারে এজবাস্টন টেস্টে খেলার মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন গম্ভীর-শুভমানরা। ভারতীয় সময় রাতের দিকে বার্মিংহাম থেকে টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছে, 'এখনই হয়তো সবকিছু চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু হেডিংলে টেস্টের প্রথম একাদশে বিস্তর পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।'

সিরিজের প্রথম টেস্টে বুমরাহর পাশে বল হাতে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না মহম্মদ সিরাজও। আজ ভারতীয় দলের নেটে বুমরাহ-প্রসিধরা বোলিং না করলেও সিরাজ বল করেছেন। শুধু বল করাই নয়, নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং করতেও দেখা গিয়েছে সিরাজকে। যার ফলে মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টনে সিরাজের সঙ্গে নতুন বল হাতে তুলে নেবেন অর্শদীপ। সঙ্গে দুই স্পিনারে বোলিং আক্রমণ সাজাতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। হেডিংলের মতোই পিচ এজবাস্টনে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যেখানে উইকেট শুরুর দিকে ব্যাটিং সহায়ক হলেও পরের দিকে স্পিনাররা সাহায্য পেতে পারেন।

আসলে বিলেতের গ্রীষ্মে এবার বৃষ্টি কম হওয়ার পাশে তাপমাত্রাও বাড়ছে। আর দলের কম্বিনেশন নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের উত্তাপও বেড়েই চলেছে।

নেট প্র্যাকটিসে যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, নীতীশ কুমার রেড্ডিরা। শুক্রবার।

কুলদীপকে নিয়ে পরামর্শ ক্লার্কের

লন্ডন, ২৭ জুন : প্রথম টেস্ট হারের ক্ষত ভোলেননি শুভমানরা। তার ওপর রক্তচাপ বাড়িয়ে ইংল্যান্ড দলে ফিরেছেন জোফ্রা আর্চার।

আর্চারের অন্তর্ভুক্তিতে ইংরেজ শিবিরের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে। এজবাস্টন টেস্টে তাঁকে সামলানোটাই চ্যালেঞ্জ শুভমানদের সামনে। তবে এখনই আর্চারকে দলে রাখা নিয়ে সহমত নন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেন। তিনি বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পরে চোট সারিয়ে জোফ্রা আর্চার জাতীয় দলে ফিরেছে। এটা খুব ভালো খবর। তবে আমার মনে হয়, ওকে এজবাস্টন টেস্টে খেলানোটা ঝুঁকির হয়ে যাবে। কারণ চার বছর পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ফিরে একটা ম্যাচ খেলেছে আর্চার। মাত্র ১৮ ওভার বল করেছে। তাই ওকে নিয়ে এখনই তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।'

দ্বিতীয় টেস্টে আর্চারকে খেলানো ঝুঁকির : নাসের

> ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও একটি ম্যাচ দেখে আর্চারকে লন্ডন টেস্টে দলে রাখা যেত। ওকে নিয়ে যখন চার বছর অপেক্ষা করেছি, তখন আরও একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করাই যেত। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড আরও একটা জিনিস করতে পারে। এজবাস্টন টেস্টে ওকে বেছে বেছে কিছু ওভার বল করিয়ে দেখে নিতে পারে। ফাস্ট বোলিং সবসময় কঠিন। বাকি চারটি টেস্টের অন্তত দুইটিতে আর্চার খেলবে কি না সেটাই এখন দেখার।
>
> **নাসের হুসেন**

আর্চার প্রসঙ্গে নাসের আরও বলেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও একটি ম্যাচ দেখে আর্চারকে লন্ডন টেস্টে দলে রাখা যেত। ওকে নিয়ে যখন চার বছর অপেক্ষা করেছি, তখন আরও একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করাই যেত। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড আরও একটা জিনিস করতে পারে। এজবাস্টন টেস্টে ওকে বেছে বেছে কিছু ওভার বল করিয়ে দেখে নিতে পারে। ফাস্ট বোলিং সবসময় কঠিন। বাকি চারটি টেস্টের অন্তত দুটিতে আর্চার খেলবে কি না সেটাই এখন দেখার।'

আর্চার ইস্যুতে মুখ খুলেছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর রব কি। বলেছেন, 'জোফ্রা একজন প্রতিভাবান বোলার। ওকে দীর্ঘদিন পরে টেস্ট দলে দেখে ভালো লাগছে। এই মুহূর্তে আর্চার পুরো ফিট রয়েছে। সেইজন্য দলে নেওয়া হয়েছে।' আর্চার দলে ফিরে আসায় উত্তেজিত আরেক ইংরেজ পেসার মার্ক উড।

অনুশীলনের পথে কুলদীপ যাদব। শুক্রবার বার্মিংহামে।

অন্যদিকে, এজবাস্টন টেস্টে কুলদীপকে ফেরানোর পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। হেডিংলে টেস্টে বুমরাহ ছাড়া বাকি ভারতীয় বোলাররা অত্যন্ত সাদামাঠা বল করেছেন। এই পরিস্থিতিতে কুলদীপই ভারতের তুরুপের তাস হতে পারেন বলে ধারণা অজি তারকার। তিনি বলেছেন, 'ভারতের উচিত এজবাস্টনে কুলদীপকে খেলানো। এটা নিয়ে কোনও আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ কুলদীপ সবসময় উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ভারত সবসময় ব্যাটিং গভীরতাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। সেই কারণে স্পিনার ছাড়া দল নামানোর ঝুঁকি নিতে পারে। কিন্তু টেস্ট জিততে গেলে ভারতকে ২০টি উইকেট পেতেই হবে।'

দল টানতে পুরস্কার অর্থ বাড়ানোর ভাবনা ডুরান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : এক মাস ধরে হওয়ার কথা ডুরান্ড কাপ। কিন্তু সেই টুর্নামেন্টই এখন প্রশ্নের মুখে। আদৌ কি হবে শতাব্দীপ্রাচীন ডুরান্ড?

আয়োজকদের দাবি, হচ্ছেই। প্রশ্নটা হল কিন্তু কীভাবে? আর ৬টা ভেনুতে এক মাস ধরে টুর্নামেন্ট চালাতে গেলে প্রথম প্রয়োজন আইএসএলের সব দলের সঙ্গে আই লিগ, এদেশের সামরিক বাহিনী ও বিদেশি এক কী দুইটি দল। কিন্তু কুমিরের ছানা খেয়ে ফেলার মতো, ক্রমশই খসে পড়ছে এক একটা দল। আগে দল কম থাকায় বছরে ২৭ ম্যাচ খেলতেই হবে বলে ক্লাবগুলি ডুরান্ডে খেলত। কিন্তু এখন আইএসএলে দল বেড়ে যাওয়ায় সেই সমস্যা আর নেই বলেই আগ্রহ হারাচ্ছে ক্লাবেরা।

কেরালা ব্লাস্টার্স খেলার জন্য চুক্তিতে সই করেও বৃহস্পতিবার চিঠি দিয়ে ডুরান্ডে না খেলার কথা জানিয়েছে। এর আগে আইএসএল, আই লিগ মিলিয়ে একাধিক দল নাম প্রত্যাহার করায় এতটাই বিপদে পড়েছে আয়োজকরা যে টুর্নামেন্টের পুরস্কারমূল্য বাড়ানোর ভাবনাচিন্তাও শুরু হয়েছে। বিজয়ী দল গত মরশুমে পায় ৬০ লক্ষ টাকা। টুর্নামেন্টের মোট পুরস্কার অর্থ এক কোটি। বিজয়ী দলকেই এখন এক কোটি টাকা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। হয়তো রানার্সের টাকাও বাড়বে। তবে সবটাই এখনও আলোচনার স্তরে। ক্লাবগুলিকে টুর্নামেন্টে টানতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ আরাত্রিকা (রাইকা) ঃ- তোমার ২য় শুভ জন্মদিনে রইল অনেক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। – পাপা, মাম্মা, ঠাম্মি, দাদাই, দাদা ভাই, দিনদা, সোনা। পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

জয়ের পথে শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ২৭ জুন : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের কাছে শ্রীলঙ্কা। শুক্রবার দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের স্কোর ১১৫/৬। ইনিংস হার বাঁচাতে তাদের প্রয়োজন আরও ৯৬ রান।

নাজমুল হোসেন শান্তকে আউট করে উচ্ছ্বাস ধনঞ্জয় ডি সিলভার।

এদিন দিনের শুরুতে কুশল মেন্ডিসের লড়াকু ৮৪ রান এবং পরের দিকে বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয়- এই দুইয়ের মিলিত ফলে টেস্ট সহ সিরিজ হারের মুখে বাংলাদেশ। অথচ তৃতীয় দিনের শুরুটা ভালোই করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম এক ঘণ্টায় তারা ফেলে দেয় শ্রীলঙ্কার ৩ উইকেট। পাথুম নিসাঙ্কা গতকালের ১৪৬ রানের পর এদিন মাত্র ১২ রান যোগ করে ফেরেন। পরের দিকে তাইজুল ইসলামদের (১৩১/৫) প্রচেষ্টায় জল ঢালেন কামিন্দু মেন্ডিস (৩৩) ও কুশল মেন্ডিস (৮৪)। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁরা ৪৯ রান জোড়েন। এরপর সপ্তম, অষ্টম ও নবম উইকেট জুটিতে মোট ৭৫ রান জোড়ে শ্রীলঙ্কা। যা বাংলাদেশের কাজ আরও কঠিন করে দেয়। বোলিংয়ে দুইটি উইকেট পেয়েছেন প্রভাত জয়সূর্য ও ধনঞ্জয় ডি সিলভা।

রথের দড়িতে পড়ল টান। কলকাতার দমদম বিমানবন্দরের কাছে শুক্রবার বিকেলে এক হোটেলের উদ্বোধনে হাজির হয়ে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময়ী শিকদার রথ টানলেন। ছবি : অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেরা নন্দঝাড়

রায়গঞ্জ, ২৭ জুন : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল নন্দঝাড় উচ্চবিদ্যালয়। শুক্রবার তারা ১-০ গোলে ডাঙাপাড়া আদিবাসী মহিলা ফুটবল দলকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে একমাত্র গোল করেন দিয়া বিশ্বাস। ফাইনালের সেরা ফুটবলার সুস্মিতা সিংহ। সর্বোচ্চ গোলস্কোরারের শিরোপা পেয়েছেন দিয়া।

প্লেয়ার্সকে আটকাল রায়

ময়নাগুড়ি, ২৭ জুন : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের ফুটবলে শুক্রবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে রায় কোচিং সেন্টারের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা প্লেয়ার্সের মনোজ বর্মন। শনিবার ভুজারিপাড়া মাঠে খেলবে রায় ফুটবল অ্যাকাডেমি ও মা কানিরঘাট এফসিসি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন মনোজ বর্মন। ছবি : অভিরূপ দে

ফাইনালে উইনার্স কোচিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবলে দুই বিভাগে ফাইনালে উঠল আয়োজকরা। বিনয়ভূষণ দাস, রেবতীরমন মিত্র ও পদ্মরানি বসু ট্রফি অনূর্ধ্ব-১০ ছেলে ও মেয়েদের যৌথ ফুটবলে শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উইনার্স ৩-০ গোলে পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। এনআরআই ইনস্টিটিউট মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা আদিত্য সাহা। অন্যটি আশিস বাড়ুইয়ের।

অন্যদিকে সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উইনার্স ৭-০ গোলে বাগডোগরার জেপিএফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা মহম্মদ রোহন হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করে। জোড়া গোল রাজদীপ রায়ের। অন্যটি দিলশান আহমেদের। উইনার্স ক্লাবের সভাপতি বিপ্লব খাসনবীশ জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগের ফাইনাল রবিবার হবে।

দাপুটে জয় বৈভবদের

হোভ, ২৭ জুন : ইংল্যান্ডেও ব্যাট হাতে তাণ্ডব জারি বৈভব সূর্যবংশীর। অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে একদিবসীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে তাঁর ১৯ বলে ৪৮ রানের সুবাদে দাপটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলও। ৫০ ওভারের ম্যাচে তারা ৪ উইকেট হারিয়ে টার্গেটে পৌঁছে যায় ২৪ ওভারে। বৈভবের ৫ ছক্কা ও ৩ বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংসের আগেই ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন বোলাররা। ৪২.২ ওভারে তারা অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলকে ১৭৪ রানে অল আউট করে। আয়ুষ মাত্রে ২১ রানে আউট হন।

সুবিধায় অজিরা

ব্রিজটাউন, ২৭ জুন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসের ফলে পিছিয়ে পড়েও সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে গতকালের ৯২/৪ থেকে শুরু করে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ৮ উইকেটে ২৭৮ রান তুলে ফেলেছে। বিউ ওয়েবস্টার ৬৩ ও ট্রাভিস হেড ৬১ রানে আউট হন। ক্রিজে অ্যালেক্স ক্যারি (৫৯) ও নাথান লায়োন (৫)। শামার জোসেফ ৪ উইকেট নিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ১৮০ রানে অল আউট হয়। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংস শেষ করে ১৯০ রানে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা ভোলানাথ ঘোষ - কে 07.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 85C 19871 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সর্বপ্রথম ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করতে চাই। টিকিট মূল্য খুবই সাশ্রয়ী ছিল এবং এটি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষের জীবনে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এখন আমি আমার পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং আমার ভবিষ্যতকে খুব সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রাজ্য দাবায় দ্বিতীয় স্থানে জলপাইগুড়ির অঙ্কিত

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন : জেলা দাবা সংস্থার পরিচালনায় এবং সারা বাংলা দাবা সংস্থার তত্ত্বাবধানে সেন্ট পলস স্কুলে চলছে চারদিন ব্যাপী অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের শেষে ওপেন গ্রুপে চার রাউন্ডের পর ৪ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে রয়েছে দার্জিলিংয়ের রিয়ান গেলেক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে জলপাইগুড়ির অঙ্কিত দাস এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের আরোহণ দে। মেয়েদের বিভাগে ৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষা রুদ্র। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তর ২৪ পরগনার অদৃজা দাস ও আয়ুশ্রী সরকার।

শুরু জেলা খো খো

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থার আন্তঃ ক্লাব পুরুষ ও মহিলাদের তিনদিনের জেলা খো খো শুক্রবার শুরু হল। রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠের মাঠে উদ্বোধনী দিনে পুরুষ বিভাগে আলোক সংঘ ৯-৭ পয়েন্টে জুয়েল অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। শিলিগুড়ি খো খো লাভার্স ১১-১০ পয়েন্টে কাছারি রোড যুবক সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। পরে খো খো লাভার্স ৮-৬ পয়েন্টে আলোককে হারিয়েছে। জুয়েল ৭-৬ পয়েন্টে যুবক সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়।

মহিলা বিভাগে যুবক সংঘ ৫-৪ পয়েন্টে পিডিএমএসএসপিএ-কে হারিয়েছে। তোমান্স শালুগাড়া ৫-৪ পয়েন্টে শক্তিগড়ের চৌরঙ্গী মোড় যুবক সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। তোমান্স পরে ৫-৪ পয়েন্টে কাছারি রোড যুবক সংঘকে হারিয়েছে।